নাট্যচতুষ্টয়

[শশিপ্রভা, সাগরিকা, দেবদাসী, ধূমকেতু]

শ্রীঅনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, অরুণা, সতী ও সমীরেন্দ্রকে

— উপহার দিলাম —

শশিপ্রভা

পাত্র	পাত্রী
সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক	শশিপ্রভা
নাগরাজ	মহারাণী
সেনানায়ক	প্রতিহারিণী
মহাপ্রতিহার	সখিগণ।
রক্ষীদ্বয়	

শশিপ্রভা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পর্ব্বতারণ্য মধ্যে অতি সুন্দর সরোবর তীর, জলে পদ্ম ও
কুমুদ-প্রস্ফুটিত, মরাল কেলী করিতেছে, তীরে
নাগরাজকন্যা শশিপ্রভা এবং তাহার
সঙ্গিনীগণের প্রবেশ]

সখিগণের গীত—

গীত

কোন্ অচিনের আসার বাণী বাতাস আনে ওই ;
শোন্ দিয়ে কান, শোন দিয়ে প্রাণ ; শোন দিয়ে মন, শোন্—
ওলো শোন্—সই !
কোন্ অজানার গুণের কথা, কইছে তরু কইছে লতা,
পাখীরা গায়, আয় ওরে আয়—সে আসে কই ?

শশী। (হাসিয়া) তাই তো সে'—আসে কই ! তোদের
অচেনা যতদিন থেকে তোদের কাছে খবর বার্ত্তা পাঠাচ্চে, এতদিনে

এসে গেলে অন্ততঃ সাতষট্টিবারেরও চেনা শোনা হয়ে যেতে পারতো। মিথ্যে মিথ্যে তার জন্যে ভেবে ভেবে মাথার কাঁচা চুল ক'গাছাকে পাকিয়ে তুলিস্‌নে ভাই, তার চাইতে আয় এইখানে একটু বসে বসে জলের মধ্যে রাজহংসের খেলা দেখা যাক্। কি সুন্দর এই সরোবরটীর শোভা! একে প্রতিদিনই দেখ্‌ছি, অথচ প্রত্যহই এ যেন নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিচ্চে। (উপবিষ্টা হইল এবং সখিগণের তথা করণ)

মঞ্জুমালা। সে আর এমন বিচিত্র কি? এই সরোবরটী যেন তোমারই প্রতিরূপা, তুমিই কি এর চাইতে কম যাও না কি? যখনই মুখের পানে চাই, সেখানে যেন নব নব ভাব ফুটে উঠ্‌ছে দেখ্‌তে পাই। সকল সময়ই দেখ্‌ছি অথচ সর্ব্বদাই দেখতে ইচ্ছে করে, যখনই দেখি মনে হয় যেন নূতন দেখলুম! কি বলিস্ ভাই বসন্তলতা? হয় না ভাই?

বসন্তলতা। সত্যি ভাই! আমাদের রাজকুমারীর রূপ যেন সৃষ্টিকর্ত্তার একটী অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল! বাস্তব জগতে এর যেন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মদয়ন্তিকা। সেইজন্যেই তো আমাদের মহারাণী অনেক ভেবে চিন্তে ওর নাম দিয়েছেন শশিপ্রভা। তা' হ্যাঁ, নাম রাখাটা ওঁর সার্থক হয়েছে বটে।

শশিপ্রভা। (সলজ্জে) থাম্ তোরা, তোদের জ্বালায় আমি

এবার পালিয়ে গিয়ে এক কোণে লুকিয়ে বসে থাক্‌বো। কোথায় এমন প্রকৃতির সুমধুর শোভা দেখ্‌বি, তা' নয়, মিথ্যে মিথ্যে কে কে একটা বাঁদরমুখী শশিপ্রভা তারই রূপ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে' উঠ্‌লেন!—তবু যদি মেয়ে না হয়ে পুরুষ হতিস্‌!

সকলে সমস্বরে। সখি, ওই দুঃখেই তো মরে আছি। 'তবু যদি পুরুষ হতাম!' আহা, সখি! তাহলে কি এতদিন ধৈর্য্য ধরে তোমার আসে পাশে বসে থাকতাম? শশিপ্রভার প্রভায় প্রভান্বিত হয়ে এতদিনে জন্ম সফল হ'তে কি আর বাকী থাকতো।

শশী। তোরা নেহাৎ বেহায়া। তোরা সাতজন, আমি একা, দ্রৌপদীর তবুতো পঞ্চপতি ছিলেন, আমার হতো সপ্তপতি!

বসন্ত। আহা তা' কেন? আমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে সকলকে পরাস্ত করে তোমায় বিজয়-লব্ধ পুরস্কার স্বরূপ লাভ কর্ত্তুম না? তুমি কি এম্‌নি পাবার ধন?

শশী। তো'দের সঙ্গে পার্‌বার যো' নেই।

বসন্ত ও মঞ্জু। (হাসিয়া) সত্যি ভাই। আচ্ছা আমরা যদি পুরুষ হতুম আর তোর যদি স্বয়ম্বর হতো, আমাদের মধ্যে কার গলায় মালা দিতিস্‌ বলতো সই!

শশী। (সহাস্যে) কারুর গলায়ই নয়।

বসন্ত। (ঠোঁট ফুলাইয়া) কেন ভাই! আমার রূপটা কি মন্দ?

পূর্ণিকা ও মদালসা। আর আমাদের?

মঞ্জু। আমিই বা ফেলা যাই কিসে? চোখ দুটোর পানে চেয়ে দেখ্ দেখি।

শশী। (হাসিয়া) এ রূপে পুরুষ ভোলে, নারী ভোলে না।

সমস্বরে। তাই নাকি? তা'বটে ভাই! রাজকুমারী ঠিকই বলেছে।

বসন্ত। সত্যিই তো আমাদের সে চোয়াড়ে হাত কই? ইয়া ইয়া গোঁফই বা কোথায়? কটিতটে মেখলার বদলে তরবারি ঝুল্‌ছেনা, কিসে নারীর মনই বা ভোলাবো?

(সকলের হাস্য)

মঞ্জু। নে' থাম, একটা গান গাই শোন,—

গীত

এ তো নয়—এ তো নয়, এ তো নয় সই!
রমণীর চিতচোরা মদনমোহন কই?—
মধুর মুরলীধ্বনি, জানায় যাঁর আগমনী;
রাধা হ'য়ে পাগলিনী, জানে না কো তাঁরে বই।
যমুনা উজান বায়, মদন মূরছা পায়
তাঁরই দুটী রাঙ্গাপায়, সাধ যায় দাসী হই।

শশিপ্রভা

[শশিপ্রভা কণ্ঠ হইতে গজমুক্তার মালা খুলিয়া হাতে লইয়া
খেলা করিতেছিল, একটী মরাল আসিয়া তাহা
টানিয়া লইল এবং গভীর জলে
পলাইয়া গেল]

শশী। ও ভাই, দেখ দেখ, দুষ্ট হংস আমার গজমুক্তার অমূল্য হার চুরি করে নিলে! কি হবে ভাই?

সখীরা। (শশব্যস্তে উঠিয়া) আমরা ভাই রক্ষীদের ডেকে আনি, তুই ভাই ওর দিকে দৃষ্টি রাখ।

[সকলের প্রস্থান।

শশী। ওই যা! কোথায় গেল দুষ্ট হংস? কেমন করে অদৃশ্য হয়ে গেছে! উড়ে গ্যাছে বোধ হয়। কি হবে? অমন সুন্দর হার, পিতা মহাবলেশ্বরের রাজাকে যুদ্ধে পরাভব করে ওই হার আমায় এনে দেন, এ সংবাদ শুনলে তিনিই বা কি বল্‌বেন? (দুই জন রক্ষী সহ সখিগণের প্রবেশ) দুষ্ট হংস কোন্ সময় অদৃশ্য হয়ে গ্যাছে আর তাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনা। হয়ত উড়ে গ্যাছে, কি হবে ভাই?

রক্ষীদ্বয়। আমরা বন পর্ব্বত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখিগে।

[প্রস্থান।

শশী। (বিমর্ষভাবে) চল মার কাছে যাই। কিছু ভাল লাগছে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(অরণ্যের অপর অংশ, সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক এবং সঙ্গীদ্বয়ের যোদ্ধৃবেশে প্রবেশ)

রাজা। এম্‌নই গ্রহমন্দ, কি কুক্ষণেই আজ শিকার যাত্রারম্ভ করেছিলেম, এ পর্য্যন্ত একটী কোন শিকার হস্তগত হওয়া দূরে থাক, নেত্রপথেও পতিত হলোনা।

সেনানায়ক। অথচ এমন নিবিড় অরণ্য, এরমধ্যে নিশ্চয়ই অসংখ্য পরিমাণে হিংস্র জন্তুরও নিবাস আছে।

মহাপ্রতিহার। রাজাধিরাজ! আজ যদি আপনার শিকার যাত্রা নিষ্ফল হয়, নিশ্চয়ই আমি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সভাপণ্ডিত মহাশয়ের শিখা-কর্ত্তন কর্ব্বো, আপনি তাতে বিরোধী হতে পার্ব্বেন না, তা' এখন থেকেই বলে রাখছি। পণ্ডিতটী তাঁর পাঁজি পত্র খুলে হিসাব কষে যে বলে দিলেন, সিংহরাশির পক্ষে এই শিকার যাত্রার মত এতবড় শুভযাত্রা আর কখনও

ইতিপূর্ব্বে ঘটেনি, এবং হয়ত এর পরেও আর কখনও ঘটবে না। এ যাত্রায় আপনার পক্ষে এমন কিছু শিকার লাভ হবে, যা' থেকে আপনার সমস্ত জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, আর একান্ত শুভদিনের অভ্যুদয় হবে। কিন্তু এপর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্রতম পক্ষী পর্য্যন্ত আমরা—

সেনানায়ক। চুপ্ চুপ্! ওই যেন শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি শোনা যাচ্চে না? নিশ্চয়ই কোন মৃগ ওইখানে অবস্থিতি করছে। রাজাধিরাজ! এইদিকে অগ্রসর হয়ে শর ক্ষেপন করুন।

রাজা। (দ্রুত অগ্রসর হইয়া শর সন্ধান করিলেন) বীরেন্দ্র! মৃগ বোধ হয় বিদ্ধ হয়েছে, এস দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[বনপথ, অদূরে নাগেশ্বর শিবমন্দির বৃক্ষ চূড়ার উপর হইতে দৃষ্ট হইতেছে। পুষ্পপাত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, ধূপ দীপ, কাঁসর আরতি প্রদীপ ইত্যাদি হস্তে লইয়া শশিপ্রভা এবং অন্যান্য নাগকন্যাগণের লীলা নৃত্য সহকারে গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

নৃত্য ও গীত

মদন দহন করলে যথন বিরাগ বশে।
প্রলয় আগুন উঠ্‌লো জলে ললাট হ'তে একনিমেষে।
জগজন কাঁপে থর থর, উঠে রব প্রভু সম্বর,
ভয় কম্পিত অম্বর হতে চন্দ্র তারকা পড়লো খসে।
একি কোপ প্রভু সর্ব্বনেশে ?
ভোলানাথ ! পুনঃ ভুলে গেলে তপে গিরিবালার।
চরণে ঠেলিয়া ফেলে গিয়ে ফিরে, গলে তুলে নিলে কণ্ঠহার।
যোগীরাজ যোগ ত্যেয়াগি ফিরিলে বরের বেশে।

শশী। তো'দের যেন আমার সঙ্গে লেগে থেকেও আশ মেটেনা, তাই আবার দেবাদিদেব যিনি ওঁর সঙ্গেও লাগতে

গেছিস্! স্তব কর্‌ছিস্ তাও সেই নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, সোজা কথার তো মানুষ নোস্।

বাসন্তী। তা' বইকি, আমরা সোজা কথার মানুষ নই, আর তোমার ওই দেবাদিদেবটীই যেন খুব সোজা? কি মন্দ কথাটা বলেছি আমরা? মদন-দহন করে ঠর্‌ঠরিয়ে যে চলে গেলেন. আবার সাধু সেজে পার্ব্বতীকে ছলনা করতে ফিরে এসে. সপ্তর্ষিদের ঘটক পাঠিয়ে বরটী সেজে বিয়ে করতে এসে সক্কলকার হাস্যাস্পদ নাকি হন্‌নি, তুমি বলতে চাও? ওঃ কি হাসি যে সেদিন হিমাচলবাসীরা হেসেছিল সে আমি দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্চি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

মঞ্জু। বাবারে! মেয়ের হাসির ধমকে আরতির প্রদীপটাই না নিবে যায়!

বাসন্তী। নিবে যাবে আবার জ্বালবো, তা'বলে হাসি পাচ্চে হাসবোনা বল্লেই হলো!

পূর্ণিকা। (সরিয়া গিয়া) হাস্ বাপু হাস্, ধাক্কা দিয়ে আমার ফুল চন্দন লণ্ড ভণ্ড করে দিস্‌নে।

বাসন্তী। (সকোপে) তুই অতি পাষণ্ড! হাসির মূল্য বুঝিস্‌নে। যাঃ তোদের কাছে আর হাসবোনা, এই থামলুম!

শশী। (মঙ্গলঘট কক্ষে) চল্‌না ভাই মন্দিরে যাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পা ব্যথা হয়ে উঠ্‌লো।

বাসন্তিকা। (হাসিয়া ফেলিয়া) আমার দোষ নেই তুমিই আমায় হাসালে! লোকের তো জানি চলে চলেই পা ব্যথা হয়, তোমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পা ব্যথা হলো?

মঞ্জু। নে রঙ্গ রাখ্, পূজার বেলা হলো, চল্ সব। (সকলের প্রস্থান ও পরে পূজা সমাপনান্তে পুনঃ প্রবেশ। ললাটে চন্দন চর্চ্চিত কিন্তু মাল্য পুষ্প নৈবেদ্যাদি শূন্য)

শশী। বেশ গাছের ছায়া রয়েছে, এইখানে একটু বিশ্রাম করে যাওয়া যাক্। (উপবেশন করিল এবং অপর সকলেরই তদনুকরণ) কেমন প্রশান্ত মধুর ভাবটী প্রকৃতি দেবী ধারণ করে আছেন! বনে বনে কত ফুল ফুটে আছে, কি সুমিষ্ট গন্ধটুকু বাতাসে ভেসে আস্‌ছে! বাস্তবিক, তপস্বীরা যে বনবাসী ছিলেন, তার জন্যে তাঁরা কোনরূপেই বঞ্চিত হন্‌নি!

মঞ্জু। আমি ভাই, গান গেয়ে তোর জবাব দেব, শুধু মুখের কথায় দেবোনা।

গীত

আমার মন ভুলালোরে
আমার প্রাণ দুলালোরে।
বনের ছায়ায় মনের আলো,
আলোয় আলোয় ছেয়ে দিল, আমার প্রাণ মাতালোরে।

দখিনা বায়ে, ফুলের বাসে, কি যেন মনে ভেসে আসে,
কে যেন কোথায় ডাক্ দিয়ে যায়, বুকের বাঁধন খসালোরে।
চঞ্চল চিত প্রাণ পরশরসে, রাঙ্গিয়া উঠে বুকে দরশ আশে,
কার সে স্মৃতি প্রাণে বুলালোরে!

শশী। তোদের মুখে যেন গানের ফোয়ারা ছুটছে! এ থেকে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বার হয়ে যেতেও পারে। পিতা মহারাজকে বলে আমি নিশ্চয় তোকে রাজসভা কবি করিয়ে দোব।

মঞ্জু। দিস্ ভাই দিস্, তাই দিস্, কালিদাস পত্নী বিদ্যোত্তমা-দেবীর গর্ব্ব খর্ব্ব করবো। কিন্তু ব্যাকরণে একটু বাধবে না? সভা কবি হবো না সভা কবিনী হবো বলতো?

শশী। তুই কবি হবি না 'কপি' হবি তাই ভেবে পাচ্চিনে। (গাম্ভীর্য্যভাব)

মঞ্জু। শোন তোরা শোন, এইমাত্র নিজে হ'তে অযাচিতভাবে যে প্রস্তাব তুল্লে আবার এরই মধ্যে নিজ মুখেই তার প্রত্যাহার করতে চাচ্চে! এরই জন্যই বল্লেরে, (ভঙ্গী ভরে)—

"বড়র পিরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"—

(সকলের হাস্য, ইতিমধ্যে একটি আর্ত্ত হরিণ-শিশু ছুটিয়া শশিপ্রভার ক্রোড়ে আসিয়া পতিত হইল। সকলে চমকিত হইল

এবং শশিপ্রভা উহাকে সযত্নে কোলে তুলিতেই তাহার অঙ্গবিদ্ধ একটী সুবর্ণ-খচিত তীর দৃষ্ট হইল, শশী উহা উৎপাটন করিয়া লইয়া মঙ্গলঘট মধ্যস্থ জল লইয়া ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করিতে লাগিল)

শশী। আহা! কোন্ নিষ্ঠুর এমন করে একে আহত করেছেরে! আহা বাছায় কতই ব্যথা লেগেছে। (অঞ্চলদ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল)

বাসন্তী। (তীরটি ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে) এই যে তীরের উপরেই মৃগয়াকারীর নাম লেখা রয়েছে! তীরটীও স্বর্ণখচিত মাণিক্য জড়িত। নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এর অধিকারী! (পাঠ) "সিন্ধুরাজ-কুমারনারায়ণ নবসাহসাঙ্ক!" বাঃ অদ্ভুত পরিচয় তো! নবসাহসাঙ্ক! খুব গর্ব্বিত উপাধি ধারণ করেছেন দেখছি!

শশী। (হরিণ শিশুর শুশ্রূষায় নিরত থাকিয়া) যিনিই হোন্, যতবড় উপাধিই তিনি ধারণ করে থাকুন, আমার কাছে তাঁর এই নির্দ্দয়তা ক্ষমার্হ মনে হচ্চে না।

সিন্ধুরাজ। (অন্তরালে আসিয়া ঐ কথা শুনিয়াই স্বগতঃ) আমারই সমালোচনা হচ্চে, এখন এই নারী-সমাজে আত্মপ্রকাশ করলে বৃথাই তিরস্কৃত হবো, একটু অন্তরালে থেকে এঁদের আলাপ শোনা যাক।

বাসন্তী। আহা সখি! এ'যে বীরধর্ম্ম; এর জন্য তাঁকে দোষারোপ করলে হবে কেন?

শশী। তা বই কি' অসহায় নিরীহ পশুবধেই তো বীরধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এই যে অনার্য্যপতি পুলস্ত আমাদের পুনঃপুনঃ উত্যক্ত করছে, পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, সেই পাশবশক্তি সম্পন্ন কদাচারীর কৌশলের সহিত সমর্থ হচ্চেন না, এই বিপদ থেকে যদি তিনি আমাদের মুক্ত করতে পারেন, আমি তাঁকে বীর বলে স্বীকার কর্ব্বো। নতুবা এই শান্ত সুন্দর নিশ্চিন্ত ক্ষুদ্র আরণ্যকটীকে দূর থেকে তীর বিদ্ধ করে বৃথা পৌরুষের অপক্ষয় আমার চোক্ষে নিতান্তই তাঁকে হেয় করে তুলেছে। 'সাহসাঙ্ক' উপাধি গ্রহণের এ যোগ্য নয়!

মঞ্জু প্রভৃতি। আহা সখি! সেই বীরধর্ম্মী ক্ষত্রিয়বর যদি এখানে উপস্থিত থেকে এই কথাগুলি শুনতে পেতেন!

সিন্ধুরাজ। (স্বগতঃ) তাই হবে সুন্দরি! তাই হবে। সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক তোমার ইচ্ছাই পরিপূর্ণ করে তারপর তোমার চরণপদ্মে নিজের মনোভিলাষ ব্যক্ত করবার অধিকার ক্রয় করে নেবে। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই আজ বিদায়, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে হয়ত আত্মসংযম হারিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেলবো। [প্রস্থান।

শশী। চল সখি! একে আমারা বাড়ী নিয়ে যাই, হয়ত বেঁচে উঠ্‌তেও পারে।

[ক্রোড়ে লইয়া উত্থিত হইল এবং সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

[সরোবরতীরে বসিয়া শশিপ্রভা বৃক্ষচ্যুত কতকগুলি ফুল লইয়া বিনাসুতার মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আন্‌মনা হইয়া গান গাহিতেছিল]

গীত

কেন মনে জাগে এ ব্যথা
কেন উঠে হৃদি ভরি চঞ্চলতা
যারে দেখিনি চোখে, তাঁরি অরূপ ছবি আঁকা এ বুকে,
তাঁহারে স্মরণ করে এ মালা গাঁথা
শয়নে স্বপনে শুধু তাঁহারি কথা।

আশ্চর্য্য ! চোখে দেখিনি শুধু সেই অব্যর্থ শর সন্ধান, আর সেই গর্ব্বিত উপাধি 'সিন্ধুরাজ কুমারনারায়ণ নবসাহসাঙ্ক।' সেই থেকে যখন তখন থেকে থেকে ওই নামটাই মনে পড়ে যায়। সাধ হয় যেন বসে বসে ঐ নামটাই জপ করি। কে তিনি, কোথা হ'তে এলেন, আবার গেলেনই কোথায়, কিছুই কিন্তু জানা গেল না। সর্ব্বনাশ ! ঐ যে ওরা সব আস্‌ছে। আমার মনের কথা জান্‌তে পার্‌লে আর রক্ষা আছে, এম্‌নিতেই তো কি না কি বল্‌ছে !

শশিপ্রভা

[সখিগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

গীত

কার আসার আসে এসেছ সই! একলা আজি এই বনে?
কার তরে ওই চিকণ মালা গাঁথ্‌ছো বসে আন্‌মনে?
রঙ্গীন ফুলের রঙ্গীন হাসি, জুঁই মালতী রাশি রাশি,
ছেয়ে আছে চেয়ে আছে হেরবে বলে কোন্ জনে?
ব্যাকুল দিঠি ক্ষণে ক্ষণে, ফিরছে কাহার অন্বেষণে,
অথির চিত কলির বুকের অলিকুলের গুঞ্জনে।

শশী। তোরা তো কেবলই আমায় কারুর অন্বেষণেই ঘুরতে দেখিস। আমি যেন মৃগ ধরা ব্যাধ, সর্ব্বদা শিকারেরই খোঁজে ফিরছি। তোদের কি আর কোন চিন্তা নেই? মাকে বলবো তোদের ক'টাকে যেন কিছু করে কাজ দেন। অকর্ম্মা হয়ে বসে থাকলেই যত কিছু দুর্ভাবনা দেখা দেয়।

বাসন্তী। বলিস ভাই, বলিস, আমরাও বল্‌বো, যেন তোর আগতপ্রায় শুভ বিবাহের শুভ কার্য্যগুলির আমাদের পরে ভার দেন।

মঞ্জু। আমি ভাই তোর শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে একটী সুন্দর করে কবিতা রচনা কর্ব্বো। কি রকম হবে শুন্‌বি? আচ্ছা একটুখানি শুনেনে,—

চির বিরহের হলো অবসান,
সুখ স্রোতে ভরে গেল মনপ্রাণ।

শশী। (সরোষে) যাঃ আমি শুন্‌তে চাইনে, কোথায় কি তার ঠিক নেই, আমায় যেন পাগল পেয়েছে!—

মঞ্জু। আহা রাগিস্ কেন? রাম না হ'তেই কি রামায়ণ হয় নি? আবার রামায়ণ হয়েছিল বলে রাম হ'তেই কি আটকে ছিল?

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতি। দেবি! রাজসভা হতে সংবাদ এসেছে প্রবল পরাক্রান্ত অনার্য্য পতিকে দমন করে একজন ক্ষত্রবীর আপনার পাণীপ্রার্থী হয়েছেন, মহারাজ আপনাকে জানাতে আদেশ করলেন, এবিষয়ে আপনার অভিমত কিরূপ? তাঁর পক্ষ থেকে এই বল্লেন যে, তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাভবকারীকে অদেয় তাঁর কিছুই নাই।

শশী। (ম্লান হইয়া নীরব রহিল। স্বগতঃ) বলবার মত কিছুই নেই, অথচ মন যেন সহসা এত বড় সুসংবাদেও কেমন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। কি বলি? (প্রকাশ্যে) মহারাজকে আমার অসংখ্য প্রণতি জানিয়ে নিবেদন জানাবে যে তাঁর আমার

সম্বন্ধে যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপই বিধান করবেন, এতে আমার কিছু বলবার ছিল না ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সম্প্রতি একটী প্রতিজ্ঞা করে ফেলে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে পড়েছি। সেই জন্যই এবিষয়ে আমায একান্তই অক্ষম বলে জানবেন।

প্রতি। যদি মহারাজ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে প্রশ্ন কবেন, তাঁকে উত্তর দিবার মত সঞ্চয় আমায় কৃপা করে দান্ কর্ব্বেন কি ?

শশী। যদি প্রতিজ্ঞার বিষয় জান্‌তে চান্, তাঁকে জানিও যে তিনি প্রবল প্রতাপ মহাবলকে নিহত করে যে মুক্তাহার আমায প্রদান করেছিলেন, একদা এই সরোবর তীরে উপবিষ্টা থাকাকালে এক দুষ্ট হংস সেটী চুরি করে পালিযে গেছে, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে সেই অমূল্য মুক্তাহার উদ্ধাব করে '.ান্‌বে তাকেই আমি বরণ কর্ব্বো। (স্বগতঃ) সেতো কেউ আন্‌তে পার্ব্বে না কাজেই আমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পার্ব্বো।

প্রতি। দেবি! প্রণাম হই, মহারাজকে যথাযথ নিবেদন জানাবো।

[প্রস্থান।

বাসন্তী। মেয়েকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোলোরে' ! দৈত্য-জয়ী বীরপত্নী না হবে কোন্ একটা পক্ষী-শিকারী ব্যাধের গলায় মালা দেবেন আর কি।

মঞ্জু। আহা দেখদেখি অন্যায়, এক্ষণি আমার কবিতাটা শেষ করে ফেলতুম।

মদয়ন্তিকা। আমি ভাবছিলাম মহারাণীমাকে বলে পিঁড়ি আল্‌পনা আজ থেকেই আরম্ভ করে দেবো।

পূর্ণিমা। আমি গড়তাম শ্রী আর স্বস্তিকা।

বাসন্তী। আর আমি খেতাম দিনরাত ধরে মিষ্টান্ন। যেহেতু আমি হচ্চি গুণপণাহীন ইতরজন। মিষ্টান্ন বিতরণটা শাস্ত্রমতে আমাকেই করতে হয়।

শশী। (উঠিয়া) তোরা বসে বসে লঙ্কা ভাগ কর আমি চল্লাম।

[প্রস্থান।

মঞ্জু। ওর মনের মধ্যে কি একটা হয়েছে! চল্ আমরাও বাড়ী ফিরি। কি ব্যাপার জান্‌তে হচ্চে তো! নাঃ এমন শুভ সংযোগটা নষ্ট হতে চল্লো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ তো ভাল হলো না।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

[বনপথ,—সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্কের প্রবেশ]

সিন্ধুরাজ। এত পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হলো! অক্লান্ত যত্নে এবং চেষ্টা দ্বারা সেই অমিতবিক্রম সুকৌশলী অনার্য্যপতিকে নিহত এবং নাগরাজকে চিরদিনের জন্য প্রবল শত্রু হস্ত হ'তে বিপন্মুক্ত করলাম সেতো শুধু তারই মুখের এতটুকু একটু ইঙ্গিত পেয়েই। আশা করেছিলেম, এত বড় প্রিয়কার্য্য সাধনের পুরস্কার চেয়ে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবো না, কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র এই নীতির অনুসারী হয়েই আমার সমস্ত পৌরুষ আজ পরাভব প্রাপ্ত হলো দেখে পৌরুষের পরে আর বিশ্বাসমাত্র রৈলো না। পক্ষীদ্বারা অপহৃত মুক্তামালা উদ্ধার করা অসম্ভব জেনেই হয়ত কুমারী আমায় প্রত্যাখ্যান কর্ব্বার জন্য এইরূপ প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করেছেন, এইরূপই ধারণা হচ্চে। (সহসা বৃক্ষের উপর হইতে কোন দ্রব্য পতিত হইল, সচমকে ঊর্দ্ধে চাহিয়া) কোন বৃহদাকার পক্ষী বলেই মনে হচ্চে না? (তীর ক্ষেপণ ও মৃত হংসের শাখা হইতে নিম্নে পতন) হংস! জল ছেড়ে গাছের কোটরে বাস করছিল এর অর্থ কি? তবে কি, (নত হইয়া শাখা হইতে বিচ্যুত বস্তুর অন্বেষণে

ভূমিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে) ঠিক তাই ! আমারই অনুমান সত্য হয়েছে ! এইতো সেই মহামূল্য গজমতির কণ্ঠহার ! ভাগ্যাধিপ ! তোমাকে শত শত নমস্কার ! এতক্ষণ যাকে দুর্ভাগ্য বোধ করেছিলেম, এখন দেখছি সেইই আমার পূর্ণ সৌভাগ্যের উদয়কারী। (মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ করিল, পুনশ্চ খুলিয়া হস্তে লইয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে) 'শশিপ্রভা' এই যে এর মধ্যভাগে স্বর্ণপদকে নামটীও ক্ষোদিত রয়েছে ! এ নাম নিশ্চয়ই তাঁর। শশিপ্রভা ! হ্যাঁ উপযুক্ত নাম ! শশিপ্রভাই বটে ! শশিপ্রভা ! কি চমৎকার নাম ! এ নাম কে রেখেছিল ? তার দৃষ্টি আছে বলতে হবে। যাই, রাজসভায় সংবাদ দিইগে, না' একটু কৌতুক করা যাক্।

[সহাস্যে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সরোবরতীর

[শশিপ্রভা বিষণ্ণচিত্তে উপবিষ্টা হইয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছিল]

গীত

এ সখি ! হামারি দুখের নাহি ওর ।

মরম বেদন কহন ন যায়ত, বসন তিতায়ল লোচন কি লোর ।

দুঃখ পবন ঝঞ্ঝাবহয়ত, নিরাশা অনল চিত্ত দগধত,

বিন দরশন মন, অথির ক্ষণ ক্ষণ, উচাটন অতি মোর ।

রোয়ে রোয়ে সখি ! জনম গোঁঙাবকি,

রোযে রজনী নিতি ভোর ।

বাস্তবিক, কি যে হলো, কি যে করলুম ঠিক যেন বুঝতেও পারছিলে ! বৃদ্ধ পিতা প্রবল শত্রু হস্তে নিগৃহীত হচ্ছিলেন, যেন কে আমারই মনোবাসনা জান্‌তে পেরে তাঁকে শত্রু হস্ত হ'তে উদ্ধার করে দিয়ে তারই বিজয়লব্ধ পুরস্কার-স্বরূপে আমায কামনা করলেন, আর আমি তাঁকে তা' দিতে পারলাম না ! পিতা পরম স্নেহময়, মুখে কিছুই বল্লেন না, তবে অন্তরে যে তিনিও দুঃখিত হয়েছেন তা' তাঁর মুখ দেখেই জানা যায় ! মায়ের চিত্তে সুখ নেই , সখীজনেরা তো নিয়তই বাক্যবাণ ছাড়ছে। আহা যদি ঐ বিজয়ীবীর সেই নবসাহসাঙ্ক সিন্ধুরাজ হতো, (বস্ত্রমধ্য হইতে স্বর্ণ তীরটী বাহির করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)

(ব্যাধের ছদ্ম মূর্ত্তিতে সিন্ধুরাজের প্রবেশ, কৃষ্ণবর্ণ, ছিন্নবস্ত্রাদি পরিহিত কৃত্রিম কেশ শ্মশ্রুজালে সমাচ্ছন্ন বিকট দর্শন)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া কঠিনকণ্ঠে) ঠাক্‌রেণ! রাজার মেয়েটারে একেবারটা ডেকে দিতে পারো, তাকে আমার একটু বরাত আছে।

শশি। (সভয়বিস্ময়ে) রাজকন্যাকে তোমার কি প্রয়োজন ব্যাধ?

রাজা। (হাসিয়া) হা হা হা! ব্যাধ কি বলচো ঠাক্‌রেণ! ব্যাধ আর নোই, এখন আমি নাগরাজের জামাই হতে চলেছি যে তার কিছু কী খবর রাখো? এই দেখ সেই গজমতির মালা আর হেথায় দেখ মরা হাঁস, যাও যাও রাজকন্যেরে ডেকে দাও, এই মালা তার গলায় পরিযে দিয়ে এই হাঁসের পালকের মুকুট মাথায় না চড়িয়ে হাতটী ধরে লিযে লা'চতে লা'চতে তারে আপন ঘরটীতে লিয়ে যাবে হাহাহা! আমার আর তর সইছেনা। লিয়ে এস তারে আমার কাছকে লিয়ে এস।

শশী। (সাতঙ্কে) ভগবান! (স্বগতঃ) এ'কি মহা বিপদ ইচ্ছাসাধে ডেকে আনলেম? এ'কি হলো! হে দেবাদিদেব! এ'যে এক বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে গিয়ে মহাবিপদের বেড়াজালে জড়িয়ে গেছি! এ'থেকে আর তো আমার উদ্ধার হ'বার একটু

ছিদ্র পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্চিনে। কি করি? কি হবে? কে' জান্‌তো যে এমনও হতে পারে? উঃ কি করলেম, কি করলেম!

রাজা। এ'কি ঠাক্‌রেণ! অমন শুদ্দি বুদ্ধি হারিয়ে ভ্যাকা হইয়ে রইলে ক্যানে? ডেকে আনো আমার বউকে, তেনার প্রিতিজ্ঞে যখন পূরণ করেচি, তখন আর দেরি কিস্যের লেগে? ডাকো ডাকো, এই মালা নিজের হাতে তার গলায় পরিয়ে দোব। দেখ চোনা এ'তে তার নাম লেখা রইছে। (মালা লইয়া দোলাইতে লাগিল)

শশী। (সাতঙ্কে দূরে সরিয়া গিয়া স্বগতঃ) দেখছি মরণ ছাড়া আমার আর কোনই পথ নেই! (প্রকাশ্যে) ভাল ব্যাধ! তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি ওই সরোবর হ'তে জলপান করে আসছি। (গমনোদ্যত হইয়া পুনশ্চ) শোন ব্যাধ! এই সুবর্ণ তীরটী একদিন আমি একটী মৃগশিশুর বক্ষে বিদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিলেম, সেই অবধি এটীকে আমি একমুহূর্ত্ত আমার কাছ ছাড়া করিনি। (সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত) আজ আর অনাবশ্যক বোধে এটী আমি তোমার কাছে দিয়ে যাচ্চি, তুমি এর যিনি অধিকারী তাঁর সন্ধান করে তাঁর হাতে এই তীরটী দিয়ে বলো যে রাজকন্যা-শশিপ্রভা এটী তাঁকে প্রত্যর্পণ করে বলেছে, তাঁর জিনিষ আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলুম, কিন্তু আমার জিনিষ আমি আর ফিরিয়ে নিতে পারলুম না।' আর শোন ব্যাধ! ওই

অলক্ষণা মুক্তাহার আমি তোমাকেই দিয়ে দিলুম তুমি গলায় পরো। (সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। রাজা পশ্চাতে নিঃশব্দে অনুসরণ করিলেন) (জলে নামিয়া ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে) জনক-জননী! অকৃতজ্ঞ দুহিতার মহা অপরাধ ক্ষমার্হ না হলেও— ক্ষমা করো। আর তুমি, হে আমার নামরূপী দেবতা! এজন্মের মত তোমার নামজপই আমার সার হয়ে রইলো চিরবিদায়— (জলে ঝাঁপ প্রদানোদ্যত)।

রাজা। (হাত ধরিয়া বাধাপ্রদান পূর্ব্বক) একি ঠাক্রেণ! ওসব কি অকথা কুকথা কইতে কইতে জলে ঝাঁপাচ্চো ক্যানে? ক্ষেপে গেলে নাকি?

শশী। (হস্ত মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কাতরকণ্ঠে) শোন ব্যাধ! আমিই রাজকন্যা শশিপ্রভা, নিজের ফাঁদে নিজে পতিত হয়ে আজ আমার আর বেঁচে থাকার উপায় নেই, তাই এই মরণকেই আমি শরণ করছি। আমি সিন্ধুরাজকুমার নারায়ণ নবসাহসাঙ্কের ধর্ম্মপত্নী, মনে মনে তাঁকেই বরণ করেছি।

[হাত ছাড়াইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল ও ব্যাধরূপী রাজাও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন)

সপ্তম দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ

[রাজা, রাণী, রাজকন্যা, সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক ও সখিগণ]

রাজা। কন্যা! তোমার কল্যাণে আজ অমিত বিক্রম মহারাজ চক্রবর্ত্তীকে জামাতা এবং পরম সহায়ক রূপে লাভ করে জীবন ধন্য বোধ করছি। আশীর্ব্বাদ করি এঁর ধর্ম্মপত্নী ও পট্ট মহিষীরূপে দীর্ঘজীবনী হয়ে পতির যোগ্য পুত্ররত্ন লাভ করো।

রাণী। বৎসে! অরুন্ধতীর মত পতির অনুগামিনী হয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিন্ধুরাজ। রাজকন্যা! দুর্ব্বৃত্ত ব্যাধের হস্ত হতে নিষ্কৃতি পাবার আশায় জলে ঝাঁপ দিয়েও অবশেষে সেই ব্যাধের হস্তেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন, বড়ই দুঃখের বিষয় কিন্তু কি করবো আমি নিরুপায়, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রক্ষা করতে বাধ্য।

শশিপ্রভা। (সস্মিতহাস্যে) বাধ্যই তো। আমি কি বলেছি আমি বাধ্য নই ?

সিন্ধু। কে বলে! মরণকে শরণ করার অর্থটা ক্ষুদ্রজীবী হলেও ব্যাধেরও বোধগম্য হয়েছিল বই কি! যা হোক, এখন

আপনার এই জপের মালা কি সিন্ধুরাজকে দিতে হবে, অথবা শশিপ্রভারই থাকবে? (স্বর্ণ তীরটী প্রদর্শন)। আর এই মুক্তমালা? যেটী ব্যাধকে দান করেছেন?—

শশী। (সলজ্জে) যান্।

সিন্ধুরাজ। (সহাস্যে) হ্যাঁ একেবারে পট্টমহাদেবী সমভি-ব্যাহারে, রাজধানীতে।

বাসন্তী। আর যাবার আগে ইতরজনেদের মিষ্টান্নদান করে যেতে যেন ভুলে যাবেন না। এখন সেইটুকুই তাদের সম্বল।

মঞ্জু। আর বিদায় সঙ্গীতটা আমি রচনা করে নোব। গান শুন্‌তে শুন্‌তে রথে আরোহণ কর্ব্বেন।

পূর্ণিকা মদয়ন্তিকা। মাঙ্গল্য দ্রব্যসমুদায় আমরাই স্বহস্তে সজ্জিত কবে রাখ্‌বো, সে বিষয়ে কোনই ত্রুটী খুঁজে পাবেন না।

বাসন্তী ও মঞ্জুমালা! আপাততঃ একটা গানের মহলা দিয়ে নিয়ে চলো তোমাদের দুজনকে বাসরঘরে বসিয়ে প্রাণখুলে গান গেয়ে নিইগে। যেহেতু এর পর থেকে অনেকদিন ধরেই আমাদের ক'জনকে আমাদের আবাল্যের প্রিয় সখীর বিরহ বেদনায় বিরহ-সঙ্গীতই গাইতে হবে কি না। তার পূর্ব্বে যতটুকু পারি আনন্দের সঞ্চয় করে নিতে ছাড়ি কেন?

সিন্ধুরাজ। নিশ্চয়, তাই বা ছাড়বেন কেন? আমার যথা-সাধ্য মিষ্টান্নাদি নিশ্চিতরূপেই প্রিয়জনদের মধ্যে বিতরিত হবে,

শশিপ্রভা

আপনারা নিশ্চিন্তচিত্তে এখন মঙ্গল সঙ্গীতে মাঙ্গল্যপ্রচার করতে বিরত না থেকে নিরতই থাকুন।

সখিগণের গীত—

ওগো সন্ধানী তোমার সন্ধানে ;—
আমরা ফিরেছি বনে বনে।
বিধাতা সদয় তাই, আজি তোমারে পেয়েছি ভাই,
নয়ন ভরিয়া হেরিব যুগলে অর্চ্চিব ফুলে-চন্দনে।
দোঁহার প্রেম জীবন তটে, কমল হয়ে উঠুক ফুটে,
কমলা বাণীর করুণায় গৃহ ভরে থাক সদা ধনজনে।

পটক্ষেপণ

সাগরিকা

নাটিকা

নন্দ, ত্র্যম্বক, অমৃত—

জলকন্যাগণ—মুক্তা, সুধা

সাগরিকা

প্রথম দৃশ্য

জ্যোৎস্নারাত্রি

[সমুদ্রের তীরে নৃত্যপরায়ণা জলকন্যাগণ

গীত

আকাশে তারা জ্বলে, সাগরতলে ছায়া ভাসে,
সে রং ফোটে সাগরজলে, যে রং ওঠে নীল আকাশে,
চাঁদের আলো ছড়ায় হেথায় আলোক-দ্যুতি
উজল প্রভায় ঝল্‌ছে সেথায় হীরকমতি,
সেথায়, প্রবালপুরীর উদ্যানেতে মতির ঝারা,
ঝর্‌ণা হয়ে ঝরছে সদাই আত্মহারা,
ফোটে ফুল সোনার গাছে, ময়ুর নাচে আশে-পাশে,
সেথায় তরুণচিত, ব্যাকুলিত মৎস্যবালার প্রেমের আশে।

---

* সাগরিকার শেষ অংশটী গৃহ নামে মধুমল্লীতে ছাপা হইয়াছিল। কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীদের অভিনয়ের জন্য দুএকটী ছোট নাটিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমার উক্ত সম্মিলনীর পরিচালিকা মিসেস বি, এল চৌধুরী আমায় অনুরোধ করায় ইহা পরিবর্দ্ধিত করা হয় এবং উক্ত সম্মিলনীর ছাত্রীবৃন্দ ইহা দুইদিন অভিনয় করিয়া যথেষ্ট কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলেও সাগরিকা অভিনয় হইয়াছে শুনিয়াছি।

সাগরিকা

[নেপথ্যে মৎস্যজীবী নন্দর প্রবেশ এবং মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থিতি]

[জলকন্যাগণের সমুদ্রে নিমজ্জন]

নন্দ (সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া) কত জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে আজ এ সময় এখানে এসে পড়েছিলেম ! এ কি অপরূপ দৃশ্য দেখলেম ! এ কি আশ্চর্য্য রূপরাশি ! এ কি অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী ! এ কি অনৈসর্গিক আশ্চর্য্য ঘটনা ! এ সব কি সত্য না স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল ? কারা এই আশ্চর্য্যদর্শনা তরুণীরা ? কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ? সমুদ্রে ? তাই বটে ! তাই বটে ! সত্যই তবে এরা এ পৃথিবীর নয় ? ঐ অনন্ত রহস্যময় অফুরন্তরত্ন রত্নাকরের গর্ভ থেকে সমুদ্ভূতা কমলাক্ষী কমলার মতই এই অপরূপা তরুণীর দল ক্ষণেকের জন্যই আমাদের মত হতভাগ্য নরলোকের অতৃপ্ত নেত্রকে মুহূর্ত্তের পরিতৃপ্তি প্রদান করতে এসেছিল ! আকাশের বিদ্যুতের মতই শুধু বারেকের জন্য ঐ আশ্চর্য্য রূপের শিখা প্রাণের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে গভীর অন্ধকারকে আরও গাঢ় ক'রে চিরদিনের মতই লুকিয়ে পড়লো ! ওগো সাগরিকা ! ক্ষণেকের এ দেখা দেবার কি দরকার ছিল তোমাদের ? এর চেয়ে কখনই না দেখাই ভাল ছিল যে !

গীত

কে এলে ? কে এলে ? কে গো এলে ?
ঘন অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার ঠেলে—তুমি কে গো এলে ?
কে এলে ? কে এলে,—কে গো এলে ?
জোছনায় ভ'রে গেছে সারা ধরণী—
আকাশে বাতাসে, ফুলবাসে ; শোন কি গীত ভাসে !
কার আশে, রুদ্ধশ্বাসে, আছে রজনী ?
সে কি, দেখিবে ব'লে, তোমায় দেখিবে ব'লে ?
তারকারা চেয়ে আছে আঁখি মেলে ? তুমি কে গো এলে ?

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্রতীর

[নন্দের প্রবেশ]

নন্দ। সেই দিন থেকে কত দিন অতীত হয়ে গেল, প্রতি দিন প্রতি রাত্রি এইখানে এমনই ক'রে তাদের প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর দেখা পেলাম না ! মুখে আহার রুচে না, চোখে নিদ্রা নাই ! কিন্তু আর কি কোন দিনই তাদের দেখতে পাবো ?

পাবো না কি? সে কি সত্যই আকস্মিক? তবে কারু ভাগ্যে যা ঘটে না, তা' আমারই ভাগ্যে ঘটলো কেন? কেন আমি তাদের দেখতে পেলেম? ভুলতে পারছি নে, কিছুতে না; সেই তাদের মধ্যের একটিকে—সব্বার চেয়ে ছোটটিকে। কি অলৌকিক রূপ! কি আশ্চর্য্য মধুর কণ্ঠস্বর! না ভুলবো না। মরণ পর্য্যন্ত সেই মুখ ধ্যান করবো, সেই মুখের ছবি কল্পনা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করবো। তাকে না দেখাই কি ভাল ছিল? না তা নয়! দেখাই ভাল হয়েছে। জন্মান্ধতার চাইতে একবারের জন্যও যদি সূর্য্য দেখে অন্ধ হওয়া যায়, সেও ভাল!

ঘন তমসাবৃত জীবনে মম,
উদয় হ'লে, কত পুণ্যবলে
ওগো প্রিয়তম
জানি গো জানি, মম জীবনসাথী—
তুমি হবে না কভু, বৃথা কাটিবে রাতি,
তবু তোমারি আশে, আমি রহিব ব'সে,
তারকার পথ চাওয়া নিশার সম।

আঃ, আজ আবার সেই রকমই চাঁদের আলোর বাহার খুলেছে! দিগ্‌বিদিক্ যেন জ্যোৎস্নার সাগরে ডুবে গেছে। সে দিনও এই রকম আলোকসমুদ্র আকাশ-ধরণীকে এক ক'রে দিয়ে-

ছিল। পৃথিবীকে সাগরকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল! আমার কেমন মনে হচ্ছে, আজ যেন কি শুভসংঘটন হলেও হ'তে পারে! আজকে কি তিথি? পূর্ণিমা—রাসপূর্ণিমা না? ঐ না কারা গান গাচ্ছে? ঐ না কাদের অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গ সঙ্গীত করছে! আনন্দের করতালিতে তার দ্রুত হস্তের করতাল বাজাচ্ছে!

[নেপথ্যে সমস্বরে গীতধ্বনি শ্রুত হইল]

গীত

ভেসে চল্ তরীর মতন স্রোতের মুখে
নেচে চল্ ঢেউএর মতন গভীর সুখে।
জ্যোছনার ঝর্ণা ঝরে, পরাণ পাগল করে,
এসেছি তারই তরে, মাটীর বুকে।
ফোটে ফুল কোকিল ডাকে, পাখী গায় গাছের শাখে,
তোরা মেতে যা আজ, নৃত্যরসে মনের সুখে।

[গাহিতে গাহিতে নৃত্যপরায়ণা জলকন্যাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান। নন্দর চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিতি এবং পরিশেষে স্বপ্নোত্থিতের মত আত্মগত]

নন্দ। তবে স্বপ্ন নয়? কল্পনায় বিজৃম্ভিত আকাশকুসুম নয়? সত্য! এ সত্য! ওরে ও অভাগা নন্দ! ধৈর্য্য ধর,—আনন্দে যেন পাগল হয়ে যাস্‌নে! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দের কুটীর

[নন্দ এবং ত্র্যম্বকের প্রবেশ]

ত্র্যম্বক। বলি, হ'লো কি তোর, নন্দ! সারাটি দিন জাল ঘাড়ে ক'রে ঘুরে বেড়াস্, দিনে আহার নেই, রাতে ঘুম নেই; যখন দেখ, তখনই দেখবে, নন্দ আমাদের সুবোধ বালকের মতন জালটি ঘাড়ে নিয়ে গুটিগুটি পা ফেলে জলের কিনারে কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ, একটা দিনও ত একটা মাছও তোর জাল থেকে ছাড়াতে দেখতে পেলুম না। এর মানে কি বল ত? ঘরকন্নার শ্রী দেখ! কৈ, রান্না করিস্‌নে নাকি? উনুনটা ত আটচল্লিশখানা হয়ে ফেটে ভেঙ্গে রয়েছে, যেন কত কালই ওতে আগুন পড়েনি, হাঁড়ি চড়েনি!

নন্দ। (অপ্রতিভভাবে নতমুখে) শরীরটে ভাল নেই, ভাই, তাই আর রাঁধ্‌তে খেতে মন লাগে না।

ত্র্যম্বক। বলিস্ কি, নন্দ! শরীর ভাল নেই ব'লে একেবারে দিনের পর দিন উপবাস দিয়ে এই পাহাড়গুলিতে প'ড়ে থাকবি? না ভাল থাকে শরীর, আমাদের কাছে চল্, দুদিন দুমুঠো কি

খেতে দিতে পারিনে, ওষুধপত্র ক'রে শুধরে তুলি, কি চেহারা হয়েছে, সে তুই নিজে ত দেখতে পাচ্ছিস্ নে, যেন একটি উস্কুক্ষু কাক! নে, চ, আমার সঙ্গে দিনকতক চল। এত দূরে পাহাড় ভেঙ্গে রোজ রোজ এসে যে তোর খবর নেব, সে ত আর নিত্যি হয়ে ওঠে না! আর চোখের উপর তোকে মরতে দেখতেও পারিনে।

নন্দ। (স্বগত) না, না, আমি যেতে পারবো না। কোথায় যাব? আজ আবার পূর্ণিমা এসেছে—দোল-পূর্ণিমা! এর মধ্যেই চাঁদ যেন উঠি উঠি করছেন। সমুদ্র আজ যেন হোরি-খেলার গান গাইছে। তারা আসবে, তারা আসবে, তারা আসবে। আমি দেখেছি, প্রত্যেক পূর্ণিমার রাত্রে তারা জল থেকে উঠে আসে। জ্যোৎস্নায় যখন সমস্ত চরাচর প্লাবিত হয়ে যায়, জলস্থল যখন সেই আলোতে রূপার পাতে মোড়া আয়নার মতন একই রকম ঝল্‌মল্ করতে থাকে, তারা নাচে, গায়, রঙ্গ করে, আবার চ'লে যায়। আজ আবার সেই পূর্ণিমা, তারা আসবে। আমি কোথা যাব?

ত্র্যম্বক। কি, কথা কোস্ না যে? যেতে হবে।

নন্দ। (কাতরকণ্ঠে) না, যাবো না। পারবো না যেতে।

ত্র্যম্বক। (সবিস্ময়ে) পারবি নে, কেন?

নন্দ। (সকাতরে) আমায় মাপ কর ভাই, আজকের মতন

আমায় মাপ কর। যদি দরকার মনে করি, কাল যাবো, আজকের রাতে এখান থেকে একটি পা নড়ি, এমন সাধ্য আমার নেই।

ত্র্যম্বক। শরীরটে বুঝি বেশী খারাপ করেছে? গা দেখি, না, জ্বর ত নয়। আচ্ছা, তবে কালই এসো। আমি এখন চল্লুম তবে। কা'ল কিন্তু নিশ্চয় যাওয়া চাই।

[প্রস্থান।

নন্দ। (আত্মগত) হুঁ, যদি কাল বেঁচে থাকি। আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার একটা কিছু হয়ে যাবে। আর পারছি নে, আর সহ্য করতে পারছি নে। মরতেই ত বসেছি; তবে আর কিসের ভয়? (ক্ষণকাল চিন্তার পর) ঠিক হয়েছে। সেদিন লুকিয়ে থেকে শুনেছি, তাদের গায়ের সেই সূক্ষ্ম প্রবালের ওড়নাগুলিই তাদের জলের মধ্যে বাস করবার শক্তি। কেউ যদি ঐ ওড়না হারায়, আর কখন জলের ভেতর নেমে যেতে পারবে না। আজ যেমন করেই হোক, সেই ছোট মেয়েটিকে, হ্যাঁ, তাকেই আমি চাই। কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার। নাম তার নাকি মুক্তা! হ্যাঁ, সে তাই, সে তাই। চাঁদ উঠেছে। এখনই তারা নাচ্‌তে আসবে, যাই, অপেক্ষা করি গে।

[পট-পরিবর্ত্তন]

সমুদ্র-তীর

[চন্দ্রালোকে নৃত্য-পরায়ণা জলকন্যাগণের জলমধ্য হইতে উত্থিত হওন ; প্রথমে জলের উপর এবং পরে তীরভূমে আগমন। --(অন্তরালে নন্দ)]

গীত

রঙে রঙে আজ সবারে মাতিয়ে যাব, মাতিয়ে যাব, মাতিয়ে যাব,
পিচ্‌কারীতে গায়ে গায়ে রং ছড়াব।
হের রঙীন্ আকাশ রঙীন বায়ু গন্ধে ভরা,
রং-বেরঙের ফুলের মেলায় রঙীন ধরা।
তারার মাঝে কি রং রাজে দেখ্ লো ওই,
প্রকৃতি আজ রঙে মেতে রঙ্গময়ী,
মোদের, বুকের মাঝে রঙীন্ সুরে বাজছে বীণা,
বিশ্বরাজের চরণ আজি রঙীন কি না,
মোরা, জগৎ জুড়ে রঙের নেশা আজ লাগাব।
যাবার বেলায় চিত্ত সবার রাঙিয়ে যাব, রাঙিয়ে যাব, রাঙিয়ে যাব।

(নৃত্য ও গীত, ইত্যবসরে নন্দের অলক্ষিতে প্রবেশ ও মুক্তার অঙ্গ হইতে প্রবাল-ওড়না অপহরণ)

নন্দ। (সহর্ষে স্বগত) কি আনন্দ! সৌভাগ্যশালী নন্দ! আহ্লাদে যেন বুক ফেটে ম'রে যাস্ নে! [প্রস্থান।

সাগরিকা

জলকন্যাগণের—গীত

রঙে রঙে রঙীন আকাশ রঙীন আজি সব ধরা,
বাতাস আজি রঙীন ফুলের গন্ধে মধুর বাস ভরা।
রং ছাড়ানো প্রকৃতির ঐ রঙীন শাড়ীর অঞ্চলে,
রং ছাড়ানো নূপুরপরা চরণ-ক্ষেপের চঞ্চলে;
সাগরজলের গভীর নীল ঐ জ্যোৎস্না-জলে রং করা,
মর্ম্মে বাজে যে রাগিণী সেও রঙীনের ছোপ-ধরা।

[পট-পরিবর্ত্তন]

স্থান—সমুদ্রতীরে নন্দর কুটীর; কাল অপরাহ্ণ।

দৃশ্য—মৎস্যজীবীর কুটীরের অভ্যন্তরভাগ। মুক্তদ্বার-পথে সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা দেখা যাইতেছে, সমুদ্রের নীলজলে সেই সূর্য্যাস্তরঞ্জিত আকাশের ছায়া স্বপ্নপুরীর মত মনোহর দেখাইতেছিল। গৃহের এক পার্শ্বে মলিন শয্যা বিছান রহিয়াছে, এবং তার অপর প্রান্তে দ্বারের দিকে ফিরিয়া সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া মুক্তা চরকা কাটিতেছিল। হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টার মত উঠিয়া সে একবার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া সমুদ্রবক্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

মুক্তা। (উৎকর্ণ হইয়া) এখনও—এখনও সে—সে ডাক ভুল্‌তে পারি নি, ঐ—ঐ—ঐ আবার ডাকছে। আমায় ডাকছে! ফিরে এসো ফিরে এসো ব'লে দুই বাহু তুলে, ব্যাকুল হয়ে আহ্বান জানাচ্ছে! (নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া চরকার কাছে বসিল। তার পর গভীর বিষণ্ণতার মধ্য হইতে বিষাদ-ম্লান ঈষৎ হাস্য করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে অন্যমনস্কে গাহিতে লাগিল)

গীত

সিন্ধুর তলে রয়েছে অতলে আমার আপন জন,
কেমনে হেথায় রহিব, সেথা যে রয়েছে হৃদয়-মন।
নাচে তরঙ্গ তালে তালে,
ডাকে আয় ফিরে আয় ব'লে
সুখস্মৃতিময় গৃহেতে সদাই করিছে আকর্ষণ ;
ঐ শোনা যায় গর্জ্জন গানে তাহাদেরই আবাহন।

সুধা। (ম্লানমুখে প্রবেশ পূর্ব্বক মুক্তার নিকটে আসিয়া কপালে হাত দিয়া রুদ্ধমান কণ্ঠে) আমার বড্ড মাথা ধরেছে, আমায় কোলে নে না, মা!

মুক্তা। (চরকা সরাইয়া রাখিয়া কন্যাকে কোলে লইয়া চুম্বন

করিল) রোদে বুঝি খেলা করছিলে ? এসো, কাছে এসো, মা আমার।

সুধা। তোমার কোলে মাথা রেখে, একটু শুই, তা হলেই সব ভাল হয়ে যাবে। (তথাকরণ। ক্ষণ পরে) তুমি যদি একটি গল্প বল, তা হ'লে এক্ষণি আমার মাথাধরা সেরে যাবে।

মুক্তা। (হাসিয়া) ব্যথাধরার ওষুধ বুঝি ওই ?

সুধা। (মা'র হাত ধরিয়া কায বন্ধ করিয়া দিল) হঁ্যা, মা! সত্যি তা হ'লে ভাল হয়ে যাবে,—সত্যি বল্‌ছি! তুমি সমস্ত দিনই সুতো কাটছো, এখন থাক।

মুক্তা। (চরকা সরাইয়া রাখিয়া কন্যাকে চুম্বন করিল) কিসের গল্প বল্‌বো, সুধা ?

সুধা। (মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) সেই জলকন্যার গল্পটা ; সেইটে বল।

মুক্তা। (চমকিয়া উঠিল) ঐ গল্প, এ কথা কতবার বল্‌বো, সুধা ? না, না, ও গল্প না। ও গল্প বারে বারে শুন্‌তে চেও না।

সুধা। (মায়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া) অন্য কোন ভাল গল্প ত তুমি জানো না,—ঐ একটি গল্পই যে জানো! বড্ড দুঃখের গল্পটি কিন্তু! শুন্‌তে শুন্‌তে জলকন্যার দুঃখে যেন কান্না আসে। আচ্ছা মা! ওর শেষটাতে বেশ সুখ হবে ত ?

মুক্তা। (স্বপ্নাবিষ্টার মত) শেষ ? ওর শেষ ত নেই—

সুধা। (হাসিয়া) এখনও হয় নি,—কিন্তু কখনও ত শেষ হবে; তখন? তখন কি হবে? তখনও কি সে সুখী হবে না?

মুক্তা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তখন? সুখী? না, হয় ত হবে না। হয় ত তখনও তার সেই হারানো অতীতের—উঃ!

সুধা। (বাধা দিয়া) থাক মা। তুমি গল্প আরম্ভ কর।

মুক্তা। ওই সমুদ্রজলের নীচে জলকন্যাদের দেশ আছে। এক সময়ে সেই জল রাজ্যের একটি মেয়ে--সেখানকার এক রাজার মেয়ে—খুব সুখী, খুব চঞ্চল একটি মেয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিজের প্রবালগৃহ হ'তে বা'র হয়ে ঐ সমুদ্রের জলের উপর উঠে এসেছিল। এই সমুদ্রের ফেনিল, সুনীল অগাধ অতল জলের উপর খেলা করতে তাদের এতই ভাল লেগেছিল যে, প্রতি জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রত্যেক পূর্ণিমায় নির্জ্জন-সাগর-বেলায় পর্ব্বতের পাদমূলে এবং ঢেউএর মুখে মুখে খেলা করবার, গান গাইবার জন্যে তারা ভেসে উঠতে লাগলো।

সুধা। (বাধা দিয়া) মেয়েটি কার মত, মা? তোমার মত সুন্দর? ঐ অমনি সমুদ্রজলের মত চঞ্চল চোখ? মেঘের মত ঘনকালো চুল? আর ঐ রকমই কি আকাশের বিদ্যুতের মত চোখ ঝল্‌সে দেওয়া রং? তার পর, মা?

মুক্তা। (স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায়) তার পর? হ্যাঁ, তার পর—তার পর এম্‌নি ক'রে কত দিন কেটে গেল। কি সুখেরই দিন

সে সব! হাতে বীণ, গলায় অম্লান ফুলের শতনর মালা, ঢেউএর উপর ঢেউয়ের তালে পা ফেলে হাতে হাতে ধরাধরি ক'রে ভাই-বোনেদের সেই আনন্দ-নৃত্য! কখনও বা জ্যোৎস্নারাত্রে তরঙ্গ-দোলায় শুয়ে শুয়ে গান গাইতে গাইতে দোল খাওয়া! ওঃ, কি সে সব সুখের প্রস্রবণ! আনন্দের তুফান—(চিন্তা)

সুধা। তার পর?

মুক্তা। (সচমকে) তার পর সহসা এক দিন সেই হতভাগিনী জলকন্যার কপাল ভাঙ্গলো! সমুদ্রতীরে নাচতে নাচতে তার গায়ের উপর থেকে তার প্রবাল ওড়না যে কোথায় খসে প'ড়ে গেল, আর তা খুঁজে পেলে না। সমস্ত রাত ধ'রে সকলে একজোট হয়ে পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বেড়িয়েছিল, কোথাও পাওয়া গেল না! তখন সকলে মিলে তাকে ঘিরে শোক করতে লাগলো, কেন না, সেই প্রবালের ওড়নার সঙ্গে সঙ্গে তার জলের নীচে যাবার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে! (চিন্তা)

সুধা। (সাগ্রহে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া) তার পর? সেই জলকন্যার কি হলো?

মুক্তা। (সনিঃশ্বাসে) সূর্য্যোদয় হতেই সমস্ত জলবাসী সঙ্গীরা সমুদ্রে নেমে গেল, কেবল সেই অভাগিনী সাগরিকা ডুবে মরবার কথা ভাবছে—তবু ত তার দেহটাও তার বাপের দেশে তার মায়ের কোলে ফিরে যাবে! এমন সময়—(নীরব)

সুধা। (অধৈর্য্যে মাকে ঠেলা দিয়া) এমন সময় কি মা?

মুক্তা। (সচকিতে) এমন সময় এক জন ধীবর এসে তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি খুব দয়ালু, তাই তাকে তাঁর স্ত্রী করলেন।

সুধা। (সাগ্রহে) সে বুঝি আমার বাবার মত? আচ্ছা, সেই জলকন্যার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল না?

মুক্তা। (মাথা দোলাইয়া) ছিল, ছিল বৈ কি, না হ'লে এত দিন কি সে বেঁচে থাকতে পারতো?

সুধা। (হাসিয়া মা'র দিকে দুই হাত বাড়াইয়া) তা হ'লে সে খুব সুখী হয়েছিল? হয়েছিল ত?

মুক্তা। (সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া অধীরভাবে দ্বারের নিকট ছুটিয়া গেল, সমুদ্রের দিকে ব্যাকুল-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া চঞ্চলস্বরে) তোমরা বুঝতে পারবে না! কিছুতেই পারবে না—তার মনের ভাব বুঝতে! এখনও সে তার সেই হারানো ওড়না খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখনও তার নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্যে বুক ফেটে কামনা ছুটে বেরুতে চাচ্ছে! সে কি কখনও তার সেই অপার্থিব সুখে ভরা গৌরবপূর্ণ জীবনকে ভুলতে পেরেছে, না—যারা তার সত্যকার আপন, তারাই তাকে কোন দিন বিস্মৃত হ'তে পারবে?

সুধা। (কাতর-কণ্ঠে) কিন্তু সে যদি কখনও ফিরে যায়, তার ছেলেরা যে কাঁদবে?

মুক্তা। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) চুপ কর্, রাক্ষসি! চুপ কর্! (সুধার ক্রন্দনোদ্যম। মুক্তা ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কন্যার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন ও তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) মা আমার! যাদু আমার! কেঁদো না, মা!

সুধা। (মাকে জড়াইয়া ধরিয়া) ভাগ্যে গল্পটা সত্যি নয়, মা! আমার এমন ভয় করছিল!

(বস্ত্রের মধ্যে কোন বস্তু গোপন করিয়া লইয়া
সহাস্যমুখে অমৃতের প্রবেশ)

মুক্তা। (স্বপ্নাভিভূতভাবে) আজ আবার সেই পূর্ণিমার রাত্রি, আজ নিশ্চয়ই তারা জ্যোৎস্না-তরঙ্গের উপর গান করতে আসবে! কি হাসি, কি আনন্দ, কত না উৎসাহ, আর কত সুরের কত গান! (মৃদু মৃদু কণ্ঠে সুরে)

রঙে রঙে রঙ্গীন আকাশ, রঙীন আজি সব ধরা,
বাতাস আজি রঙীন ফুলের গন্ধে মধুর বাস ভরা।

অমৃত। মা! তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ! বল ত কি? সুধা! তুই কিন্তু কক্ষনো বলতে পারবি নে। জন্মে কখনও দেখিস্ই নি, তা বল্‌বি কি ক'রে?

সুধা। (সগর্ব্বে) ইস্! তা বৈ কি! খুব বড় বড় কড়ি? মুক্তা-ভরা প্রবাল? শাঁক? তবে আবার কি? কেবলই ছেলের

হাসি! (কোপকুটিল নেত্রে সবেগে) ভারি ত জিনিষ! চাইনে দেখতে, যাও!

অমৃত। দুটো পাহাড়ের মধ্যের একটা ছোট্ট ফাটলে এইটে লুকনো ছিল। আমি কাঁকড়া খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছি। মা! তুমি এই নাও। সুন্দর একখানি ওড়না, ঠিক প্রবালের মতন রং!

মুক্তা। (চমকিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ! কি বল্‌ছো? প্রবালের ওড়না? দাও, দাও এক্ষুণই দাও। (হস্ত প্রসারণ)

সুধা। (ছুটিয়া গিয়া অমৃতের প্রসারিত হস্তধারণ) দাদা! দাদা! দিও না, দিও না! ছিঁড়ে ফেল, ও সর্ব্বনেশে ওড়না টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল! গল্প এখনই সত্য হয়ে যাবে।

অমৃত। (হাত ছাড়াইয়া মুক্তার হস্তে ওড়না প্রদান) মেয়ে-গুলো এমনই হিংসুক! আমাদের রাণীর মতন মাকে ঐ ওড়না পরলে কত যে সুন্দর দেখাবে, তা ভাবলে না! বল্লে কি না 'ছিঁড়ে ফেল!' আস্ত একটি গর্দ্দভ!

মুক্তা। (ওড়না লইয়া আহ্লাদে অঙ্গে পরিল) ওঃ, এত কাল পরে আমার ওড়না, আমার হারানো ধন ফিরে পেয়েছি! আজ কি আনন্দ রে!

অমৃত। (বিস্ময়ে) তোমার ওড়না? তোমার?

মুক্তা। (কর্ণপাত না করিয়া) আবার এখন আমি আমার

আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবো। ঐ সমুদ্রে, ওঃ, ঐ সমুদ্রের অতল তলে! সেই স্বপ্নের দেশে, আনন্দের রাজ্যে, সৌন্দর্য্যের মধ্যখানে।

সুধা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) মা! মা!

মুক্তা। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) ঐ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওঃ, কি আনন্দ! কি স্বাধীনতা! তারা এখনও আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ঐ যে আজও তারা তেম্‌নি ক'রে ডাক্‌ছে—মুক্তা! মুক্তা! (উচ্চকণ্ঠে) যা—ই (গমনোদ্যত)

সুধা। (ছুটিয়া আসিয়া আঁচল ধরিল) মা! মা! যেও না, যেও না, মা!

মুক্তা। (তাহার দিকে না চাহিয়াই ঠেলিয়া দিয়া) স্বপ্ন সত্য হয়েছে! অসম্ভব সম্ভব হয়েছে! যেতে হবে, যেতেই হবে, আমার ঘরে, আমার নিজের দেশে ফিরে যাব, তাতে বাধা দিবি—কে তোরা? (সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল)।

অমৃত। কি হলো রে, সুধা? মা ও সব কি বল্‌তে বল্‌তে অমন ক'রে ছুটলো? কেন বল দেখি? কিছুই ত বুঝতে পারলুম না!

সুধা। (কাঁদিয়া) মা চ'লে গেছে, জন্মের মত চ'লে গেছে, দাদা! কেন তুমি মাকে ওড়্‌না এনে দিলে?

অমৃত। (বিস্ময়মিশ্রিত সন্দেহে) ধ্যেৎ! সুধাটা যেন ক্ষ্যাপা! মা আবার কোথায় চ'লে যাবে? ওর বাবার বুঝি কোথাও যায়গা আছে, এখান ছাড়া? তা হ'লে আমরা জান্‌তুম না?

সুধা। (সরোদনে) দাদা, তুমি বোকা! মা কে, তা কি তুমি বুঝতে পার নি? মা গল্পের সেই জলকন্যা, সেই জল-রাজার মেয়ে সাগরিকা। ঐ প্রবালের ওড়না হারিয়ে নিরুপায় হয়েই এই ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করছিল, এখানে ওর একটুও মন বসে নি। আজ যেমনি ওড়না পেয়েছে, অম্‌নি আমাদের ছেড়ে ফিরে চ'লে গেছে। আর আসবে না।

অমৃত। (তীব্রকণ্ঠে) ইস্! আসবে না বল্লেই আসবে না? হোক না কুটীর, এই ত তার নিজের ঘর! চ'লে অম্‌নি গেলেই হলো বুঝি? বাবা ওকে ধ'রে আনবে না!

সুধা। (আর্ত্তকণ্ঠে) না, দাদা, না! এ তার বাড়ী নয়। বিশাল সমুদ্রের নীচে তার প্রবালের ঘর আছে। হীরার প্রদীপে সেখানে আলো জ্বলে, মুক্তার ঝালরে চাঁদোয়া খাটিয়ে সোনার পালঙ্কে সে শুয়ে থাকে। সে কিসের জন্যে এই দীন-হীন কুঁড়ে ঘরে ফিরে আসবে? সে আসবে না।

অমৃত। (সকাতরে) মা! মা! মা! বাবা!

সাগরিকা

[ভিজা জাল কাঁধে লইয়া নন্দর প্রবেশ]

নন্দ। মুক্তা! একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিল; ধ'রে রেখেছি। কুড়ুলখানা নিয়ে চল ত কেটে আনি গে;—(ইতস্ততঃ চাহিয়া) তোমাদের মা কোথায় গেছেন? তোমরা কাঁদ্‌ছো কেন?

সুধা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সে ফিরে গেছে।

নন্দ। (সবিস্ময়ে) ফি—রে—গে—ছে?

অমৃত। আমি কাঁকড়া ধরতে গিয়ে পাহাড়ের গর্ত্ত থেকে একখানা প্রবালের ওড়না পেয়েছিলাম, সেইটে—

নন্দ। (বজ্রাহতবৎ) এত দিন পরে! হা নির্ব্বোধ! সেটা কি হলো?

অমৃত। মাকে দিয়েছি, মা সেইটে প'রে,—

(নন্দ জাল ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল, আবার ফিরিয়া আসিল)

নন্দ। কতক্ষণ?

অমৃত। এখনই সমুদ্রের দিকে গিয়েছে।

নন্দ। মুক্তা! মুক্তা! যেও না, যেও না—(উন্মত্তের মত ছুটিল)

সুধা। দেরি হয়ে গেছে! সে এতক্ষণ সমুদ্রের নীচে নেমে গেছে। আর আসবে না।

[নন্দ গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

গীত

না, যেও না, যেও না যেও না ফিরে
ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো গো,
মম মানস-মন্দিরে।
এসো ফিরে, এসো ফিরে, ডাকে প্রাণ সকাতরে,
না, না, যেও না, ফিরে এসো, যেও না,
যেও না ভাসায়ে দিয়ে একাকী
বিরহ-জলধি-নীরে।

কোথাও নেই, সে চ'লে গেছে! ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে! (দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল) আমি এত দিন ফাঁকি দিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে তাকে চুরি ক'রে এনে রেখেছিলেম, সে আজ তার শোধ নিলে, আমার—আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে গেল!

সুধা। (পিতার পিঠের উপর পড়িয়া) বাবা! বাবা!—

নন্দ। সে দিনও এম্‌নি পূর্ণিমার রাত, এম্‌নি চক্‌চকে চাঁদ দিনের মত আলো ক'রে রেখেছিল; সমুদ্রও আকাশের মত স্থির হয়ে প'ড়ে তাদের সেই স্বর্গের গান কাণ পেতে শুন্‌ছিল। আমি কি একলাই মুগ্ধ হয়েছিলাম? তার পর—(তীব্র আনন্দের

বেগে উত্থিত হইয়া) কি আনন্দ! কি গৌরব! স্বর্গের দেবী এসে ভিখারীর কুটীরে অধিষ্ঠিতা হলো! সে আমার (পুত্রকন্যার দিকে চাহিয়া) আমাদের হয়ে গেল। সমুদ্র কি এত বড় যে, যে এই সব জ্বলন্ত স্মৃতিকে ডুবিয়ে দিতে পারবে? না, না, সে যে আমাদের, সমুদ্রের ত তাকে চুরি করবার কোন অধিকারই আর নেই!

সুধা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) সে নিজেই যে আমাদের ছেড়ে গেছে।

নন্দ। (শুষ্ককণ্ঠে) সে যখন যন্ত্রণায় মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ে কাতর-কণ্ঠে কাঁদত, আমি আমার কাণ দুটো রুদ্ধ ক'রে রাখতেম। সে যখন ঘরে ফিরে যাবার কথা বলতো, আমি ভাবতেম, কত দিনে আমার এই কুটীরে তার প্রতিষ্ঠা করতে পারবো! তার পর ক্রমে ক্রমে এই কুটীরকেই সে তার ঘর ক'রে নিয়েছিল—

সুধা। (বাধা দিয়া) না, নিতে পারে নি, ঐ সমুদ্রের জন্যই নিতে পারে নি, সমুদ্র তাকে সর্ব্বদা 'আয় আয়' ব'লে ডাকতো। দুষ্ট সমুদ্র!

নন্দ। সে তার কল্পনা, কিন্তু কি তার হৃদয়! সে এত কঠোর! যতটুকু আমরা তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলেম, ঠিক ততটুকুই রইল; তার চাইতে একটুও বেশী নয়! (সুধা ও অমৃত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল) সে আমাদের জন্য কত কায করেছে;

আমাদের স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা দেখিয়েছে, কিন্তু মনে মনে সমস্তক্ষণই ভেবেছে, কতক্ষণে আমাদের ছেড়ে যাবে। হা পাষাণি!

সুধা। আবার হয় ত—

নন্দ। (সোৎসাহে) হয় ত কি, সুধা?

সুধা। ফিরে আসতে পারে—

নন্দ। (কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল) না, না, আসবে না, আসবে না, পাষাণী সে, সে ত এ পৃথিবীর নয়;—মায়া-দয়া, প্রেম-প্রীতি—এ শুধু এই ধরা-মায়ের মাতৃবক্ষের দান; এর ওপোরেও নেই, নীচেও নেই। কিসের বন্ধনে সে ফিরে আসবে, সুধা? সে আর আসবে না, আসবে না। রাজকন্যা সে, জল-কন্যা সে, আমরা তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দীন মনুষ্য! না, আর সে আসবে না। না, রাত হয়ে গেছে, শুতে যাও। দোর বন্ধ ক'রে দিও।

নন্দ। (শিথিলহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিল)

সুধা। (দ্বারের নিকট গিয়া কান্নাভরা উচ্চকণ্ঠে) মা! মা! মা! মা গো!

অমৃত। (দ্বারের বাহিরে গিয়া) মা! ও মা! মা গো! আমাদের কাছে ফিরে এস মা। কেউ নেই! মা! মা!

নন্দ। (দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া) ওরে, তোরা কি আমায় স্থির হ'তে দিবি নে? কা'কে ডাকছিস? সে তোদের মা নয়!

যা, শুতে যা! সে তোদের ভালবাসতো? মিথ্যে কথা! কখন ভালবাসতো না, ভালবাসার একটা ভান, হ্যাঁ, একটা ভান করেছিল মাত্র! ভালবাসলে সে কি তোদের ফেলে এমন ক'রে চ'লে যেতে পারতো? না, কখন না!

অমৃত ও সুধা। (বিছানার কাছে গিয়া কাঁদিয়া উঠিল) কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাকবো, মা? মা গো! যাবার সময় একটুও আদর করে গেলি নে, কিচ্ছুই ব'লে গেলি নে, ও মা! মা গো!

নন্দ। আঃ, এরা দুটো আমায় পাগল না ক'রে ছাড়বে না!

গীত

ডেকো না, ডেকো না ওগো, দাও যেতে দাও
ফিরাতে নারিবে যারে কেন ফিরাতে চাও।
প্রাণভরা ভালবাসা, দুঃখ সুখ কাঁদা হাসা;
নাহি সে পাষাণ-বুকে বুঝিতে পার নি তাও?
ভুলে যেতে ফেলে গেছে, ভুলে যাক্ ভুলে যাও।

(বাহির হইয়া গেল, দ্বার মুক্ত রহিল)

শেষ দৃশ্য

[সমুদ্রে চাঁদেব আলো পড়িয়া রূপার পাতের মত দেখাইতে-ছিল। জলের মধ্য হইতে মুক্তা উত্থিত হইল। প্রবালের ওড়না তাহার কাঁধের উপর একখানি সূক্ষ্ম রূপাব জালের মত দেখাইতে-ছিল। কপালের চুলের উপর হইতে মুক্তার লহর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বর্ষার জলধৌত লতার মত সৌন্দর্য্য তাহার শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে]

মুক্তা। (আত্মগত) আমার পা যেন ভারি হয়ে উঠেছে। গলার স্বর আর ওদের সঙ্গে সম্মিলিত স্বরে গান গাইবার উপযুক্ত নেই। এ আমার কি হলো? এ কি! তাদের সঙ্গ ছেড়ে এ কোথায় আবার চ'লে এলেম! (চারিদিকে স্বপ্নাবিষ্টার মত চাহিতে লাগিল) এখানে! কে আমায় এখানে টেনে আন্‌লে?

গীত

কে আমায় কোথা হ'তে টানে!
এ কি বেদনার ব্যথা বাজে প্রাণে।
কে সে কোথা ব'সে ডাকিছে মোরে?
গুমরিছে ব্যথা তার চারি ধারে,

সাগরিকা

সাগরজলের তান, পাখীর প্রেমের গান,
বিরহীর অভিমানে গিয়েছে ভ'রে।
যেন, বিরহ-বিধুরা ধরা কাঁদে কাতরে।
পলাইতে চাহি যত, চিত তত ব্যাকুলিত
কে যেন দূর হতে টানে।
এই হেলায় ফেলিয়া যাওয়া ঘরেরই পানে।

(দ্বারসন্নিহিতা হইয়া) কে আমায় ফিরিয়ে আন্‌লে ? আমার ছেলেরা। (আবিষ্টভাবে গৃহে প্রবিষ্ট হইল ও অনিচ্ছুক পদে অগ্রসর হইয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল)

সুধা। (নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া উঠিয়া) মা ! ও মা ! ফিরে আয় মা, ফিরে আয় !

মুক্তা। (মুহূর্ত্তে নত হইয়া কন্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) তবে আয়, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

সুধা। (তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে) না, না, তুমি আমায় বুকের মধ্যে চেপে নাও। উঃ, বড় শীত ! দোর বন্ধ ক'রে আমার কাছে শোবে এস।

মুক্তা। (মন্ত্রমুগ্ধভাবে দ্বার রুদ্ধ করিতে গিয়া) না না, আমি ফিরে যাব।

নন্দ। (ধীরপদে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল) মুক্তা !

মুক্তা। (চমকিয়া সরিয়া গেল. ওড়নাখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল)

নন্দ। (শান্তভাবে) ভয় নেই, তোমায় পারলেও আজ আর আমি ধ'রে রাখবো না।

মুক্তা। (বিস্মিতনেত্রে মুখের দিকে চাহিল) ধ'রে রাখবে না ?

নন্দ। না, যদি আমাদের ছেড়ে গিয়েই তুমি সুখী হও— যাও, কেন বাধা দেব ?

মুক্তা। (স্বপ্নাবিষ্টভাবে) ওই উত্তাল তরঙ্গমালার উন্মাদ তাণ্ডব শুধু তোমরা দেখতে পাও। ওর নীচে কি সুখের রাজ্য আছে! সেখানে আমার কি সুন্দর ঘর! তুমি তাদের গান শোন নি ত! কি আশ্চর্য্য সে গান, তার সুরে জগতের সমুদয় ফুল ফোটে, পাখী গায়, শিশু হাসে!

নন্দ। না, আমি তোমার গান শুনেছি ; কিন্তু গানের চেয়ে কি মানুষ সত্য নয় ? তাই তুমি আসবার পর থেকে—(নীরব)

মুক্তা। (সৌৎসুক্যে) পর থেকে—

নন্দ। তোমার অধিষ্ঠানই আমার সঙ্গীত হয়ে গিয়েছিল। (হাত ধরিল)

মুক্তা। আমার কণ্ঠ তার চিরাভ্যস্ত গান ভুলে গেছে, কিন্তু হয় ত দুদিন পরে আবার মনে পড়বে। যখন আর সব ভুলে যাব।

নন্দ। (শিহরিয়া মুক্তার মুখের দিকে চাহিল) পারবে ভুলতে ?

মুক্তা। (মুখ ফিরাইয়া লইল, পরে ব্যগ্রকণ্ঠে) ঐ শোন ! ঐ তারা আমায় ডাকছে—'মুক্তা ! মুক্তা !' হাত ছাড়, আমি যাই।

নন্দ। (তীব্রভাবে ফিরিয়া) কেন তুমি ফিরে এলে ?

গীত

নিরাশা-সাগরে ঠেলে ফেলে ;
যদি ফিরে যাবে, কেন ফিরে এলে ?
শুধু বারে বারে, বুকে ছুরী মেরে,
এই নিঠুর খেলা বুঝি যাবে খেলে ?
যদি ছেড়ে যাবে, যাও একেবারে,
সবে না বেদনা বারে বারে,
যদি পথ চাহি, নিশিদিন বাহি,
যদি কেঁদে ডাকি, তবু এসো না ফিরে,
এ যে জ্ব'লে মরা মিছে পলে পলে।

মুক্তা। (চঞ্চল হইয়া উঠিয়া) কেন ফিরে এলেম ? আমি আসতে চাই নি, কে আমায় টেনে আনলে ? আমার ছেলেরা—

নন্দ। শুধু ছেলেরা? শুধুই তোমার ছেলেরা? (হতাশার্ত্ত-কণ্ঠে) এই আমার উপযুক্ত! এই শেষ হোক, তবে যাও!

মুক্তা। যাই। আমায় দোষ দিও না, ভেবে দেখ দেখি তখনকার কথা, যখন তুমি ছলনা ক'রে আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে আমায় বশ করতে চেয়েছিলে। যখন ছলনা ক'রে ওড়না খোঁজার ভান দেখিয়ে আমার বিশ্বাস কেড়ে নিযেছিলে।

নন্দ। আমি তোমার ওড়না লুকিযে রেখেছি, এ সন্দেহ তোমার মনে কখনও উঠেছিল?

মুক্তা। (ধীর-কণ্ঠে) কখন না, মানুষ যে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট ক'রে এতবড় চাতুরী করতে পারে, এ আমার ধারণাই ছিল না।

নন্দ। (মৃদুকণ্ঠে) আমার সমস্ত মনুষ্যত্ব আমি তোমার পায়ে উজাড় ক'রে দিতেও কুণ্ঠিত নই।

মুক্তা। আমার আত্মীয়রা যদি জান্‌তে পারে, তুমি আমার ওড়না লুকিয়ে রেখেছিলে, তারা তোমায় খুন করবে।

নন্দ। (গম্ভীরস্বরে) তোমা-হীন জীবন আমার এরই মধ্যে দুর্ব্বহ বোধ হচ্ছে, মুক্তা! (হাত ধরিয়া)

মুক্তা। (একটু সরিয়া গিয়া) আমার ঘরে আমি যেতে চাই, আপনার জনের কাছে কে না যেতে চায়? আমায় জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলে, মন আমার সেইখানেই পড়েছিল। আবার এ কি? হাত ধরছো কেন? হাত ছাড়, আমি যাই।

নন্দ। (হাত ছাড়িয়া দিল) যাও!

মুক্তা। (বাহিরে গিয়া গৃহের পানে চাহিল) আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম। (স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া পরে উচ্চকণ্ঠে) আমি যেতে পারছি নে! না, না, কিছুতেই যেতে পারছি নে! আমার স্থান সেখানে খালি নেই, কিন্তু এখানে শূন্য হয়ে যাবে! তারা আমায় ভুলে এসেছে, এরা আবার তেমনি করেই ডাকছে! তারা সবাই সেই রকমই আছে, কিন্তু আমি ত কই সে বকম নেই!

গীত

এ কি বেসুরে বাজে আমার মনোবীণা!
হাসি মিলাযে গেল কেন জানি না।
কাতর সুরের পিছন ডাকে, চরণ যেন জড়িয়ে থাকে,
বুকের মাঝে উঠলো বেজে ব্যথার রাগিণী,
প্রাণের মাঝে দংশে দিল হাজার নাগিনী।
চপল সুরের ছন্দে দোলে, সাথীরা মোর নেচে চলে,
হৃদয় আমার মেতে বেড়ায় দখিণ পবনে,
আজকে সে প্রাণ পড়লো বাঁধা কুটীর-ভবনে।
চারিদিকের করুণ সুরে, নয়ন আমার মরে ঝুরে,
কে যেন কয় কাণের কাছে না, যেও না।

নন্দ। (বাহিরে আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে) মুক্তা! মুক্তা! যাও

যদি আর দেরী করো না। আমি মনকে বেঁধে রেখেছি ! অকস্মাৎ আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ না ক'রে এই জাগ্রতের মধ্য দিয়েই বিদায় নাও। সে আঘাত বড় কঠিন হবে,—সে আমি সইতে—

মুক্তা। (নিকটে আসিয়া) না, যাব না, কোথা যাব ?

নন্দ। (সন্দিগ্ধস্বরে) সে আমি সইতে পারবো না। উঃ, কিছুতে না, গুপ্তহত্যা হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভাল। যাবে যদি এখনই তবে যাও।

মুক্তা। (ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে) বিশ্বাস করছো না ? তবে এই নাও প্রবালের ওড়না, স্বেচ্ছায় আজ তোমায় আমি আমার চ'লে যাবার শক্তি জন্মের মত দান করে দিলেম। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি, কিসের আকর্ষণে আমায় এখানে টেনে এনেছিল। শুধু সন্তানের স্নেহই নয় ; সে ছাড়াও আরও কিছু, আরও কোন প্রবল একটা—

নন্দ। (সহসা দুই হাতে মুক্তাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) কি সে মুক্তা ? কি সে তবে ?

মুক্তা (জ্যোৎস্নাজালের মধ্যে প্রবালের ওড়না দলিত মর্দ্দিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইল) তুমি, তোমার প্রেমই আমায় এখানে ভুলিয়ে এনেছিল। আজ আবার সেই-ই আমায় ফিরিয়ে এনেছে।

পটক্ষেপণ

দেবদাসী

নাটিকা

স্থান—ত্রিণাবেলীর শ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দির

পাত্রগণ

প্রধান পুরোহিত (বিজয় রাঘবাচারিয়া)

মহারাজা উৎপলাদিত্য

পুরোহিতগণ, দেবসেবকগণ,
সারেঙ্গীওয়ালা, তবল্‌চী
প্রভৃতি

দর্শকগণ

পাত্রীগণ

বিশোকার মাতা

বিশোকা (পূর্ব্বনাম আদরিণী)

চম্পা
ভদ্রা
চিন্তা
রম্ভা
আর্দ্রা } দেবদাসীগণ

রঙ্গিলা—গৃহস্থবধূ

শিশু

দর্শিকাগণ

দেবদাসী

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির-চত্বর

[প্রধান পুরোহিত-বিজয় রাঘবাচারিয়ার অন্যান্য দেবসেবকগণ, দেবদাসী, চম্পা, বিশোকাব মাতা, বিশোকা (আদরিণী)]

বিশোকার মাতা। (প্রধান পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুরমশাই ! আপনি তো জানেন সবই ; যখন উপরি উপরি পাঁচটী ছেলেমেয়ে

---

* প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতী-পত্রিকায় এবং পরে আমার চিত্রদীপ নামক ছোট গল্পের বইএ দেবদাসী ছোট গল্পরূপে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ছেলে-মেয়েদের অভিনয়োপযোগী ভাবে ইহাকে একখানি ক্ষুদ্র নাটিকারূপে পরিবর্ত্তিত করিলাম। অভিনয়কালে পাত্রপাত্রীগণের বেশভূষাদি যতদূর সম্ভব দক্ষিণ দেশের উপযোগী করা আবশ্যক ; যেহেতু দেবদাসী-প্রথা প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশেই সম্যকরূপে প্রচলিত ছিল এবং আমাদের এই নাটিকাখানির স্থানও ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ। তবে এতদিন সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল যে দেবদাসী-প্রথা ভারতবষের দক্ষিণ প্রদেশের বাহিরে আদৌ কখন ছিলই না কিন্তু এবিষয়ে একটু সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দেবদাসীর কথায় মনে হয় কখনও কখনও উত্তর পূর্ব্বাদি দেশও সম্ভবতঃ দক্ষিণেরই অনুকরণে এ প্রথা কচিৎ দেখা দিয়াছিল তবে স্থায়ী হয় নাই।

জন্মেই মরে গেল, কেঁদে এসে বাবার দরজায় লুটিয়ে পড়লুম, তখন আপনিই তো আমার হাতে ধরে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, কেঁদো না বাছা, বাবার কাছে মানত করে যাও যে, এবার যদি ছেলে হয় তাকে দেবসেবক করে দেবে, আর মেয়ে হয় ত সে হবে দেবদাসী। তা'ই করে এই আমার সাত রাজার ধন আদরিণীকে পেয়েছিলুম, কিন্তু বাবা! লোভে পড়ে ওকে আমি বাবার দোরে দিতে পারিনি, ওঁর কাছ থেকে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলুম, তার ফলও আমি পেতে বসেছিলুম বাবা! মেয়ে আমার যমের দোয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল; আবার কত কেঁদেকেটে বাবার উদ্দেশে মাথামুড় খুঁড়ে ফের মান্‌ত করে তবে আবার এই মেয়ে আমি ফেরৎ পেয়েছি। আর না, আর লোভে পড়ে দত্তাপহারী হয়ে মহাপাতক করবো না। এই নিন বাবা ঠাকুর! আমার—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার সর্ব্বস্বধন, আ—আ—আমার ঘরের আ—আলো, অ—অন্ধের নড়ি আপনার (জিভ কাটিয়া শিহরিয়া উঠিয়া একটু সংযত ভাবে। ভগবান শ্রীরঙ্গজীর চরণে সমর্পণ করে দিলুম (আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল)—ওরে আপনারা দেখবেন, যত্ন কর্ব্বেন (মুখে কাপড় গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না)

প্রধান পুরোহিত। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া আদরিণীর হাত ধরিল) দেবতার গচ্ছিত ধন দেবতাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ,

এতে এতো কাঁদবার কি আছে বাছা। অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান সে কি দেবতা গ্রহণ করেন? গীতায় ভগবান বলেছেন—

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।"

বিশোকার মাতা। অশ্রদ্ধা যদি করবো বাবা! তবে আমার অন্ধের নড়িটুকু তাঁর চরণে সঁপে দিতে এলুম কেন? তবে কি জানেন বাবা! মায়ের প্রাণ, পাষাণে বুক বাঁধলেও বুকের পাষাণ ধ্বসে পড়ে;—পোড়া চোখ (মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল)

প্র-পুরোহিত। (মৃদুহাস্যে) কেমন করে জান্‌বো বাপু! মা' তো হই নি, মায়ের প্রাণের খবর কে রাখে? জানি ঐ ওঁকে, ঐ একমাত্র ওঁকেই পেয়েছি, ওঁকেই চিনেছি, তাই জানি। ওঁর কাছে সংসারের কান্না-হাসি কিছুই কিছু নয়। ক্ষুদ্র মোহ, তুচ্ছ স্নেহ ওঁর চরণে এসে সমস্তই লয় হয়ে গেছে এই জানি।

বিশোকার মাতা। (ঈষৎ শান্ত ভাবে) মুক্ষু মেয়েমানুষ, ভাল কথার কিছুই তো জানিনে বাবা! ঘর-সংসার, স্বামী, সন্তান, এই-ই চিনেছি। তবে এ সবই যে ওঁরই দয়ার দান এটুকুই শুধু জানি বাবা! উনি না দিলে কি এদের পাওয়া যায়!

প্র-পুরোহিত। বেশ বেশ! তা মেয়েটীকে একটু গানটান শিখিয়েছ, না, শুধু ভাত ডাল নেড়ে হাত পাকিয়েছে?

মাতা। গান বাবা! গরীব গেরস্তর মেয়ে কার কাছে

শিখবে বাবা ঠাকুর! তবে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এম্‌নি আপন মনেই যা গায়। গা' তো মা! আদর! সেই তোদের খেলার গানটা গেয়ে বাবা ঠাকুরকে শোনা ত মা! ভয় কি মা, গাও,—গাও, মা, কিছু লজ্জা নেই। এঁদের কাছে গাইতে হয়।

বিশোকা। (অনিচ্ছার সহিত) আমি পারবো না মা!

প্র-পুরোহিত। এ মেয়ে তো দেখি বড্ডই অবাধ্য! পারবো না কি কথা? ও রকম ঠ্যাটাপনা এখানে চলবে না। গাও—গাও।

মাতা। (গায়ে হাত বুলাইয়া) গাও মা, গাও।

বিশোকা। (ছল ছল চোখে) একলা একলা কেমন করে গাইব? (প্রধান পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সভয়ে) গাইছি,—গাইছি—

গীত

—চলরে ও ভাই খেলতে চল,—খেলতে চল।—
সঙ্গীরা সব খেলতে গেল কেমন করে থাক্‌বো বল্?
বনের ছায়ায় রচবো মোরা লুকোচুরির ঘর,
আবার, আমি হবো বৌটি তোমার, তুমি আমার বর।
তুল্‌বো কুসুম, গাঁথবো মালা, পাড়বো গাছের পাকা ফল।

প্র-পুরোহিত। গলা ভাল, তবে শেখাতে হবে। দেখ, এ

৫

সব গান এখানের জন্যে নয়। এখানে শুধু ভগবানের বন্দনা-গান গাইতে হবে। তুমি সে রকম গান জানো ?

বিশোকা। (ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়িল) না—

প্র-পুরোহিত। এঃ, মেয়েকে কোন শিক্ষাই দেখছি দাওনি ! আচ্ছা হয়ে যাবে, হয়ে যাবে—শিখিয়ে নেওয়া যাবে। দেখ বাপু ! কান্না কি তোমার শেষ হবে না ? · কি বিপদ !—

বিশোকার মাতা। (সভয়ে চোখ মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভগ্নস্বরে) না, না, কাঁদছি কই ? কাঁদিনি,—কাঁদিনি, এ আমার চোখের ব্যারামের জন্যে জল পড়চে। (আদরিণীর হাত লইয়া পুরোহিতের হস্তে দিল) আপনার চরণে সঁপে দিলুম বাবাঠাকুর ! ওকে দেখো। (ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

আদরিণী। (মাকে জড়াইয়া) না, না, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। না, না,—আমায় ছেড়ে যেও না—(কান্না)

প্র-পুরোহিত। (মায়ের প্রতি) দেখ বাছা ! যদি দেবতার সঙ্গে খেলা করতে না চাও, তাহলে ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আর এ অভিনয় করো না। এতে প্রত্যবায় হচ্ছে, তা কি বুঝতেও পারচো না। যেন উনিই জোর করে তোমার কোল থেকে তোমার মেয়ে ছিনিয়ে নিচ্চেন ! কেন, রাখতে পারলে না মেয়েকে ? চুরি তো করেই ছিলে,—চোরাই মাল পৌঁছে দেবার জন্য ফের ছুটে এলে কেন ?

মা। (সভয়ে) না না, আর কাঁদবো না, আর কাঁদবো না, এই চোখ মুছলুম। আদর! তুই এইখানে থাক্ মা! বাবা রঙ্গনাথজীকে তোকে তোর জন্মের আগেই যে সঁপে দিয়েছি,—আমি আর তোর মা নই, কেউ নই, তুই ওঁর, ওঁর, শুধু ওঁর, আমি আমি—আমি চল্লুম, ··

বিশোকা। (সবলে হাত ছাড়াইয়া মাকে ধরিল) না, না—যেও না, আমায় ফেলে যেও না, আমি থাকতে পারবো না মা—(কান্না)।

প্র-পুরোহিত। দেখ, অত আহ্লাদেপনা এখানে থেকে চলবে না,—এ দেবতার ঘরকন্না, এখানে ও সব ন্যাকামীর জাযগা নেই। (সবলে টানিয়া লইল)

মাতা। আমি যাই—চল্লেম রে আদর! জন্মের মতন—এই শেষ—(উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল)

বিশোকা। মা! মা! মা! (লুটাইয়া পড়িল)

চম্পা। (ছুটিয়া আসিয়া কোলে তুলিয়া লইতে গেল) চুপ কর মা! চুপ কর। ভয় কি? কান্না কিসের? আমি—আমরা রয়েছি, আমি—আমরা তোমায় দেখবো, যত্ন করবো, ভয় কি তোমার ওঠো, মা, ওঠো।

প্র-পুরোহিত। (সব্যঙ্গে হাসিয়া) বড়-ঠাকুরুণের বুঝি একটী

পুষ্যি কন্তের দরকার হয়েছে? মেয়ে জামাই নাতিপুতি নিয়ে ঘরকন্না পাতাবেন বুঝি?—বাঃ বাঃ! হাঃ, হাঃ, হাঃ।

বিশোকা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা! মা! (চম্পার গলা জড়াইয়া ধরিল) আমার মা যে চলে গেল! আমার মা! আমার মা!—

চম্পা। (পুরোহিতের বিদ্রূপের ভয়ে ত্রস্তে সরিয়া গিয়া) না না, মা নয়, মা নয়, আমরা যে দেবদাসী, আমাদের তো মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, কেউ থাকতে নেই; আমাদের শুধু ঐ উনি আছেন। (হাত দিয়া মন্দিরাভিমুখে প্রদর্শন) ঐ উনিই আমাদের সব, ঐ উনিই আমাদের সব। পাতা, পতি, পরমসখা, স্বামী।

বিশোকা। (আকুল চক্ষে চাহিয়া কাঁদিয়া) না, না, না, ও নয়, ও নয়, ও তো ঠাকুর! ও আমার কেউ নয়, আমার মা! আমার মা!—(কান্না)

প্রধান-পুরোহিত। চম্পা! কাল থেকেই এর শিক্ষা আরম্ভ করবে; নাচ গান কলাবিদ্যা সমস্ত খুব ভাল করে শেখাবে। এর নাম হলো বিশোকা। ও আদর টাদর এখানে চলবে না, একটু বয়েস হয়ে গ্যাছে, শীঘ্র শীঘ্র সব শেখানো চাই। তারপর দুচার বছরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে শুভ দিনে শুভ মাল্য-বিনিময় হবে। আরতির সময় হয়ে এলো, আমি যাই। [সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—প্রথম দৃশ্যেরই স্থান। পুরোহিতগণ, দেবসেবকগণ, বিশোকা।—প্রধান পুরোহিতের হস্তে আরতি-প্রদীপ, দেবদাসী-গণের নৃত্য ও গীত]

গীত

জীবন যমুনাকূলে, দুলে দুলে ওঠে আনন্দ তরঙ্গ-মালা
বাঁশরী বাজায় কালা—
বাজে, বাজে, বাঁশী বাজে,—বাঁশি বাজে ভরা সাঁজে, চিতমাঝে,
এ কি রে বিষম জ্বালা—
বাঁশী গাহিয়া ডাকে রাধা রাধা, বাঁশি ভুলায়ে দেয় যত বাধা,
বাঁশির রবেতে প্রাণ পড়ে বাঁধা, কালার চরণে পরাণ ঢালা।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় দৃশ্য

[শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের একাংশে দেবদাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী ক্ষুদ্র কক্ষে, শয্যাশায়িতা বিশোকা]

বিশোকা। উঃ, মাথায় কি রকম কষ্ট হচ্চে! আমি সইতে পারচিনে। কে আমার মাথা টিপে দেবে? জল, জল, একটু জল কে দেয়? মা! ওমা! মাগো! তুমি কোথায়? এখানে কি করে থাকি? এখানে কারুকে মা বলতে পাই না, দুঃখ হলে কাঁদিতে পাই না, পূজো না হলে কিছু খেতে পাই না,—আর রাত নেই, দিন নেই, কেবল গান বাজনা নাচ শেখা! কখন ওসব ভাল লাগে? বাবার সঙ্গে কেমন বেড়াতে যেতুম, সেখানে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব আসতো, খেলা করতুম। এখানে কিছু করলেই বকে, বলে তুমি দেবদাসী, তোমার কি ছেলেমানূষী করতে আছে! আমি দেবদাসী হতে চাইনে, বড়-ঠাকরুণ! বড়-ঠাকরুণ! ও! কেউ যে আসে না।—

(চম্পার প্রবেশ)

চম্পা। বিশোকা! আমায় তুমি ডাকচো?

বিশোকা। হ্যাঁ, ডাকচি, এসো—তুমি এসো—

চম্পা। (কাছে আসিয়া) কি বলচো ? কি চাই ?

বিশোকা। (হাত ধরিয়া) তুমি বসো, আমার কাছে বসে থাকো, চলে যেতে পাবে না।

চম্পা। (বসিয়া) পাগল আর কাকে বলে !

বিশোকা। হাসলে হবে না, আমি একলা থাকতে পারিনে, একলা থাকতে আমার ভয় করে, আমার ঘুম হয় না, কান্না পায়, কেন আমি একলা থাকবো ? তুমি আমার কাছে থাকো।

চম্পা। ছিঃ মা। (সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া) ছিঃ বিশোকা ! এখন তুমি বড় হচ্চো, এখনও কি আর অত ছেলে-মানুষী কর্ত্তে আছে ? ভয় কিসের ? এই তো সাম্‌নের ঘরেই আমি আছি, দরকার হলেই তুমি ডেকো, ডাকলেই আসবো। নাও এখন ঘুমোও, আমি যাই।

বিশোকা। কেন, তুমি আমার ঘরে শোবে না ? এতদিন তো শুতে···

চম্পা। জানো ত আচার্য্য মশাই তার জন্যে আমায় ভর্ৎসনাও তো বড় কম করেন নি। এখন তুমি শীঘ্রই দেবদাসী হবে, ভয় ভাবনা মোহ এ-সব কি দেবদাসীদের সাজে ? তাই তোমার চিত্ত নির্ব্বিকার কর্ব্বার জন্যেই উনি আমায় তোমার কাছে বেশি থাকতে বারণ করেছেন।—জানতে পারলে রাগ কর্ব্বেন, আমি যাই। (গমনোদ্যত)

বিশোকা। বেশ, যাও, আমি মরে যাবো।

চম্পা। (ফিরিয়া আসিয়া বিশোকাকে জড়াইয়া ধরিয়া) নিষ্ঠুর মেয়ে! আমায় খুন না করে তুই ছাড়বি না? তুই আমায় মারতে এসেছিস্! ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার সব জলাঞ্জলি গেছে,—তোর চিন্তায় আমার একদণ্ড শান্তি নেই। ওদিকে তিনি, এদিকে তুই—আমায় কেটে কেটে দিনরাত যেন নুনের ছিটে দিচ্চিস্! না, না,—ও-সব ছেলেমানুষী ছাড়। মনকে শক্ত করতে শেখ্, খা-দা, গান গা, সুখে থাক্, সব্বাই তো আছে, তুই অমন কেন? (চোখ মুছিতে মুছিতে) ঘুমিয়ে পড়ো দেখি, সোনা মুখী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে।

বিশোকা। (গলা ধরিয়া) মা! তুমি কাঁদলে? কই—কক্ষন তো কাঁদো না?

চম্পা। ওরে এ বুক পাষাণ হয়ে গেছলো যে, পাষাণ দেবতাকে বুকে রেখে তা'তে কোমলতার যে লেশ ছিল না। তুই কোথা থেকে এসে তা'তে এমন করে প্রাণ ফিরিয়ে আন্লি জানিনে। জানিনে কেন মিথ্যে এ দুঃখ পাওয়া, যখন এর কোন প্রতিকারই নেই;—না না, আমি যাই, যদি আচার্য্যমশাই জান্তে পারেন রক্ষা থাকবে না—

[দ্রুত প্রস্থান।

বিশোকা। মা! মা! বড়-ঠাকরুণ! আর আমি তোমায়

মা বলবো না, সত্যি বলছি আর বলবো না, তুমি এসো—তুমি এসো ! উঃ এমন ভয় করচে, কেন এরা আমায় দেবদাসী করবে ? আমি দেবদাসী হ'তে চাইনে ! চাইনে (রোদন)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ দৃশ্য

[শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের নাট্যশালা। বিবাহ-বেশে সজ্জিতা (মাল্যহস্তে) দর্শকগণ ও অন্যান্য দেবদাসীগণ, পুরোহিতগণ, বিজয়রাঘব প্রভৃতি]

বিশোকার লীলা-নৃত্য ও গীত

যে চরণ যোগীজনে সুধীজনে পায় না ধ্যানে।
ফুলের মালার কোমল বাঁধন বেঁধেছি আজ
সেই চরণে, আমার সনে।
প্রাণে প্রাণে, হৃদয় মনে, সযতনে।
কি পুলক উথ্‌লে ওঠে অন্তরে, আজ আশার
নাহি অন্ত-রে,
বিপুল সুখে বাজ্‌ছে হৃদয় যন্ত্ররে, জীবন-বীণা পূর্ণ
কেবল তোমার গানে, তোমার গানে।

দর্শকগণ। আর একটী গান আমরা শুনতে পাইনে? কি চমৎকার গলা! আহাহা! যেন কোকিলের স্বর!

বিশোকার পুনশ্চ গীত

মম, জীবন যৌবন হৃদয় প্রাণ,—
নাথ! সকলি তোমারে করেছি দান!
আর, কি দিব? কি আছে? সবই তো গিয়াছে,—
বিষাদ আনন্দ মান অভিমান;—
আমি সবই যে তোমারে করেছি দান।

পটক্ষেপণ

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর

[ঝুলনোৎসব উপলক্ষে অধিকতররূপে সজ্জিত। বহুতর দর্শক-মধ্যে মহারাজা উৎপলাদিত্য সমাসীন। এক ধারে ওস্তাদ ও তব্‌লচী ও দেবদাসীগণ বসিয়া আছে। ঝুলনের উপর বিগ্রহ সংস্থাপিত]

বিশোকার ও অন্যান্য দেবদাসীদের নৃত্যসহ গীত

কান্‌হাইয়া আজে ঝুলন্ খেলাবে,
কদম্‌কে পেঁড় পরে ঝুল্‌না ঝুলাবে।

ঝুলন্ ঝুলে কালা, দোলে বনমালা
মতোয়ারা বায়ু চন্দনে-গুলাবে।

ঐ— গীত

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাজে নূপুর, ঝুলে কান্‌হাইয়া,—
হারে, ঝুলে কান্‌হাইয়া।
বন্‌শী বাজত বাজত মধুর, হারে খেলে কান্‌হাইয়া, মেরে—
খেলে কান্‌হাইয়া।
বন্‌শী রাবে, চিত দোলাবে, কুল ছোড়াবে, আপ না ভুলাবে,
পাওয়ে লুটাবে, বড়ি খল-নিঠুর, হারে শঠ কান্‌হাইয়া।

[দর্শকগণের প্রশংসাধ্বনি ; ঝুলনের উপর পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ।

পট পরিবর্ত্তন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির নাট্যশালা

[মহারাজা উৎপলাদিত্য, সদাশিব, অন্যান্য দর্শকগণ,
দেবদাসীগণ, ওস্তাদগণ]

বিশোকা কীর্ত্তন গাহিতেছিল

মম হৃদয়-সরসী-নীরে,—
তুমি শতদল হয়ে ফুটে উঠ বঁধু! ধীরে অতি ধীরে।—
মলয় পবন সঙ্গে, তোমার অঙ্গবাস যেন সখা!
মিশে এসে মম অঙ্গে,
উষার শিশির মুকুতায়, তোমারই গলার
মালাটী গাঁথিব,—
ভক্তি শেফালি দিব পায়।
ললাটে আমার ললাটিকা হয়ো, হেমহার হয়ো বক্ষে,
সুনীলাঞ্চল হৃদয়ের পরে, কাজল চোখের তীরে।
কাজল চোখের তীরে—
আমার সজল চোখের কাজল হয়ো, কালোচোখে মিশিয়ে রয়ো,
কালোয়-কালোয় মিশিয়ে রয়ো, নয়নবারি মুছিয়ে দিও।

তুমি, কাজল চোখের তীরে—
কুণ্ডল কাণে হয়ো নাথ! সদা গণ্ড পরশি রবে,
নাসার মুকুতা হয়ে থেকে মিতা! অধর পরশ লবে,
কঙ্কন হয়ে কলকল রবে কহিও হে প্রেমবাণী,
শুধু চরণ নূপুর হয়োনাকো প্রিয়!—
শেষে লোকে হবে জানাজানি।
শুধু চরণ নূপুর হয়োনাকো বধু! লোকে হবে জানাজানি,
ছি ছি শুন্‌লে লোকে কিবা কবে? লাজ ঢাকিবার কি করবে?
আমার মুখ দেখাবার পথ যে যাবে, (এই লোকের কাছে)
মুখ দেখাবার পথ যে যাবে,
ছি ছি লোকে হবে জানাজানি—
ভিতরে বাহিরে তোমারই পরশ থাকে যেন মোরে ঘিরে।
থাকে যেন মোরে ঘিরে—
তোমার পরশ দিয়ে ছুঁয়ে থেকো, আমায় তুমি ঘিরে রেখ,
তোমার মাঝে ঘিরে রেখ, আমার মাঝে জেগে থেকো,
দেখ যেন ভুলনাকো,
থাকে যেন মোরে ঘিরে।

উৎপলাদিত্য। (স্বগতঃ) বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এই দেবদাসী! যতই দেখছি ওকে, দর্শন পিপাসা নিত্যই যেন বর্দ্ধিত হচ্চে! যতই শুন্‌ছি ওর গান, মনে হচ্চে কলকণ্ঠী

কোকিলার সঙ্গীত-লহর কাণে ঢুক্‌ছে! এ কি অচ্ছেদ্য আকর্ষণে পড়ে গেছি, সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে এসে! এমন্‌ জান্‌লে যে আসতাম না। কিন্তু তাই কি? একে যে চোখে দেখে নি, তার চোখের সার্থকতা কোথায়? এ গান যে না শুনেছে সে বৃথাই বধির হয় নি। (সম্মোহিত ভাবে চাহিয়া থাকিল)

বিজয় রাঘব। (মনে মনে) এ রাজা ব্যাটা তো ভাল আপদ ঘটালে দেখ্‌ছি! ঝুলনের দিনে বরাবরের নিয়ম আছে রাজা এসে ঝুল্‌না খাটায়। এতদিন নাবালক ছিল, বিদেশে থাকতো, প্রতিনিধিতেই কাজ হচ্ছিল। এবার দেশে এসে সিংহাসনে বসেছে,—ভাবলাম, চিরকালের প্রথাটা ওকে দিয়েই করাই। নাঃ, দেখছি ভারি ভুল করেছি! একে তো মেয়েটা একবগ্‌গা,— একরোখা, আবার তায় যদি তরুণ কন্দর্পের মতন এই ছোঁড়াটার ওপোর ওর চোখ পড়ে যায় তো ওকে সামলানো দায় হয়ে উঠবে। উপায়ই বা কি? একটা তো যে সে কেউ নয়, স্বয়ং রাজা। তাড়িয়ে দেওয়াও তো আর যায় না।

উৎপলাদিত্য। (মৃদুকণ্ঠে) সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হয়ে রইলো না!

বিশোকা। (চমকিত হইয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া চাহিল।) কে'এ? এ কথা কে বল্লে? প্রশংসা তো আজ দু-বছর ধরে অনবরতই শুনেচি, কিন্তু এঁর সুর, এঁর ভাষা, এতে যেন অন্য কিছু

আছে,—এ যেন আমার প্রাণকে মাতাল করে দিলে! কে'এ?—কে'এ? (চাহিয়া দেখিয়া) এ যে স্বয়ং রাজ্যাধিপতি! (দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই সলজ্জভাবে নতমুখী হইল)

বিজয় রাঘব। (স্বগতঃ) এই যে! আর একতরফা নেই! চোখে চোখে এক্ষণি বেশ একটুখানি গোপন অভিনয়ও হয়ে গেল! নাঃ, আর না, আর এ খেলার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সময় থাকতে থাকতে ঘর সামলে নিতে হবে, নৈলে সিঁধ কেটে চোর ঢোকাও বিচিত্র নয়!

পটক্ষেপণ

সপ্তম দৃশ্য

উৎপলাদিত্যের বিশ্রামাগার

[রাজা, বয়স্য ও নর্ত্তকীগণ]

নর্ত্তকীগণ। নৃত্য ও গীত

কোয়েলী শুনাও কুহু তান,
ধর ধর পঞ্চমে গান—
ফুল গন্ধে ভরা মধু সাঁঝে, অলস সুরে বাঁশি বাজে,
শিহরে পরাণ হিয়া মাঝে, আবেশে অবশ দেহ প্রাণ

রাজা। থাক, থাক, গান আমার আজ একটুও ভাল লাগছে না, বন্ধু! এদের যেতে বলো। আমার নির্জ্জনে থাকতেই ভাল লাগছে।

বয়স্য। ওগো, তোমরা এখন যাও গো! তোমাদের গান আজ এঁর ভাল লাগছে না।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

হুঁ! বটে! গান ভাল লাগছে না,—নির্জ্জনে থাকতে ভাল লাগছে! লক্ষণটা অভিজ্ঞান শকুন্তলের রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গেই দেখছি ঠিক ঠিক মিলে যাচ্চে! কিন্তু—কই মৃগয়া-ব্যপদেশে মহারাজাধিরাজের তো ইতিমধ্যে বনগমন ঘটেছিল বলে মনে পড়চে না? কণ্বসুতা শকুন্তলার মত কোন কাননীকার সঙ্গে প্রেমে পড়া—

রাজা। নিশাকর! কি উন্মাদের মতন যা'তা বকতে লাগলে? সব দিনই কি মানুষের মন এক সুরেই বাঁধা থাকতে হবে? সেই একই নিয়মে খাওয়া, বেড়ান, নাচ দেখা, আর গান শোনা, এর কি আর কোনই ব্যতিক্রম হতে নেই? হলে কোন পাপ আছে?

বয়স্য। কি কর্ব্বেন মহারাজ! এ সব যে রাজকায়দা! রাজার ঘরে যখন জন্মেছেন, তখন কেমন করে রাজবাড়ীর বেদস্তুর চালে চলবেন বলুন তো? রাজা যে সকল অবস্থাতেই রাজা, সেকথা ভুলে গেলে কখন রাজার চলে?

রাজা। (উৎক্ষিপ্তভাবে) না, না—এমন করে নিয়মের নিগড়ে আমি আর চিরদিন ধরে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছিনে। আমি আর পারবো না, রাখতে পারবো না। ইচ্ছে করছে—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যে দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই।

নিশাকর। বটে! এত দূর! নাঃ, এটা দুষ্মন্তের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিল হচ্ছে না,—এ যেন আর এক গ্রাম ওপোরে উঠে গ্যাছে। আচ্ছা, বুদ্ধদেবের ব্যাপার নয় ত? রাজবাড়ীর নদীর ঘাটে চিতার ধূম দেখতে পেলেন না কি? না কোন অর্ব্বাচীন বুড়ো ব্যাটা হঠাৎ ছোটলো কি পেটের জ্বালায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে মহারাজের নেত্রপথে পতিত হ'বার স্পর্দ্ধা দেখিয়েছে? হয়েছে কি মহারাজ?

রাজা। আঃ, কি পাগল তুমি নিশাকর! কোথায় ভগবান গৌতম, আর কোথায় নরকের কীট আমি! বিবেক বৈরাগ্য সে-সব কিছুই না, শুধুই একটা প্রাণের জ্বালা,—শুধু শুধু আশাহীন বেদনার একটা অভিব্যক্তি -আর কিছু না।

নিশা। হুঁ! আশাহীনও আছে, বেদনাও আছে! তবে কি মহারাণী-মাতার কাছে কাণমলা খেয়েছেন না কি? শুনতে পাই ইদানীং তাঁর মেজাজটা একটু বেশী রকম রুক্ষ হয়ে উঠেছে! কাশী যাবার জন্য বেজায় তাগিদ দিচ্চেন?

রাজা। কে, মা? হ্যাঁ, তা দিচ্চেন বটে, কাশী যাবার দিন

স্থিরও হয়েছে ; কিন্তু তার জন্য নয়, মার মত স্নেহময়ী মা কে পেয়েছে ? শৈশবে বাপ হারিয়ে পিতা মাতা শিক্ষক সবই যে তাঁকে পেয়েছি ।

নিশা । ঠিক্ ! ঠিক্ ! মহারাণী-মা কাশী যাবেন, সেই জন্যই আপনার এতটা মন খারাপ হয়েছে । আচ্ছা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখনি যাচ্চি, দেখছি কেমন করে তিনি আপনাকে ফেলে কাশী যান।

[প্রস্থান ।

রাজা । না, না, তাঁকে বাধা দিও না । জননীর পুণ্যকর্ম্মে সন্তানের কি বাধা দেওয়া উচিৎ ? (স্বগতঃ) শুধু তা নয়, তা নয়,—আমার মন একান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে । বিশোকার চিন্তা আমি বারেকের জন্যও ত্যাগ করতে পারচি না । গান ভাল লাগবে কি ? তার মধুর কণ্ঠ যে আমার দুই কাণকে ভরিয়ে রেখেছে । কিন্তু তার চিন্তাও যে আমার পক্ষে পাপ । শুধু পাপ নয় মহাপাপ ! (ক্ষণকাল নিমীলিতনেত্রে উপাধান-পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া নীরবে চিন্তা) সেই দেবতার জিনিসে লোভ করার অর্থ নিজেরই ধ্বংস ,—কিন্তু সত্যই কি সে দেবতার ? (মৃদুহাস্য) মিথ্যা ছল মাত্র ! সে দেবদাসী নামে পুরোহিতেরই সেবাদাসী ! উঃ অসহ্য ! অসহ্য ! না—তা' হবে না, আমি তাকে রক্ষা কর্ব্বো । তাকে এত বড় অধঃপতনে নেমে যেতে কিছুতেই দিতে

পার্ব্বো না। তাকে রক্ষা কর্ব্বো, দেবদাসীকে দেবী রাখবো,—হ্যাঁ—রক্ষা কর্ব্বো, ওদের হাত থেকেও, আর আমার নিজের হাত থেকেও। যখন তাকে রাণী করতে পার্ব্বার অধিকার আমার নেই, তখন, তাকে ভোগের সহচরী কর্ব্বার চেষ্টা, না,—সে অসম্ভব! অসম্ভব! হ্যাঁ তাই কর্ব্বো, তাকে জগতের লোভের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে জগদতীতেরই পায়ে সত্যি করে স'পে দোব। না হলে, না হলে আমি বাঁচবো না।—

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

নাট্যশালার স্তম্ভপার্শ্ব

[বিশোকার অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ]

বিশোকা। 'সুন্দরি! এ স্বর কেন অনন্ত হলো না!' আমার মনে হচ্চে ফিরিয়ে যদি বলি, "ওহে সুন্দর, তোমারই ওই কণ্ঠস্বর তার চেয়ে অফুরন্ত হোক!" কি মধুর কণ্ঠ! কি সস্নেহ আহ্বান! মনে হচ্ছিল যেন জগতের সমস্ত ফুলের সমুদয় মধু নিংড়ে নিয়ে কে ওঁর গলায় ঢেলে দিয়েছে! 'সুন্দরি! ও স্বর কেন অনন্ত হলো না!' আঃ প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল! কাণে

যেন অমৃত বর্ষণ হলো! আর রূপ! ফুলশর রেখে কন্দর্প নিজেই যেন মূর্ত্তি ধরে এসে বসেছিলেন। অনেক দিন ধরেই দেখছি—এত দিন ভাল করে দেখি নি,—আজই প্রথম যেন দেখলুম। রাজা! হ্যাঁ—রাজা বটে! যাকে রাজা বলে! কিন্তু—(চিন্তামগ্ন)

(স্তম্ভপার্শ্ব হইতে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল) সুন্দরি!

বিশোকা (সচকিতে) কে? (স্বগতঃ) সেই স্বর! সেই সম্বোধন! আমি স্বপ্ন দেখছি না ত?

উৎপলাদিত্য। (সম্মুখীন হইয়া) ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় শুধু এই কথাটী বলতে এসেছি, তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল, ভয় হয় পৃথিবীর পাপ-পঙ্কে পাছে কোন দিন মলিন কলুষিত হও। যদি অভয় পাই, একটী আবেদন আছে, নিবেদন করি।

বিশোকা (বিস্ময়ানন্দে নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া থাকিল)

উৎপলাদিত্য (একটু নিকটস্থ হইয়া) এ দেবধাম পুণ্যভূমি সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে পবিত্র জীবন যাপন করা সুকঠিন! দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে তারা পুরোহিতের সেবাদাসী ব্যতীত আর কিছুই নয়। শিউরে উঠছো? তুমি বালিকা, হয় ত অত্যন্ত সরলা, তাই যে জীবনের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েছ, তাকে ভাল করে এখনও চিনতে পারো নি। কিন্তু জেনো, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! আর তোমার

বিপদের দিন আসতেও বেশি বিলম্ব নেই। যদি এমনই পবিত্র, নির্ম্মল থাকতে চাও, অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করো—

বিশোকা। (ভয়বিবর্ণ কম্পিত দেহে পতনোন্মুখ হইতেই রাজা তাহাকে ধরিয়া পতন হইতে রক্ষা করিলেন) (স্বগতঃ) এ' সমস্ত কি বলছেন! না—না, আমি দেবদাসী, দেবদাসীর আবার বিপদ কি? (সহজভাবে সরিয়া দাঁড়াইল)

রাজা। বিশোকা! এ বুকের মধ্যে যা আছে তা' চিরকাল এমন অব্যক্তই থাক। দেবনির্ম্মাল্য মানুষে শুধু মস্তকে ধারণ করবার অধিকারী, তাতে ভোগাধিকার নেই। সেই অধিকার আজ তুমি আমায় দাও,—এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে এমন কি, আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখতে পাই। মা আমার কাশীধামে যাত্রা করছেন, তুমি তাঁর সাথী হও।

বিশোকা। (স্বগতঃ) কিছু যে ভেবে পাচ্চিনে! কি বলছেন? কি চাচ্ছেন? কেন এ-সব বলছেন? কি বলি? কি উত্তর দিই?

রাজা। (ক্ষণকাল প্রতীক্ষান্তে) ত্বরা নেই, সময় নাও, ভেবে দেখ, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হবে। যথার্থ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নাই;—আমার নিজের উপরেও আমার খুব বেশি বিশ্বাস হয় না। কি জানি, বিশ্বাসঘাতক চিত্তে

কখন কি ভাব প্রবল হয়ে উঠে, কি না জানি সে বিপদ ঘটিয়ে বসে! দেবতার জিনিষে মানুষের এ লোভ কেন? এ কি ধ্বংস আনবার জন্য? কিন্তু হায় হায়, দেবতাই বা কোথায়? তুমি তো সম্পূর্ণরূপেই পুরোহিতের! ঐ বিজয় রাঘবাচারিয়ারের! সে তোমার প্রবৃত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে সমর্থ; তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই—কারু নেই। তাই অনেক ভেবেচিন্তে এই উপায় আমি স্থির করেছি। তোমায় নিরাপদ করে তোমার সঙ্গে পার্থিব জগতের সকল বন্ধন এ জন্মের মতই আমি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো; এ না হলে বুঝি তা' পারবো না,—পারবো না।

(একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল)

উৎপলাদিত্য। (সচকিতে) আজ তবে বিদায় বিশোকা! কাল এম্‌নি সময় এইখানে—

(উৎপলাদিত্যের প্রস্থান। বিশোকার মুহ্যমানভাবে অবস্থিতি)

নবম দৃশ্য

[বিশোকার কক্ষে নর্ত্তকীবেশে সজ্জিতা হইয়াই গভীর চিন্তামগ্না বিশোকা শয্যাতলে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় মৃদুমৃদু গাহিতেছিল]

গীত

—দুঃখের কালো মেঘ আইল রে,—
হৃদি গোপন বিষাদে ছাইল রে।
আঁখি তন্দ্রাহারা, চিত উদাসপারা,—
কে' এ বেদনার রাগিণী গাইল রে।

(চিন্তিতভাবে) আজ কেন, আজ কেন উনি অমন করলেন? ও-সব কথা আমায় এসে বল্লেন কেন? এ কথার অর্থ কি? কেন বল্লেন, 'দেবতা কোথায়? তুমি পুরোহিতের। বিজয়াচার্য্য তোমার 'পরে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই।'—এ কি কথা? আমি, আমি পুরোহিতের? কে এমন কথা বলে? না আমি দেবতার, দেবতার। একান্তভাবেই শুধু দেবতার, আমি দেবী—দেবী! কার সাধ্য আমার এই দেবভোগ্য দেহের

উপর অধিকার স্থাপন করতে আসে! রাজা নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হয়েছেন। (নেপথ্যে বিশোকা!) কে? কে আমায় ডাকে?

(বিজয় রাঘবাচারিয়ারের প্রবেশ)

রাঘবাচারিয়ার। (স্মিতহাস্যে অগ্রসর হইয়া) কি বিশোকা! গভীর চিন্তায় মগ্ন যে! তা' থাকো, থাকো,—তা'তে ক্ষতি নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি রাজা তোমায় অতি গোপনে কি সব পরামর্শ দিচ্ছিলেন দেবদাসি? হয় ত তেমন কিছু গূঢ় রহস্য তাতে নেই, যা আমায় তুমি বলতে পার্ব্বে না?

বিশোকা। (আত্মগত) সেই স্বর সেই বাণী ক্রমাগতই কাণে বেজে উঠছে, 'দেবদাসী—নামেই তারা দেবদাসী, যথার্থ ত তারা পুরোহিতেরই সেবাদাসী—(শিহরিয়া)—সত্য কি? তাই কি? হয় ত, হয় ত এ ভ্রান্তি নয়,—হয় ত এই ঠিক!—ভদ্রা, চিন্তা, রম্ভা, স্বয়ং বড়-ঠাকুরুণ চম্পাদেবী—

রাঘব। (আর একটু কাছে আসিয়া) কি দেবদাসি! রাজার পরামর্শ-টা বড়ই গোপনীয় না কি? নীরব হয়ে রইলে যে?

বিশোকা। (আহত চিত্তে মাথা তুলিল) দেখুন, কারু সঙ্গে আমার কোন গোপন কথা নাই। তিনি শুধু আমায় এ স্থান

শীঘ্র করে ত্যাগ করতে বল্লেন। বল্লেন, আমার বিপদের দিন শীঘ্রই আসছে ;—যদি পবিত্র থাকতে চাই, যেন এ মন্দির ত্যাগ করে যাই।—

রাঘব। (বক্র হাসিয়া) বেশ !—কোথায় ? রাজোদ্যানে ? মন্দিরের চেয়ে স্থানটা পবিত্র বটে !

বিশোকা। (বিরক্তি-বিরস-কণ্ঠে) না, তা' তিনি বলেন নি, রাজোদ্যানে আমায় ডাকেন নি, তাঁর মায়ের সঙ্গে কাশীধামে পাঠিয়ে দিতে চান। বল্লেন, 'দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা'—নিশ্চয়ই তিনি ভ্রমে পড়ে—

রাঘব। রাজা তো ঠিক কথাই বলেছেন ! তাঁর তো কোনই ভুল হয় নি !—ও কি ! অমন করে চমকালে কেন ? যেদিন বিগ্রহের কণ্ঠে মাল্যদান করেছ, সেইদিনই কি বুঝতে পারো নি, সে মালা কার গলায় পড়েছে ? পুরোহিত দেব-প্রতিনিধি ; সমস্ত দেব-সম্পত্তিতে তাঁরই অপ্রতিহত অধিকার। দেবতা তো নিজের শরীর দিয়ে কিছুই ভোগ করেন না, ভোগ করে তাঁর প্রতিনিধি। এ'তে রাজার কোনই হাত নেই ; তাঁর সাধ্য কি যে তোমায় তিনি এখান থেকে নিয়ে যান ! তুমি সম্পূর্ণরূপেই আমার,—আমার !

বিশোকা। (সমস্ত বুঝিয়া সকাতরে আত্মগত) এই সত্য !

রাজার ভ্রম নয়,—ভ্রম আমার? দেবদাসী দেবতার নয়? সে দেবতার নামে উৎসর্গিতা পুরোহিতের সেবাদাসী! এরই এত গৌরব? এর জন্য মা সন্তান দান করে যায়? ওঃ রঙ্গনাথজী?

রাঘব। (শয্যার নিকটস্থ হইয়া তদুপরি আসন গ্রহণ করিলেন ও মৃদুহাস্যের সহিত) তুমি নিতান্ত শিশু-প্রকৃতি এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ; তাই এ'তে এতই বিচলিত হয়েছ। না হলে আশ্চর্য্য বা অধীর হবার কথা এর মধ্যে এমন কিছুই নেই। এ তো আবহমান কালের লোকাচার-সম্মত; নূতন সৃষ্টি নয়!—আসল কথা, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ, রাজাও নিজে তাই;—কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল? রাজার অনেক আছে, মন্দিরসেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা তাঁকে বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে হবে। আর আমি বলি কি, তুমিও করো। রাজরাণী তো হতে পার্ব্বে না; যে পদ পাবে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদেই আছ। রাজার শত চেষ্টা তোমায় এই মন্দির-সীমার বাইরে এক পাও নিয়ে যেতে পার্ব্বে না; বরং দরকার মনে করলে আমিই তাঁর এ মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ করতে পারি,—এমন ক্ষমতা আমার আছে। তুমি দেবদাসী,—ধরতে গেলে দেব-প্রতিনিধিত্বে আমার স্ত্রী।—আমি সে অধিকার আজ থেকে গ্রহণ করলেম।—তুমি আমার। (হাত ধরিল)

বিশোকা। (সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে বিস্ময়ে ক্রোধে

উচ্চৈঃস্বরে) না, আমি দেবতার! প্রভু শ্রীরঙ্গনাথজী আমার স্বামী! আপনি আমায় এমন অপমানজনক কথা বলবেন না।

রাঘব। বটে!—আমি বল্‌বো না? আর রাজা যখন বলছিলেন, তখন শুন্‌তে তো বেশ মিষ্টি লাগ্‌ছিল!—সে আমার চেয়ে সুন্দর বলে বুঝি?

বিশোকা। (সতেজে) না, তিনি অমন খারাপ লোক নন, তিনি আমায় ও-সব কথা কিছুই বলেন নি। আপনি যান্‌,—শীঘ্র যান,—না হলে আমি এক্ষণি বড়-ঠাকরুণকে ডাকবো।

বিজয়রাঘব। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যে) ডেকে কি হবে? চিরদিনই এই প্রথা! দেবদাসী মাত্রেই পুরোহিতের সম্পত্তি। তোমার বড়-ঠাকরুণটাই কি দেবদাসী ছাড়া? না, তিনি দেখে শুনে অবাক হয়ে যাবেন? পাগল! দেব-প্রতিনিধির স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য বড় তুচ্ছ ভেবো না। থাক, আজ আমি চল্লাম, রাজার আশা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আজ নিদ্রা যাও। কাল রাত্রে এসে যেন তোমায় ব্যর্থ চিন্তায় উত্তেজিত না দেখি। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। তুমি কারু নও, শুধু আমার।—

[প্রস্থান।

বিশোকা। (শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া) রঙ্গনাথ! এই আমি পেলেম?

পটক্ষেপণ

দশম দৃশ্য

মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগ

[প্রাচীর-গাত্রে হেলান দিয়া বিমনা বিশোকার
মৃদুকণ্ঠে গান]

গীত

যেতে দাও—দাও যেতে দাও, যেতে দাও, যাক্ সে ঘুচে।
যা' গেছে যা' ফুরায়েছে ; যাক্ তা চলে যাক্ তা মুছে।
ফিরাতে যায় পারিব না, কেন তাকে পিছু ডাকি,
ফাঁকি দিতে দিতেই হবে, যে আমারে দেবে ফাঁকি,
ধরতে যারে পারবিনেরে, মিছে কাঁদা বারে বারে,
বৃথা ফেরা দ্বারে দ্বারে সেই হারিয়ে যাওয়ার পিছে পিছে।

[শিশুপুত্র-কক্ষে রঙ্গিলার প্রবেশ। পশ্চাতে
দাসী হস্তে পূজা-সম্ভার]

রঙ্গিলা। হ্যাঁগা! তুমি এখানে আজ এমন করে বসে কেন গো? যেদিনই আসি, তোমায় দেখি, ফুল সাজাচ্চো ;—নয় গান গাচ্চো। হাসিটী তো মুখখানিতে লেগেই থাকে। আজ কেন তোমার চোখে জল?

বিশোকা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) কিছু ভাল লাগছে না। (নতমুখী হইল)

রঙ্গিলা। কেউ বুঝি বকেছে?

বিশোকা। (নীরবে মাথা নাড়িল)

[রঙ্গিলার শিশু কোল হইতে নামিয়া বিশোকার কাছে আসিল। তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া মুখে মুখ দিয়া ডাকিল—]

শিশু। মা-ম্-মা! মা-ম্-মা! মাঃ!—

[বিশোকা। চমকিয়া চাহিয়া ব্যগ্রভাবে শিশুকে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল. তার চোখ দিয়া অবাধে অশ্রু ঝরিতে লাগিল]

বিশোকা। ধন! ধন! ধন! মাণিক! (স্বগতঃ) কি সুন্দর এই ছেলেটী! ও আমায় মা বল্লে! মা! মা! আমার মনে হচ্চে ও যদি আমার ছেলে হতো, ও যদি আমার কাছে থাকতো, আমায় মা বলতো, আমি—আমি ওকে এক মুহূর্ত্ত মাটীতে নামাতুম না,—এই এম্‌নি করে বুকে চেপে রাখতুম, বুক জুড়িয়ে যেত। (পুনঃ পুনঃ চুম্বন)

রঙ্গিলা। (শিশুকে টানিয়া লইয়া চারিদিকে চাহিল) দাও গো ছেলে দাও, কেউ যদি দেখে, আমায় নিন্দে করবে।

বিশোকা। (তৃষিতভাবে শিশুকে বুকে চাপিয়া) কেন ভাই? তা' কেন করবে?

রঙ্গিলা। ও মা, বল কি? তা' করবে না? তোমরা হচ্চো নাচ্‌নেওলি, তোমাদের সঙ্গে কি আমাদের মতন ঘর-গেরস্থালীর ঝি-বউদের মিশতে আছে? তবে তুমি না কি বড্ড ছেলেমানুষ, আর এত সুন্দর, তাই দু'একটা কথা না করে পারিনে। তা' আহা, তুমি যদি এ কাজ না ক'রে বে'থা করে সংসার-ধর্ম্ম করতে, বেশ ভাল হতো। দেখ দেখি, মেয়েমানুষ হয়ে এমন পোড়া কপাল! তোমাদের তো বে'থা হয় না?

বিশোকা। (আহতভাবে) হয় বই কি! শ্রীরঙ্গনাথজীই তো আমার স্বামী।

রঙ্গিলা। ও মা! এ যে ক্ষ্যাপার মতন কথা! মানুষের নাকি আবার ঠাকুর স্বামী হয়? ও ভাই, একটা মিথ্যে বায়নাক্কা!—আসলে হচ্চো তোমরা নাচনেওলি। বড্ড কিন্তু ছোট কাজ। মন্দিরে বসে বসে পাপ করা, বুকের পাটা কিন্তু তোমাদের খুব শক্ত! ভয় করে না? আয়রে খোকা, আয়,—পূজো দিই গে, আয়। বেলা হলো আবার ঘরের কাজ কর্ম্ম তো আছে। এর বাবা আবার আজকে একটু বাইরে যাবেন।

(শিশুকে টানিয়া কোলে লইয়া চলিয়া গেল)

বিশোকা। রঙ্গনাথ! ভাল রঙ্গই দেখালে! এই আমার পদ? এইখানে আমার স্থান? এই কি আমার দেবীত্ব? এই গর্ব্বেই আমি এতদিন মাটীর পৃথিবীকে তুচ্ছ করে চলেছি? বিশ্বাস করে চলেছি, আমার দেহ এখানে বাঁধা থাকলেও, আসন পাতা আছে আমার জন্যে বৈকুণ্ঠে! ওঃ! গৃহস্থ-বধূ আমার সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ করে? পবিত্রতম শিশু দেহ আমার এই তৃষা-কাতর স্পর্শে কলুষিত হয়ে যায়? জগদীশ্বর! কি দুর্ব্বহ এ জীবন!—পিতা নেই, মাতা নেই, স্বামী পুত্র সখা কিছু না, কেউ না,—কেউ থাকবে না। একটী সেবা-স্নিগ্ধ দুঃখে-সুখে ভরা আপনার বলতে কুটীর-গৃহ পর্য্যন্ত না। এই আশা-বাসনায় ভরা তরুণ জীবনে আশাহীন অন্তহীন অপার দুঃখ সমুদ্র মাত্র আমার একক সাথী হয়ে আছে। ইহকাল তো ফুরিয়ে গেছেই, পরকালের পথও কণ্টকাকীর্ণ,—আতপ-তপ্ত মরু-ক্ষেত্রের মধ্যগত!—রঙ্গনাথ! রঙ্গনাথ! এ কি করলে? আমায় কেন এদের দেখালে? হায় রাজাধিরাজ! ওরে ক্ষুদ্র শিশু! তোমরা এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আমার প্রাণে জাগিয়ে দিলে? এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এই মহা শূন্যতার মধ্যে মানুষে কি বেঁচে থাকতে পারে?—না না, আমি আর পারচি না। আর পারচি না।

(জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিল)

শেষ দৃশ্য

[পূজার আসনের নিকট পুষ্পাঞ্জলি হস্তে বিশোকা]

গীত

তোমারই গীতি বন্দনে, কুসুমে, সুরভিচন্দনে,—
অঞ্জলি ভরে এনেছি নাথ দিতে ঐ দুটি রাঙ্গা পায়।
কণ্ঠে ফুটে না ভাষা গান, বেদনা-বিধুর সারা প্রাণ,
অবসাদে ভরা দেহখান, চরণে লুটায়ে স্থান চায়।
তুমি সৎ, তুমি সুন্দর, হে মম চির-নির্ভর,—
লহ এ জীবন দুর্ভর, শান্তি শীতল পদছায়।

(ধীরে ধীরে আসনের উপর শুইয়া পড়িল)

[অদূরে ছদ্মবেশী রাজার প্রবেশ]

উৎপলাদিত্য। (অস্ফুচ্চকণ্ঠে) বিশোকা! বিশোকা! কই তুমি? কোথায় তুমি বিশোকা? যান-বাহন প্রস্তুত, মহারাণীর পার্শ্বচারিণী মন্দ্রাদেবী স্বয়ং তোমায় নিতে এসেছেন। কই? বিশোকা তো নেই? (অগ্রসর হওন) কেন, কেন সে এলো না কেন? সময় যে বয়ে যাচ্ছে!—এ কি? কিসের এ কলরব?

—কি যেন একটা আকস্মিক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে, এম্‌নি করে সবাই মন্দিরাভিমুখেই ছুটে যাচ্চে!—(অগ্রসর হওন) ব্যাপার কি ?—

[মন্দিরের সম্মুখে অত্যন্ত জনতা। সকলেই মন্দিরের ভিতর ঢুকিবার জন্য পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিতেছিল]

রাজা। মন্দিরে কি এমন ঘটেছে যার জন্য সকলে এমন উৎসুক হয়ে উঠেছে ?

জনৈক লোক। (না চিনিয়া) কি এমন ঘটেছে বল্‌ছো কি হে ? কি এমন ঘটে নি তাই বল্‌লেই পার্‌তে! যা ঘটেছে, শ্রীরঙ্গনাথজীর এ মন্দির বর্ত্তমান থাকতে আর তা' হয়তো কোনদিনই পূর্ণ হবে না।—কনিষ্ঠা দেবদাসী দেবমন্দিরে পূজা করতে করতে দেবলোকে প্রয়াণ করেছেন। যেমন তাঁর অলৌকিক রূপ,—যেমন তাঁর অশ্রুতপূর্ব্ব সুকণ্ঠ, যেমন তাঁর অনন্যসাধারণ দেবনিষ্ঠা, তারই উপযুক্ত এ মহাপ্রস্থান! [প্রস্থান।

রাজা। (আর্ত্তকণ্ঠে) দেবদাসি! ভেবেছিলেম আমি তোমায় সংসারের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা কর্ব্বো ; কিন্তু নিজের চিত্ত আমার যে সেই দেব নির্ম্মাল্যের প্রতি ভিতরে ভিতরে লোভাকৃষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, তাই বুঝি দেবতা তাঁর নিজের দাসীকে নিজেই নিজের সর্ব্বনিরাপদ নিষ্কলুষ অঙ্কে আশ্রয় প্রদান করে—সকলকেই নিশ্চিন্ত করলেন ?

বিজয়রাঘবের প্রবেশ

বিজয়রাঘব। ঠিক বলেছ মহারাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য! ঠিক বলেছ,—আমি তাকে তাঁর "সর্ব্বনিরাপদ" চরণাশ্রয়ী হতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি, কিন্তু তোমার হাতে তাকে দিতে পারতেম না।

জনৈক ব্যক্তি। (আর একজনকে বলিতেছিল)—প্রধান পুরোহিত আরতি করবার জন্যে এসে দেখেন, সর্ব্বের কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা পূজার আসনের উপর চির নিদ্রাগতা। আহা, স্বর্গের উর্ব্বশী হয়ত ইন্দ্রের অভিশাপে দুদিনের খেলা খেলতে ধরাধামে নেমে এসেছিলেন, শাপান্ত হয়ে আবার স্বর্গে ফিরে চলে গেলেন! আহা, অত রূপ, অমন কণ্ঠ আর কখন কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না। [প্রস্থান।

উৎপলাদিত্য। (প্রাচীর ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) বিশোকা! বিশোকা! আমিই হয়ত তোমার মৃত্যুর কারণ! ওঃ, ওঃ,—কেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেম!

প্রধান পুরোহিত। (ধীর পদে আসিয়া রাজার কাঁধে হাত রাখিলেন) ভুল ভুল, ভুল করেছেন, মহারাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য! যদি বিশোকার হত্যাকারী বলে কেউ গৌরব কর্ব্বার অধিকারী থাকে, তবে সে আমি,—সে আমি।

পটক্ষেপণ

ধূমকেতু

নাটিকা

পাত্র

তারিণী দত্ত	.	সুদখোর ধনী বৃদ্ধ
অপ্রকাশ	...	ঐ নাতজামাই
দেবনাথ	...	ঐ ভাগিনেয়ী-পুত্র

ঘটক, বরপক্ষীয় ভদ্রব্যক্তিদ্বয়, প্রতিবেশিদ্বয়,

ভৃত্য, পানওয়ালা, রাস্ত বাগ।

পাত্রী

সুহাসিনী	...	তারিণীর পৌত্রী

অপ্রকাশের মাতা, গয়লানী।

ধূমকেতু

প্রথম দৃশ্য

[তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটীর কক্ষ]

তারিণী ও ঘটক

তারিণী দত্ত। আপনি খুব ভাল সম্বন্ধ এনেছেন, বেশ করেছেন, কিন্তু এনেছেন বলেই যে আমায় তক্‌খনি তাকে মেনে নিতে হবে, এও ত বড় মন্দ কথা নয়! না মশাই! এক্কেবারে ক্ষেপে যাই নি ত, তামাসা পেয়েছেন না কি! হ্যাঁ!

ঘটক। আজ্ঞে, তামাসার আর এতে কি পেলুম? আমাদের কাযই তো এই; আমরা হলুম, প্রজাপতির দূত, কোথায় কোথায় ফুল ফুটেছে খবর নিয়ে আসি, ফুলের মালা যাঁরা করবার, তাঁরাই বিনিময় ক'রে নেন, আমরা শুধু অগ্রদূত, শুভ-মিলনের উত্তরসাধক।

---

* ধূমকেতু প্রথমে 'ভারতবর্ষে' পরে চিত্রদীপে ছোট গল্পের মূর্ত্তিতে ছাপা হইয়াছিল। এক্ষণে ছেলেদের অভিনয়ের উপযোগী ভাবে নাটিকাকারে পরিণত হইল। পাটনা কলেজের ছাত্রমণ্ডলীতে ইহা সর্ব্বপ্রথম সুচারুভাবেই অভিনীত হইয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল।

তারিণী। (চটিয়া উঠিয়া) অগ্রদূত না ভগ্নদূত! কোন্ স্যাওড়াগাছে ফুল ফুটেছে, তাই এসেছ আমার কাছে খবর দিতে? এর চাইতে তামাসা আবার কা'কে বলে? আমার কি না এখন মালা-বদলানোর সময় পড়েছে? নাই বা থাকলো আমার বংশধর? তাতে তোমাদের কার কি ক্ষতি হচ্ছে? যদি বংশধর আমার থাকবারই হতো, তা হ'লে একটার পর একটা ক'রে ছেলেমেয়েগুলো সব যাবেই বা কেন? যাক্, ও যম যখন নিশ্চিন্দিই করেছে, তখন আর ও হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে যাচ্ছি নে, এ এক রকম আছি ভাল, কোন জ্বালা ঝক্কি নেই, খাই-দাই নিদ্রে যাই, যে ক'টা—

(প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতিবেশী। বলেন কি ঠাকুদ্দা, নিদ্রে আপনার হয়? দেশে যে শুনছি, ভারি চোরের উৎপাত হয়েছে।

তারিণী। না না, কে বল্লে? অমন সব বে-ফাঁস বে-ফাঁস কথা তোরা পাস কোত্থেকে বল্ ত? কে তোদের ও সব বাজে খবর দেয়? (আত্মগত) দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! মা! হতচ্ছাড়া ছোঁড়া মনটা বেজায় রকম বিগ্‌ড়ে দিলে। সিন্দুক-ফিন্দুকগুলো পাশের ঘর থেকে না হয় মাঝের ঘরেই আনাবো। আচ্ছা, সিন্দুকটার উপর বিছানা পেতে শুলে কেমন হয়?

ঘটক। তা হ'লে কি বিয়েয় আপনার মত নেই? তাঁদের ব'লে এসেছি, আবার খবর দিতে হবে।

তারিণী। (সক্রোধে) না না, মত নেই, একশো বার না, দুশো বার না, সেই দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর" সেই পেয়েছেন না কি—"পেঁচোর মাকে বিয়ে কর," আমাকেও? বিয়ে কর্‌বার সখ আমার নেই। গিন্নীর যখন গঙ্গালাভ হয়, তখন ত ইচ্ছে করলে অনায়াসেই ডাগর-ডোগর দেখে মেয়ে বিয়ে ক'রে এনে সংসার-ধর্ম্ম বজায় করতে পারতুম, তাই বলে করি নি। তখন ত ছেলে দুটির বয়েস পনের আর সতের, মেয়েটার তখন প্রথমকার সন্তানটি মাত্রর জন্মেছে।

প্রতিবেশী। তা ঠাকুদ্দা! করেই ফেলুন না একটি ডাগোর-ডোগর দেখে বিয়ে, আপনি তাঁকে দেখা-শুনে না ক'রে উঠতে পারেন, আমায় নিযুক্ত ক'রে নেবেন, ঠান্‌দির সব ভার ঝক্কি না হয় আমিই ঠেল্‌বো, কিন্তু তখন আর তিন পয়সার বাজারে চলবে না, 'বাজার হুদ্দা কিইনে এন্যা চাইলে দিচ্ছি পায।' করতে হবে, ভয় হয়, হাটফেল না করে!

ঘটক। আপনি কি বলছেন? বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো আবার কি? আমি ত আপনার নাতনী সুহাসিনীর জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান নিয়ে এসেছি, তা যদি নেহাৎই এখন বিয়ে না দেন, সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু পাত্রটি সব দিক দিয়েই উপযুক্ত ছিল।

তারিণী। সুহাসের জন্যে বরের খবর দিচ্ছেন? তা কেমন ক'রে বুঝবো বলুন? তার কি এখন বিয়ের সময় হয়েছে? এই ত সে দিন সে জন্মালো। মামার ঘরেই জন্ম হয়, নাপতে এলো খবর নিয়ে। অবাক্ ক'রে দিলে, মশাই! একটা মেয়ে ছানা হয়েছে, তার আবার নাপতে বিদেয়! আমার বাপ কখনও এমন কথা শোনেন নি। আবার বলে কি না, আপনার এই পেরথমকার নাতনী, সৃষ্টিধরী বংশধরী, জোড়া টাকা, ধুতী-চাদর, আর ঢালাই ঘড়া, এর কমে নিচ্ছি নে; বায়নাক্কা কত!

প্রতিবেশী। দিলেন?

তারিণী। হুঁ, দিচ্ছে! তুমিও যেমন! দিলুম ত কচুটি! তবে বরাতে থাকলে কে খণ্ডাবে? তখন আমার মেয়ে হরিদাসী বেঁচে, সে চুপে চুপে খিড়কি দোরে ডেকে নে গিয়ে দুটো টাকা না কি দিয়েছিল, পরে আমি শুনলুম। নিজের ট্যাঁক থেকেই দিক, আর আমার থেকেই দিক, ও ত জলেই গেল। এই যে এখন মেয়ের বে' দিতে হবে, দেবে কি তারা তোর ঐ দুটো টাকার একটাও তোকে ফিরিয়ে?

প্রতিবেশী। হ্যাঁ ঠাকুদ্দা! মেয়ের জন্যে যেটা খরচ হয়, সেটা ত জলেই যায়, আর ছেলেরটা বুঝি ডাঙ্গায় থাকে?

তারিণী। তা' না ত কি? ছেলের বিয়েতে ত আর ঘর থেকে টাকার বস্তাটি বার করতে হয় না বাপু! তার বদলে ও

নাপতে বিদায়ে ছুটো, অন্নপ্রাশনে চারটে, এই উপনয়নে সাতটা এই রকম না হয় করা হ'ল। আর এঁদের—গাছেরও পাড়বেন, তলারও কুড়বেন, মজাটি মন্দ নয়!

ঘটক। তা হ'লে বিবাহের—

তারিণী। না না, ও সব ল্যাটা এখন সাধ ক'রে ডেকে আনার দরকার নেই। ও দূরের আপদকে নিকট ক'রে কোন লাভ নেই। যদ্দিন যায়, তদ্দিন ভাল। যদ্দিন না যায়, তদ্দিন ভাল। তা ছাড়া, দেখুন, এই আমি এখনকার ছোঁড়াদের ঐ মতটাকে পছন্দ করি। ঐ যে ওবা বলে, বাল্য-বিবাহের জন্যেই আমাদের দেশে যত কিছু মন্দ সব হচ্ছে, তা আমারও সেই মত। মেয়ে বড় হোক না, এখন একটু ইয়ে-টিয়ে শিখুক, বিয়ে ত একদিন হবেই, তাড়াতাড়ি কি?

প্রতিবেশী। কিয়ে-টিয়ে শিখবে, ঠাকুদ্দা মশাই? খরচের ভয়ে ইস্কুলে ত কখন দিলেই না, অথচ ওর পড়া-শুনার ইচ্ছে খুব বেশীই ছিল।

তারিণী। (চটিয়া) ভায়া হে! ব্রহ্মজ্ঞানী ত আর হই নি, কৃশ্চানও নই, স্কুলে মেয়ে দেওয়া মানেই ত মেয়ের কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খাওয়া, তা' আর খাই কি ক'রে? সব ম'রে তবে মাথেকো, বাপথেকো সবে মাত্তর ঐ একটিই তো পৌত্তুরী আছে। নইলে খরচের আবার ভয় কি? স্কুল ছেড়ে কলেজে,

বিলেতে পাঠিয়েও ত পড়াতে পারতুম, ঐ জন্যেই ত বলি দাদা! মেয়ে ছানা না হয়ে ওটা যদি একটা ছেলে হতো।

ঘটক। তা' তা' বেশ ত, ছেলে নাই বা হলো? ওঁর বিয়ে দিলেই ত মেয়ের বদলে ছেলেই পাবেন। খাসা ছেলে, তিনটে পাশ ক'রে চারটের পড়া পড়ছে, ইচ্ছে যে বিয়ে ক'রে বিলাত যায়, আপনারও যখন সেই মত, তখন আর বাধা কিসের? ও চটপট সেরে নিয়ে নাতজামাইকে বিলাত পাঠিয়ে দিন। গায়ের রং যে রকম, সাহেব ব'লে সেখানে মেমগুলো ধ'রে না রাখে, এই যা ভয়! হা হা হা!

তারিণী। দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! বিলেত? বিলেত কেমন ক'রে পাঠাব? জাত যাবে যে! দেখুন, ও সব অনাচার ফনাচারের মধ্যে আমি নেই। যে ছেলে বিলেত যাবার কথা মুখে আনে, তার সঙ্গে আমি আমার বাড়ীর মেয়ের বিয়ে দিই নে। দুগ্‌গে, দুগ্‌গতিনাশিনী মা! (হাই তুলিয়া তুড়ি দেওন)

ঘটক। (স্বগত) সেই যে কথায় বলে, তোরা ধান ভানাবি গা? না, আমাদের না ভানাবার গা। এও দেখছি তাই। যাক গে—মরুক গে, একদিন ভদ্দর লোকেদের এনেই ফেলবো, কনে যদি তাদের পছন্দ হয়, হয় ত না বলতে পারবে না। (প্রকাশ্যে) তা' তা' আপনার যদি বিলাত-ফেরতের আপত্তি থাকে, ছেলের সাধ্যি কি যে বিলেত যাবার নাম করে? আর

আপনার ঘরে বিয়ে করলে পয়সার ত দুঃখ থাকবে না, বিলেত গিয়ে আর কি লাটসাহেব হবেন ? কি বলেন বাবু ? বলুন না, সত্যিকথা বলছি কি না ?

প্রতিবেশী। কথাটা সত্যি, তবে ঠাকুদ্দার একটু অপ্রিয় হচ্ছে—বলে মনে হচ্চে, হিন্দুশাস্ত্রে অপ্রিয় সত্য বলায় নিষেধ আছে।

ঘটক। (অর্থবোধ করিতে না পারিয়া) ছেলেপিলে সবই গিয়ে ঐ ত সবেধন নীলমণি একমাত্র মেয়েটিই আছে, তা ওঁরই ত সর্ব্বস্ব। আহা ! ভগবান্ যে কার কখন্ কি করেন, এত ধন ঐশ্বর্য্য ঘরে, অথচ ভোগ করবার যারা, তাদেরই ডেকে নিলেন !

তারিণী। (নীরস কণ্ঠে) তার জন্যে তাঁকে আমি বেকুফ বলতে পারি নে, যদি ছেলে-পুলেগুলোকে রেখে পয়সাগুলোকে টেনে নিতেন, বাছাদের হাতগুলি ধ'রে আমি দাঁড়াতাম গিয়ে কার দোরে ? এ তবু তারা গেছে, আমায় ত এ বয়েসে ভিক্ষে মেগে খেতে হচ্ছে না।

(প্রতিবেশী ও ঘটক দৃষ্টি-বিনিময় করিল)

প্রতিবেশী। ঠিক বলেছেন, ঠাকুর্দ্দা ! যাদৃশী সাধনা যস্য, কথাটা কি নিছকই মিথ্যা ? আচ্ছা চল্লেম, প্রণাম।

[প্রস্থান।

ঘটক। তা' হ'লে আজ বিদায় হই। নমস্কার।

[প্রস্থান।

তারিণী। আপদ গেল! নাঃ! পাঁচজনে মিলে তিষ্ঠুতে দিতে চায় না! কাল বিষ্ণু বাবুদের সুদটা দিয়ে গেছে, টাকাগুলো যদিও বাজিয়ে নিয়েছি, তবু আর একবার দেখা ভাল। লোকে ত ঠকাতে পেলে আর ছাড়বে না। ঐ যে বলে সাবধানের মার নেই, সে ঠিক কথা! (সিন্দুক খুলিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে টাকা গণিতে লাগিল, মুখে বেশ হাসি হাসি ভাব)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তারিণী দত্তর অন্তঃপুর]

সুহাসিনী

সুহাসিনী। (একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম বাজাইয়া)—সা—রে—গ্—মা—প্ প্ প্—পা ধা নি স্সা—স্সা—নি—ধা—প্ প্ প্ পা—মা—গ্ রে সা—আঃ, এ কি বাজানো যায়? একটা স্বর বার হচ্ছে ত তিনটে হচ্ছে না, রীডগুলোকে কিলিয়ে কিলিয়ে বসাতে পাল্লেই তবে বসে, আঙ্গুলের টিপের সাধ্যি কি!—সা—রে—গ্—গ্—গ্

তারিণী দত্তর প্রবেশ

তারিণী। কি আপোদ! এ আবার তোকে কি ভূতে ধরলো? চুপ্ চুপ্! তুই কি বেটাছেলে যে, সাত হাত গলা বার

ক'রে ষাঁড়ের মতন চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছিস্—সা রে গা মা পা ধা নি সা।—পাড়ার লোকে বলবে কি?

সুহাস। হ্যাঁ, তা বৈ কি? পাড়ার লোকেরা কিছুই বলবে না,—কাদের বাড়ীতে না আজকাল মেয়েরা গান শিখছে? যত কিছু নিষেধ সব আমারই জন্যে? ওরা সবাই স্কুলে যায়, ওস্তাদের কাছে গান শেখে। বেশ ত, আমার কিছুই দরকার নেই, আমি নিজে নিজেই শিখবো, তুমি শুধু এই বাজনাটা মেরামত করিয়ে দাও।

তারিণী। হায় রে! ও সেই তোর বাবার বিয়ের সময় তোর মাতা'মোর দেওয়া, কতকাল ধ'রে অমনি পড়ে রয়েছে, ও মেরামত করতে গেলে কি আর রক্ষে আছে, একটি আঁজলা টাকা জলাঞ্জলি দিতে হবে।—তা ছাড়া—

সুহাস। না গো, দাদু! একটি আঁজলা টাকা খরচ হবে না গো হবে না। মোটে তিনটি কি চারটি দিলেই ওঁদের বাড়ীর সুরেশদা বলেছেন, বেশ ভাল ক'রে মেরামত করিয়ে দেবেন, ওঁরা করিয়েছেন।

তারিণী। বলিস্ কি, সুসি! তিনটে টাকা বড় কম হলো? কোথা থেকে আসে তিনটে টাকা বল ত? সারাদিন ধ'রে মাটী কোপা, তিনটে টাকা উঠে আসবে?

সুহাস। (ছলছল চোখে নীরব)

তারিণী। তা ছাড়া দেখ, ও সব পছন্দ করি নে, নৈলে কি টাকার জন্যে কিছু আটকায়? পুরনো মেরামত কেন? নতুনই ত কিনে দিতে পারি। আড়াইশো থেকে পাঁচশো হ'লে খাসা বাজনা হয়, কিন্তু কেন? ভদ্দর ঘরে জন্মেছ, ভদ্দরআনা শেখো, এ কি নাট্‌শালা? দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! নাঃ, কি কালই পড়েছে! জাত-ধর্ম্ম আর কিছু রইলো না, বাছবিচের সব উঠে গেল। দুগ্‌গতিনাশিনী দুগ্‌গা! যাই—হরিচরণের সুদটোর হিসেব কষতে বাকি রয়েছে।

[প্রস্থান।

সুহাস। (বাজনা ঠেলিয়া দিয়া) আমার বেলায় জাত সবতাতেই যায়, এ দিকে বুড়ো হাতী ক'রে রেখেছেন, লোকে সীঁথেয় সিঁদুর নেই দেখলে যে চমকে উঠে 'আহা' বলে, তার বেলায় ওঁর জাত যায় না? হাতে দুগাছা রুলি আর সস্তা ব'লে সরু পাড়ের ধুতী পরনে, এদিকে ধেড়ে একটা মাগী,—লোকের আর অপরাধটা কি? ভাবে বিধবা! যাক্ গে, মরুক্ গে, আমার আবার সাধ-আহ্লাদ! জন্মেই যখন মা বাপকে শেষ করেছি, তখনই সকল সাধে ইস্তফা দেওয়া হয়ে গেছে। যাই, ঘরগুলো ঝাঁট দিই গে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

[তারিণী, ঘটক ও বরপক্ষীয় দুই জন লোক]

ঘটক। মস্ত বাড়ী, বিস্তর টাকা, এক যমেই মেরে রেখেছেন। কে'বা দেখে, কে'বা শোনে। এই যে বে-মেরামত হয়ে রয়েছে, করে কে, এনে নিয়ে করবার লোক ত একটা চাই।

বরপক্ষীয়। তা' ত বটেই, তা' ত বটেই, উপায় ত নেই, ভগবানের মার।

ঐ অপরজন। এর আর নালিশ-ফরিয়াদ চলে না। সইতেই হবে।

ঘটক। (অগ্রসর হইয়া তারিণীর প্রতি) এই এঁরা এদিক পানে এযেছিলেন, তা বল্লেন, চলো একবার পায়ে পায়ে দত্ত মশাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসব, আর অমনি ওঁর পৌত্তুরীটিকে একবার দেখেও আসা হবে!

তারিণী। (খাতার পাতা হইতে চোখ তুলিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক, নমস্কার! (স্বগত) জ্বালালে! এই বিধু পোদ্দারের সুদের সুদটা একে গোলমেলে হিসেব, আর এই সময়েই কি না!

(প্রকাশ্যে) তা' মেয়ে দেখা, তা' সে ত হ'তে পারবে না, সে আজ ত এখানে নেই, আর তা'ছাড়া সেইদিনই ত আপনাকে ব'লে দিইছি, আমি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী নই, মেয়ে এখনও ছোট আছে।

ঘটক। মেয়ে আর বিশেষ ছোট কৈ? বছর ষোল-সতেরর ত হয়েছেন, তবে তিনি যদি আজ বাড়ী না থাকেন ত' সে আলাদা কথা। কোথায় গেছেন?

তারিণী। গেছে? হ্যাঁ, তা' ঐ মামার বাড়ী না মাসীর ওখানে—(স্বগত) কি যে বলি, আছে কি ছাই মামা কি একটা মাসী পিসী যে, তাই বলবো?

ঘটক। কবে ফিরবেন? আর না হয় সেখানে গিয়েও ত দেখা শোনা হ'তে পারবে, ঠিকানাটা বলুন দেখি, লিখে নিই। (পেনসিল ও কাগজ বাহির করিল)

তারিণী। (স্বগত) শালার বেটা শালা দেখছি—নাছোড়-বান্দা! যাই কর বাপু, বান্দাকে পাড়তে পারছো না! ভেবেছ আমার নাতনীর বিয়ে দিইয়ে খুব একটা দাঁও মারবে, সে আমি হ'তে দিচ্ছি নে, ঘটক-ফটক আবার কি রে বাপু! ও সব সেকেলে, ও সব আমি পছন্দ করি নে। জন্মালেই ধাই-নাপিত বিদেয়, বিয়ে হবে, তাতে চাই ঘটক, মরলুম ত রেওভাট, অগ্রদানী, এ ছাড়া ওদেরই জুড়িদার পুরুত আছেন, কাঙ্গালী আছেন, ছেলে

দুটোর বে দিয়ে এলুম, বাসরজাগানী, গ্রামভাটী, লাইব্রেরী, কত কত ছুতো করেই না টাকাগুলো ছিনিয়ে নিলে! থাকলে এদ্দিনে মুটোখানেক সুদ হতো। (প্রকাশ্যে) সে এখন কবে আসবে, তারও কিছু স্থিরতা নেই, আর তাদের বাড়ীর ঠিকানাই বা' কে মনে ক'রে ব'সে আছে, বাপু! তার চাইতে আপনারা বরঞ্চ অন্য কোন—

(নেপথ্যে। দাদু! চান করতে যান, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে, খেতে পারবেন না, যা মোটা চাল কিনেছেন!)

ঘটক। ঐ না আপনাকে 'দাদু' বলে কে ডাকলে? এই যে মা লক্ষ্মী নিজে হ'তেই দেখা দিতে এসেছেন! এস, মা! এসো।

[সুহাসিনীর প্রবেশ এবং অপরিচিত লোকেদের দেখিয়া প্রস্থানের উপক্রম]

বরপক্ষীয় একজন। এসো মা, এসো! লজ্জা কি মা! তুমি ত আমাদের মা। খাসা মেয়ে, দিব্যি মেয়ে, দত্ত মশাই! বাল্য-বিবাহের ভয় করছিলেন, তা' ত কৈ মনে হয় না, মা আমাদের মতন ছেলেদের মা হবার ত' অযোগ্যা নন! বসো মা! বসো।

(সুহাসিনী বিপন্নভাবে পিতামহের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে অন্য দিকে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল)

বরপক্ষীয় অন্য জন। বসো মা, তোমার নামটি কি মা ?

সুহাস। (মৃদুস্বরে) সুহাসিনী।

বরপক্ষীয়। বেশ নাম, কি পড় মা ? স্কুলে পড়ছো ত ? গান-বাজনা শিখেছ বোধ হয় ? তারের বাজনা ? তোমাদের পাড়ায় ত এস্রাজের শব্দ খুব শুনতে পাচ্ছিলাম।

তারিণী। (ভীষণভাবে ফিরিয়া) কেন, গানবাজনা জান্‌তে যাবে কেন ? গানবাজনা কেন শিখবে ?—গানবাজনা শিখে কি হবে ? মুজরো করবে ?

বরপক্ষীয় ভদ্র লোক। (অপ্রতিভভাবে) সে কি কথা ! না, না, অমন কথা বলবেন না, এ সব ললিতকলা, এ কি শুধু বেচে খাবার জন্যে ? আর এ ত আমাদের দেশে আবহমানকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। মহাভারতেই দেখুন, বিরাটরাজার কন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেবার জন্যে বৃহন্নলাকে নিযুক্ত করা হলো, তারপর—

তারিণী। (বাধা দিয়া) সেকালে গান্ধর্ব্ববিয়ে আসুরবিয়ে চলতো, তার ঘটক'ও ছিল না, বরকর্ত্তারও তাতে পাঠ নেই, সেগুলোই বা ছাড়লেন কেন ? এ কলি যখন সে কাল নয়, তখন একালে আর সেকালের জের টেনে কি হবে ?

বরপক্ষীয়। তা' আপনার যদি আপত্তি থাকে, ওটা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, তবে লেখাপড়া নিশ্চয়ই শিখিয়েছেন ? 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' এ ত আর নড়চড়

হবার জিনিষ নয়, এ বিধি সনাতন বিধি, যুগান্তরেও এর ব্যতিক্রম হবে না। এ স্বয়ং মনুর বিধান।

তারিণী। বাপু হে! পৃথিবীটা যদি অচল হতো, তা' হ'লে তোমার মতটা মানতুম। যুগে যুগে বিধি-ব্যবস্থা সবই বদল হচ্ছে, কোন নিয়মেরই চিরস্থায়িত্ব মানা চলে না, আর মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ফাজিল হয়, বাচাল হয়, বেচাল হয়েও যায়, ওদের তখন সামলানো দায় হয়ে ওঠে। ঐ জন্যে ও-সবের ভেতর আমি যাই নে, তবে হ্যাঁ, কোম্পানীর কাগজ কিনতে হ'লে নিজের নামটা সই করতে পারলেই হলো। বন্ধকী তমসুকের একটা সই দিতে পারা চাই, টিপ সইতেও যে কায না চলে, তা নয়, তবে হাতের সইটাই পাকা।

বরপক্ষীয় বৃদ্ধ। (আত্মগত) ভাল, ভাল, তাই পারলেই আমিও খুসী! কোম্পানীর কাগজে সই! অতি উত্তম বস্তু! এর কাছে খনা-লীলাবতীর কৃতিত্ব কোথায় লাগে! মোট কতটি টাকার ও বস্তু আছে, কে জানে! (প্রকাশ্যে) তা' না ত' কি? ঠিক বলেছেন, ওর বেশী বিদ্যে নিয়ে আর আমাদের ঘরে হবে কি? পাশ ক'রে ত আর চাকরী করতে যাচ্ছে না।

ঘটক। তা হ'লে কোষ্ঠিবিচার যদি করতে চান ত' এই নকল ক'রে এনেছি, কন্যার জন্মকুণ্ডলী—

তারিণী। (চটিয়া) তোমার গোষ্ঠীর মুণ্ডু! আমি এখন

বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নই। আর সত্যি কথাই বলবো বাপু! আমার একটি নাতনী, আমি খুব বড় চাকরে, আবার জমীদার, কলকাতার ইংরেজটোলায় বাড়ী থাকবে, চেহারাটি হবে কার্ত্তিকের মতন এ রকম না হ'লে ওর বিয়েই দেব না।

বরপক্ষীয়গণ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘটকের প্রতি সক্রোধে) কি রকম লোক তুমি হ্যা! অপমান করবার জন্যে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিলে? এমন ছোট ঘরে আমরাও কুটুম্বিতে করি নে'।

[প্রস্থান।

ঘটক। দেখবো, কত ভাল পাত্র আপনার জোটে। এমন ছেলেও পছন্দ হলো না। [প্রস্থান।

তারিণী। (মুখ খিঁচাইয়া সুহাসিনীকে) তুই পোড়া মেয়ে কি করতে এই সময়েই ধিঙ্গি নাচন নাচতে বোঠোকখানায় এসে উপস্থিত হলি বল্ ত'?—রূপ দেখাতে?

সুহাস। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) কেমন ক'রে জানবো, তোমার ঘরে টাকা ধার করবার লোক ছাড়া আবার অপর লোকও আজ এসেছে।—যত দোষ, নন্দ ঘোষ!

[চোখে আঁচল চাপা দিয়া সবেগে প্রস্থান।

তারিণী। ঘটক-বিদেয় খাবেন! হাড়হাবাতেগুলোর ইচ্ছে, হাতে ঢুকনী নিয়ে ওদের মত লোকের দোরে দোরে টোকলা সেধে

বেড়াই, আর লোকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মা! যাই, চান করি গে'। [প্রস্থান ;

চতুর্থ দৃশ্য

তারিণী দত্তর পিছনের বাগান (এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ)

[সুহাসিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া গান গাহিতেছিল]

গীত

কঁাহা কঁাহা ঢোড়তহি ভাই---
ঢোড়নু সব দিশি পেখন ন' যাই।
হৃদয় তিয়াসল, পিয়াস ন' মিটল,
বিয়াকুল চিত ভেল দরশন চাই।
সো জন বিন সাহি, চিত ধৈরয নহি,
আঁখি বরখত রহি, কঁাহা তাকো পাই?
পুন হেরব তাহে নহি পতিয়াই।

(হাসিয়া) লোকে শুনলে ভাববে, আমি যেন প্রোষিতভর্ত্তৃকা বিরহিণী। প্রিয়তমের পথ চেয়ে বিজনে ব'সে দুঃখের গান গাইছি। গানটা সে দিন সুরেশ দাদার বউ গাইছিল, শিখে নিলুম। বাড়ীতে ত গলা ছেড়ে গাইবার যো নেই, অমনি দাদামশাইএর পুরাতন

আদর্শ জেগে উঠবে। মন্দ শোনালো না। একটি যদি হার-মোনিয়ম পেতুম, বেশ মন খুলে বাজিয়ে গাইতুম। যাক্, ও হবে না. আমার অম্‌নিই ভাল। অম্‌নি গাইলে গলাও খোলে। একটি ভদ্রলোক যে ঐখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা' ত' দেখতে পাই নি! ও মা, কি লজ্জা! নিশ্চয় ও আমার গান শুনতে পেয়েছে। ভাবলুম, এখানে কেউ নেই, গানটা খুব গলা ছেড়ে গেয়ে গেয়ে অভ্যাস ক'রে নি'। তা' না, ভাঙ্গা পাঁচীলের ধারে, এত যায়গা থাকতে, উনি দাঁড়িয়ে থাকতে এলেন! একেই বলে, 'অভাগা যে দিকে চায়—সাগর শুকায়ে যায়!' [প্রস্থান।

অদূরস্থ যুবক। খাসা মেয়েটি ত! গলা ত নয়, যেন একটী সাধা বাঁশী! কুমারী বলেই মনে হলো না? [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

[তারিণী ও অপর প্রতিবেশী]

প্রতিবেশী। ছেলেটি আমার শ্যালীপো হয়, এসেছিল মাসীর কাছে, তোমার নাতনীকে কেমন ক'রে জানি নে, দেখে খুব পছন্দ হয়েছে, মাকে গিয়ে বলেছে, ওর মা আবার গিন্নীকে লিখেছেন। ছেলে খুবই ভাল, চেহারাও মন্দ নয়, তবে তৈরি ছেলেও নয়,

অবস্থাও বিশেষ কিছু না। সবে বি, এস্-সি পাশ করেছে, ডাক্তারীতেই যাবার ইচ্ছে, বাপ ডাক্তার ছিল, বই-টই সবই ত তার প'ড়ে র'য়েছে, ইস্তক ওষুধের আলমারী ষ্টেথিস্কোপটি পর্য্যন্ত।

তারিণী। তা মন্দ কি? পড়ো ছেলেই ভালো, বয়েস কম আছে, আস্তিস্তো হয়ে যাবে। ধেড়ে ধাড়ী ক'রে বিয়ে দেওয়া আমি দুটি চক্ষে পড়ে বলে দেখতে পারি নে'। ও সব একেলে চাল দাদা, আমাদের পক্ষে এটা অচল! ছেলে ত মেয়ে দেখেইছে, আর বেটাছেলের আবার দেখাশুনো কিসের? তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ। তুমি যখন মধ্যস্থ রইলে, তখন ত আর কোন কথাই নেই। ও একেবারে পাকা ক'রে ফেলে দিন স্থির ক'রে দাও।

প্রতি। তবু একবার ছেলেটিকে স্বচক্ষে দেখলে ভাল হয়। এ ত আর ঘটী-বাটি কেনা নয় যে, অপরে পছন্দ ক'রে দেবে, নিজের জিনিষ নিজে দেখে শুনে বাজিয়ে নেবেন, সেইটাই ভাল, না হ'লে এর পরে—

তারিণী। বলো কি তুমি অনুকুল! তুমি আর আমি কি ভিন্ন? তোমার শ্যালীপো, ও ত' আমারই আপন জন; তা ছাড়া সোনার আংটী আবার বাঁকা! বেটাছেলের আবার দেখাদেখি কিসের? ও ধরো দেখাই হয়েছে। তা হ'লে দিনটা স্থির করতে আর দেরী না হয়, মেয়ে বড় হয়েছে, যত শীগগির পাত্রস্থ করতে পারি, ততই মঙ্গল। ওর বের ভাবনা ভেবে ভেবে আমার গলায়

জল ওলে না। যাদের ভাবনা, তারা ত আমাকেই ভাবতে দিয়ে গেছে। এখন দুহাত এক করতে পারলে নিশ্চিন্দি হয়ে দু দণ্ড পরকালের চিন্তে ক'রে বাঁচি।

প্রতি। তা' দেনা-পাওনার কি রকম কি হবে-টবে, সেটা তা'দিকে লিখতে হবে ত?

তারিণী। ওঃ, হ্যাঁ, তা, সে তুমি বলো, আমি বরপণের বিশেষ বিরুদ্ধ, তা' বোধ করি তোমায় বলতে হবে না? নগদ এক পাই পয়সা আমি দিচ্ছি নে; তবে কন্যাভরণ, বরের আংটী জোড়, খানকতক নমস্কারী—এ দেব বৈ কি।

প্রতি। নগদ একেবারে না দিলে কি হবে, ভায়া? ছেলের বাপ নেই, বিধবা মা, সে যে ঘর থেকে খরচ দিয়ে ছেলের বে'দিতে পারবে, তা'ত' বোঝায় না। আসা-যাওয়ার খরচা, আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব, বৌভাতের খাওয়ান-দাওয়ান, একখানি গয়নাও দিতে হবে, তা' বেশী না দাও, হাজারখানেক টাকাও ত দেবে? মেয়ে কেটে ওরই মধ্যে না হয় টেনে বুনে কোন রকমে কায সেরে নিতে ব'লে দেবো!

তারিণী। ভায়া হে! তারিণী দত্তর এক কথা! 'মরদ কি বাত, হাতী কি দাঁত!' ফেরাতে ত পারবো না, ভাই! তা' ছাড়া বরপণনিবারণীর যে সভা হয়, তা'তে যে সই ক'রে মরেছি, দে'বার কি যো'ই আছে? তা ঘটা-ফটার অত দরকারই বা

কি? এ কি ডোম-চামারের বিয়ে, বাজনা-বাদ্যি আমাদের ব্রাহ্ম-বিবাহে অপ্রশস্ত,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো কথা, মনেও ছাই সকল সময় কি সব কথা থাকে! আমাদের ত আইবুড় ভাতের তত্ত্ব নিতে নেই, ফুলশয্যেও আমরা দিইনে। ঐ একবারে জোড়ের তত্ত্ব করা হয়। আমার পিসীর বিয়েতে 'ঘোট' হওয়া থেকেই এ বাড়ীর এই নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রতি। কিন্তু সরলার এই একমাত্র ছেলে, ওর মনের সব সাধ আহ্লাদ ত জমানো আছে। নিজের অল্প বয়সে কপাল ভাঙ্গলো, কিছুই মেটে নি, ছেলে বউ নিয়ে তার সকল সাধ সে মেটাবে, সে কি—

তারিণী। তা'তে কি এসে যায়? বিয়ের পর, দোল আছে, রথ আছে, চড়ক আছে, পূজো, পৌষপার্ব্বণ, তার পর তোমার গে' আম সন্দেশ, নেবু, আতা, কত কি-ই আছে ভায়া, সাধ মেটাবার আর ভাবনা কি?

প্রতি। কিন্তু—ঐ পণের টাকাটা না পেলে যে সরলা রাজী হয়, তা' আমার ভরসা হচ্ছে না। ঘরে ত তার নগদ টাকা নেই, তত্ত্ব না করলেও আসা যাওয়া বৌভাত। ভাল কথা! তুমি বরপণের বিরুদ্ধ যে বলছো, তা সুহাসিনীর বাপের যখন বিয়ে হয়, ওঁরা ত যথেষ্ট বরপণ দিয়েছিলেন, আমার মনে পড়ছে। রূপার থালে ঢেলে সমস্তই চকচকে নগদ টাকা—দেড় হাজার আন্দাজ হবে যেন।

তারিণী। (সহাস্যে) হবেই ত, তখন ত বরপণনিবারণী সভার সভ্য হই নি। তা দেখ অনুকূল! তা'হলে এখন না হয় থাক্—দিন কতক এখন না হয় যাক্, সময়টা বড্ডই মন্দ! পয়সা-কড়ি এখন একদম হাতে নেই, আর মেয়েও আমার এমন কিছু অরক্ষণীয়া হয়ে যায় নি, যে, সকালে উঠে যার মুখ দেখবো, ধ'রে দে'বো। আর তোমার ঐ শ্যালীপো'টি, ভাই! যতই বল, তেমন লায়েক ছেলেও নয়, আর অবস্থাও ত' দেখতে পাচ্ছি, তেমন সুবিধের মতন মনে হচ্ছে না। শেষকালে কি মেয়েটাকে তাড়া-হুড়ো ক'রে জলে ফেলে দেব?

প্রতি। (মনে মনে) জাল বুঝি ছিঁড়ল! না দেয় না হয় নগদ টাকা নাই দিলে। বুড়ো আর কত কালই বাঁচবে? লোকে বলে, তারিণী দত্ত টাকার আণ্ডিল বেঁধেছে, সবাই বলে ও 'যখ' দেবে, তা ত আর সত্যি পারবে না! মরলে পর পাবে ত সবই ঐ মেয়েটাই। ধারধোর করেও না হয় দিয়ে ফেলুক বিয়েটা। (প্রকাশ্যে) তা যদি সত্যি সত্যিই তুমি বরপণনিবারণী সভার সভ্য হয়ে থাক, কেমন করে আর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? সে এখনই বা কি, আর তখনই বা কি? তা হ'লে তাই হোক, যা তোমার ইচ্ছে হবে, তুমি তোমার নাতনী নাতজামাইকে দিও, এতে আর বলবার কি আছে? আচ্ছা, আমি গিয়ে সরলাকে

সকল কথা গুছিয়ে লিখে দিচ্ছি, যা দিনকাল পড়েছে, খরচপত্র বেশী না করে, সেই ভাল।

তারিণী। ঠিক বলেছ ভায়া! চারটে কাঁচের পুতুল, আর সাত থালা বাজারে মেঠাই পাঠিয়ে টাকাগুলো ন দেবায় ন ধর্ম্মায়, খামকা জলে ফেলা! তাঁর ওতে কি লাভ? তাই করো। কিন্তু দেখ, খবরদার, এখন পাঁচ কাণ করো না, পাড়ার লোকেরা তা হ'লে সব পেয়ে বসবে; তাদের কি, ঘর থেকে ত আর পয়সা বার করতে হবে না।

প্রতি। (প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বগত) পাঁচ কাণ নিজের গরজেই করবো না। তারিণী দত্তর সোল-এয়ারেসের সঙ্গে অপূর বিয়ে দিচ্ছি, এ জানলে কি আর রক্ষে আছে! কত লোকেই ভাংচি দিতে আসবে। বাড়ী-ঘর ওদের সামান্য, অবস্থা মোটেই ভাল না, কত কি-ই না বলবে। (প্রকাশ্যে) ক্ষেপেছেন! আমি কি তেমনি কাঁচা লোক! [প্রস্থান।

তারিণী। যাক বাঁচা গেল! ঘটক বেটাগুলো সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন এসে জ্বালিয়ে মারছিল, এইবার তাদের জোঁকের মুখে নুণ পড়েছে! মন্দ কি? বে হ'লে পরে এখন বছর পাঁচেক ঘর করতে পাঠাবো না, বলবো, আগে রোজগেরে, হও, তখন বউ নে, যেও। সুহাস চ'লে গেলে আমার ঘর-কন্না সাত ভূতে লুটে খাবে, সেই ভয়েই ত' আরও ওর বে' দিতে

পারিনে, চাকুরে ছেলে, বড় লোকের ছেলে, পাশকরা ছেলে এই সবই ত' ছাই ঘটক ব্যাটারা খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসবে কি না! নাঃ, এ বেশ হচ্ছে! (সিন্দুকের নিকট গিয়া) যাক, একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে আশু বিশ্বেসের খতেনখানা পড়া যাক।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তারিণী দত্তর অন্তঃপুর

[সেলাই করিতে করিতে সুহাসিনী গান গাহিতেছিল]

সুহাসিনী— গীত

আমার, মানস-কানন ছেয়েছে আজ ফুলে ফুলে,
হৃদয়-নদী উঠছে সদাই দুলে দুলে।
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে গায়,
মত্ত কোকিল কিসের গান গায়,
সুখের জোয়ার বইছে বেগে কূলে কূলে—
আপনাকে আজ বিকিয়ে দিছি (ওই) চরণধূলে।

(অপ্রকাশের চুপি চুপি আসিয়া পশ্চাতে অবস্থান ও গান থামিলে চোখ চাপিয়া ধরিয়াই)—

অপ্র। বলদিখি নি কে?

সুহাস। (সানন্দে) এসেছ। মেঘ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছলো।

অপ্র। (চোখ ছাড়িয়া পাশে বসিল) না এসে কি থাকতে পারি? এত ঘন ঘন আসা তোমার দাদু পছন্দ করেন না জানি, তবু ছুটে ছুটে আসি. কি বেহায়াই আমায় ভাবেন!

সুহাস। (অপ্রিয় প্রসঙ্গকে প্রিয় প্রসঙ্গে পরিণত করিতে চাহিয়া) ভাবলেই বা! তুমি কি বেহায়া কিছু কম? সে দিন পাঁচীলের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে আমার গান শোনা হচ্ছিল, কেন বল ত শুনি? কোথাকার কে' একটা মেয়ে লুকিয়ে একটা গান গাচ্ছে, তাই অমনি চুরি ক'রে ক'রে কেউ শুনতে আসে?

অপ্র। (সুহাসের কাণের দুলে দোলা দিয়া) ভাগ্যে শুনতে পেয়েছিলুম! আচ্ছা সুহাস! তবে যে তোমার ঠাকুদ্দা আমার-ই একটি বন্ধুর বাপ একবার তোমায় দেখতে এসে গানবাজনা জানো কি না, জিজ্ঞেস করায় তাঁকে মারতে গেছলেন? অথচ তুমি একটি পাকা ওস্তাদের মত এ বিদ্যায় পারদর্শিনী। আশ্চর্য্য কাণ্ড ত!

সুহাস। হ্যাঁ, দাদু বুঝি জানে? তা হ'লে চুলের ঝুঁটি ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিত না! এ আমি সুরেশদা'র বউএর কাছে গিয়ে গিয়ে শিখেছি। হারমোনিয়মটা ভাল থাকলে বেশ বাজিয়ে গাইতুম, তা' পারি না। মেরামত করাবার ইচ্ছে ছিল. হয়ে উঠলো না. অনেক খরচ প'ড়ে যাবে।

অপ্র। (সনিশ্বাসে) 'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে মাগে' ব'লে যে একটা চলিত কথা আছে, তোমার ভাগ্যে সেটা বেশ চৌচাপটে মিলে গেছে, দাদুর এ দিকে শুনতে পাই অগাধ টাকা। না, পৃথিবীটা একটা আশ্চর্য্য স্থান!

সুহাস। থাক্ গে, যেতে দাও। ক'দিন থাকছো বলো?

অপ্র। তোমায় এবার নিতেই এসেছি, সুস্থ! ঠাকুদ্দা ত আমার পড়ার খরচ দিতে পারবেন না বলেই দিয়েছেন, আমার পক্ষে পড়া তা হ'লে অসম্ভব! এত দিন মেসোমশাই যথেষ্ট সাহায্য করতেন, কিন্তু তাঁরও কারবার ফেল করেছে, তিনি নিজেই ঘোর অভাবে প'ড়ে গেছেন, এখন আমারই উচিত তাঁর এ অসময়ে একটু সাহায্য করা। তা' সে ত' আর আমার দ্বারা হবেই না, নিজেরটুকু শুধু চালিয়ে নিতে পারলেই এখন বাঁচি। স্থির করেছি, পড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরেই কম্পাউণ্ডার বা হোমিওপ্যাথিষ্ট হয়ে বসি গে,' যে ক'টা টাকা হয়; কিন্তু তোমায় না পেলে যে জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠবে। আমি পারবো না, এক বৎসর ত হয়ে গেছে; ঠাকুদ্দা বলেছিলেন, বিয়ের এক বৎসর তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যায় না, যেতে নেই, এখন ত আর বাধা নেই। তবে যদি—

সুহাস। (সাগ্রহে) তবে যদি কি? বলতে গিয়ে থামলে কেন? না, আমার মাথা খাও। শীগ্‌গির বলো।

অপ্র। হুঃ, ওইটুকু হলেই আমার ষোল কলা পূর্ণ হয়! বলছিলুম কি, আমরা গরীব, ভেবেছিলুম, অবস্থার উন্নতি এক দিন করবো, কিন্তু সকল আশাতেই ত' জলাঞ্জলি দিয়েছি। সেখানে গিয়ে গরীবের ঘরে কি তুমি ঘর করতে পারবে, হাসি?

সুহাস। (স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া) তুমি এই কথা বল্লে? তুমি যদি আমায় গাছতলায় নিয়ে যাও, আমি তাই যাব। তুমি গরীব, আর আমিই কি বড়লোক? আর ধর, তাই যদি হতেম, তোমার চেয়ে আমার কে' আছে? কি সুখ আমার এখানে? নিয়ে যাও, আমি হাসিমুখেই যাব।

অপ্র। (হাত ধরিয়া) তা আমি জানি সু! ওইটুকুই আমার সান্ত্বনা! কি আশা করেছিলাম, আর কি হলো? তোমায় সুখী করতে পারলুম না, এই আমার যা দুঃখ। তবে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে যা' হয়, তার কোনই ত্রুটি পাবে না, সুহাসিনি! আর আমার মা তোমারও মা হবেন।

সুহাস। (সজল চক্ষে) ঢের হবে, ঢের হবে, আমি স্নেহের কাঙ্গাল, ভালবাসার ভিখারিণী, তোমরা আমায় তাই দিও, আমি সানন্দচিত্তে তোমাদের দাসীত্ব করতেও প্রস্তুত আছি। ঐশ্বর্য্য কি জিনিষ! আমি তার জন্য কিছুমাত্র লালায়িত নই। ধনী হলেই কি সুখী হয়? তা হ'লে আমার দাদুর মত সুখী

সংসারে খুঁজে পেতে না। এস, এস, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খাবে এস। কতদূর থেকে এসেছ।

অগ্র। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

[তারিণী দত্ত ও ভৃত্যের প্রবেশ]

তারিণী। তোদের মতলব কি বল্‌তে পারিস্? সব্বাই মিলে গলায় আমার পা দিবি?

ভৃত্য। (হাত কচলাইতে কচলাইতে) আজ্ঞে, তা' আর ক্যামন ক'রে দেব? মুনিব হচ্চো! (স্বগত) অন্য লোকের বায়াভ্রুরে ধরে, এনার বিরেনাব্বুইয়ে ধরেচে!

তারিণী। রোজ তিন পয়সা ক'রে পাণ! আমার বাপ কখন কেনে নি! নাঃ, এই বয়েসে নাতজামাই শালা দেখছি, পথে দাঁড় করিয়ে তবে ছাড়বে। ভদ্দর লোকের ঘরে, পড়ো ছেলে তুই, গাইগরু মতন চব্বিশ ঘণ্টা পাণ চিবুতে লজ্জা করে না? যদি আর জন্মের অভ্যাস থাকে, সরু সরু ক'রে বিচুলি কেটে তাই দু'টি দু'টি জাবর কাট, এ আমার মাথায় কাঁটালভাঙ্গা কেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে, তা' কাঁটাল ত শুনি পরের মাথাতেই ভাঙ্গেক!

তারিণী। থাম্ থাম্, তোকে আর ফাজলামী করতে হবে না। আচ্ছা, দে, হিসেব দে। আর ত' কিছু নেই?

ভৃত্য। আরে আছেক বৈ কি, বাবু! নাতজামাই বাবু কি বামুন-কায়েতের ঘরের ষাঁড় নাকি? মাছ খাবেক নি? চার পয়সায় দু ছটাক পোনা মাছ অ্যানে দেলাম নি? তা'পরে হ্যাদেকে গে, কি বলে গে, ওই শুনারি জলপানের লেগ্যে চার পয়সায় দু'টো কাঁচাগোল্লা,—

তারিণী। কাঁ-চা-গোল্লা! তার চাইতে আমার কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেলেই পারতো! নিত্যি নিত্যি আসা, এলেও ত আর যাবার নামটি পর্য্যন্ত নেই, এত বড় হাড়-বেহায়া জামাই ত কখনও দেখি নি! সেবার এলেন, সাত দিন ধ'রে বৃষ্টি থামে না, শালাও মজা পেয়ে গেল, বলে, এত বিষ্টি, বেরোন যায় কি? কেন রে বাপু, বেরোন যায় না? তুই কি কুমোরের গড়া কাঁচা মাটীর পুতুল নাকি যে, বিষ্টি লাগলে গ'লে যাবি? আবার আজ এই তেরাত্তির ত' কাবার করেইছেন, এখনও ক'রাত্তির কাটান দেখো! আজ ত আবার বেজায় মেঘ ক'রে আস্ছে। এ দেখছি 'রুগী যা চায়, বৈদ্যে মাপায়'—তাই হ'লো! হ্যাদেখ্ নেপা! ঘরের জামাই ঘরে এয়েছে, তার আবার অত ঘটা কিসের? ও

ত আর আমার কুটুম নয়,—তুই কাল থেকে ঐ পাণ, সুপুরী, খয়ের, কাঁচাগোল্লা—ওগুলো সব কমিয়ে দিবি। বলিস, পাণ বাজারে পাই নি, এক পয়সার সুপুরী এনে দিস। সায়েবরা কি পাণ খায়? ব্যাটাছেলে, কলেজ যাবে, দাঁত নোংরা, ঠোঁট রাঙা, সুট-বুট পরলে মানাবে কেন? বাতাসা বরং এনে দিস, গাছে নেবু আছে, ভিজিয়ে দিলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। বুঝলি? সুহাসের হয়েছে আদেখ্‌লেপানা, মনে করে যে, খুব কতকগুলো গিলিয়ে দিলেই খুব আদর করা হবে। যাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, আসল যত্ন সেইটুকুন। বড় বড় ডাক্তারদের কাছে যা' দেখি, দেখবি, আমিও যা' বলেছি, তারাও তাই বলবে। বাজারের মিষ্টি-ফিষ্টি খাওয়া, আর যমের বাড়ীর দরজার দিকে পা বাড়িয়ে এগুনো ও একই কথা!

ভৃত্য। (চটিয়া) আমি বাসাতা এনে খুঁকীদিদির বরকে খাওয়াতে নারবো বাবু। বাজারের মিষ্টি খ্যালে যদিক ব্যারাম স্যারামই হয়, ঘরে ঘি অ্যাছে কি লুচি-ফুচি করলে হয় না? সাতটা না, দশটা না, একটা মোট্টে লাতজামাই, তেনারে খাওয়াবেক বাসাতা? আমি সে কিনতে পারবোনিক।

[সরোষে প্রস্থান।

তারিণী। মুখ্যুর অশেষ দোষ! কত দিনেই যে সরকার থেকে ওদের লেখাপড়া শিখোবার ব্যবস্থা করবে! নাঃ, সুহাসকেই

ডেকে ব'লে দিতে হবে। কাল কি বদলাচ্ছে না? সেকালে জামাই আদর ব'লে কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে সেটাকে যে একাল পর্য্যন্ত চালাতেই হবে, তার কি কোন মানে আছে? সেকালের জামাইরা কি শ্বশুরবাড়ী কখনও তেরাত্তির পোয়াতো? তারা জান্‌তো, তা হলেই তারা ভ্যাড়া হয়ে ভ্যা ভ্যা করবে। (চিন্তিতভাবে) তা মিথ্যে নয়! এরা ত ও সব আমাদের পুরানো বিধিনিষেধ কিছুই মানে না। তাই হয় ত একেলে ছেলেগুলো বে' হ'তে না হ'তে বউএর গোলাম হযে ঐ ভ্যা ভ্যাই করতে থাকে।

(অপ্রকাশের প্রবেশ)

এই যে! কি? আজ বুঝি বাড়ী ফিরছো? পেরণাম ঠুকতে এয়েছো? তা' বেশ, বেশ, পেরণামের আর দরকার নেই, আমি অম্‌নিই আশীর্ব্বাদ করছি,—সকল সময়েই তোমাদের দু'টিকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা ছাড়া আমার আছেই বা আর কে?

অপ্র। আজ্ঞে না, বাড়ী যাবার কথা বল্‌তে আসি নি, অন্য কথা ছিল।

তারিণী। (হতাশভাবে) কিন্তু আজ শনিবার, মেঘে আকাশ ভ'রে গেছে, আজ যদি বিষ্টি নামে, সাতটি দিন যার নাম,—শুনেছ তো?—কথায় বলে,—'শনির সাত।' দেখ, তা হ'লে

আর বেশী দেরি-টেরি করো না, বিষ্টিটা এসে পড়লে বেরুনো মুস্কিল হবে কি না, তাই বলছি। সাতটি দিন ত আর এখানে তুমি ব'সে থাকতে পারবে না।

অপ্র। (দুঃখিতভাবে) কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, পড়া কি তা হ'লে ছেড়েই দেব? দু'টো বছর পড়তে পারলে ডাক্তার হ'তে পারতেম, এ হব কম্পাউণ্ডার! আপনার নাতনীই ত তা'তে চিরদিন ধ'রে দুঃখ-কষ্ট পাবে। একটু খানি বিবেচনা ক রে দেখবেন।

তারিণী। ভায়া হে! বিবেচনা করেই দেখা গেছে যে, আজকাল এত বেশী ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টারে দেশটা ছেয়ে গেছে যে, ও আরও দু একজন বাড়লে কমলে কিছুই আসবে যাবে না। তা ছাড়া নতুন যে সব থিওরী বেরুচ্ছে, তা'তে ডাক্তারের কোন যায়গা নেই। রোগ হলেই পাহাড়ের চুড়োয় চেঞ্জে পাঠান হয়েছে, শীঘ্রই তাদের এরোপ্লেনে রেখে দেবারও ব্যবস্থা-পত্তর বার হবে,—ডাক্তাররা তখন আর কি কচু করবে? ভায়া হে! পৃথিবী যে চলেছে সে ত এক যায়গায় হাত পা মেলে বসে নেই; তা' ওর দৌড়ের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারবো কেন? তার চাইতে ঐ যে হোমিও করবে ঠিক করেছিলে, সে নেহাৎ ত মন্দ হবে না! গরীব-গুর্‌বো যারা প্লেনে-ফ্লেনে চড়বার যুগ্যি নয়, ওরাই তবু ডাকবে।

অপ্র। (নিশ্বাস ফেলিয়া) তাই হবে।

তারিণী। হ্যাঁ, তাই কর গে। ওহে ভায়া! এতে মনে কোন দুঃখু করো না, কে' কি বলতে পারে? ভবিষ্যৎ কি কেউ দেখতে পায়? মহেন্দ্র সরকার, অক্ষয় দত্ত, ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, প্রতাপ মজুমদার যে তুমিই একদিন হবে না, তা কি কিছু জানো? দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! হ্যাঁ, ঐ যে কি বলছিলুম? তা হ'লে আজই আসছ ত? সেই ভাল, অনর্থক সাত সাতটা দিন মিথ্যে কেন নষ্ট ক'রে ফেলবে। সঙ্কল্প করেছ, যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

অপ্র। মা ব'লে দিয়েছেন, এদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে। আজকে কি পাঠাতে পারবেন?

তারিণী। (স্বগত) কি বিপদ! মেয়েটা চ'লে গেলে আমার ঘর-কন্না করবে কে? না, না, ওকে এখন পাঠালে চলবে না যে। (প্রকাশ্যে) এই দেখ, অম্‌নি তোমার মায়ের বৌ নে' যাবার সখ চাগ্‌লো! এটা যে ওর জোড়া বছর চলছে! এ বেটী কি হিঁদুয়ানী কিছুমাত্রও জানে না? বেটী কি সায়েবের বেটী নাকি? তা' ত হয় না, ভায়া! আমরা ত শাস্তর লঙ্ঘন করতে পারি নে। এই বোশেখের পরের বোশেখের আগে আর ওকে পাঠানোর সুবিধে নেই। এই ওর জন্মমাস কি না। আর তাও বলি বাপু! এখন একটা নতুন কাযে বসতে যাচ্ছো, সব মনটা

সেই দিকেই দাও গে, এর মধ্যে আবার নেংবোটের মত একটা বউ পিছনে বাঁধা কেন? বউ ত আর পালাচ্ছে না!

অগ্র। (স্বগত) বিশ্বাসই বা কি? যে বাড়ীর হাওয়া! নাঃ, এ বুড়ো বড় সোজা লোক নয়। জীবনটা দেখছি কাটবে ভাল! আচ্ছা, তা হ'লে চল্লুম।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

তারিণী। (হাসিয়া) হুঁ হুঁ, তারিণী দত্তর কাছে এয়েছ চালাকী খেলতে! ডাক্তারী পড়ার খরচা জুগিয়ে এই বয়েসে পথে গিয়ে দাঁড়াই আর কি! আমার কি না দু চারটে রোজগেরে বেটা আছে! ঐ টাকাগুলিই ত আমার রোজগেরে বেটা! যাক্, ছোঁড়া বাড়ী গেল না বাঁচলুম! খেয়ে খেয়ে ক'দিনে ফতুর করলে, আবার ক্ষ্যাপা ব্যাটার এতেও পছন্দ হয় না। বলে, 'দাদাবাবু, বৌদি ঠাকুরুণ থাকলে অমন জামাই—কত খাওয়াতো, মাখাতো।' আবার কি খেতে হয় রে বাপু! সোণা খাবি, না রূপো খাবি? যাই, হরিধন মাইতির আজ সুদ নে' আসার কথা আছে। এলো কি না, দেখি গে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কলিকাতা—রাজপথ

[ট্রামের আশায় অপ্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে রাস্তায় হকার হাঁকিতেছিল, (বসুমতী, বঙ্গবাণী, অমৃতবাজার, লিবার্টি, সাড়ে আঠার ভাজা, পাঁঠার ঘুগ্‌নী, কাশীর ধূপ, ল্যাংড়া আম]

(জনৈক পাণওয়ালার প্রবেশ)

পাণ—   (গীত)

বাবু পাণ,—মিঠা পাণ,

আপনি একটি পয়সা খরচা ক'রে   এর, দুটি খিলি খেয়ে যান।

এই পাণ দু'টি খেলে,   আপনার দিল্ যাবে খুলে,

তার ফলটি পাবেন হাতে হাতে, ওই, বউএর কাছে বাড়বে মান ॥

এ পাণ পেলে, মুনিব হবেন পরিতোষ, ভুলে যাবেন (আপনার)

শতেক দোষ,

এই সে দিন যিনি মুখ ফেরালেন, তিনিই হেসে ফিরে চান।

অপ্র। (মনে মনে হাসিয়া) কিনবো না কি দু'টো? মুনিবও নেই, বউএর কাছে মান বাড়াবার দরকারও দেখি নে, ঐ সে দিন যিনি মুখ ফেরালেন, তাঁর মুখে দু'টো দিতে পারলে মন্দ হতো না।

যদিই একটু হেসে ফিরে চাইতেন ত বেঁচে যেতুম! কিন্তু সে বড় বিষম ঠাঁই!

(আর এক ব্যক্তি, সম্ভবতঃ সেও অপূর মত ট্রাম ধরিবার জন্যই আসিয়াছিল, সহসা অপূকে দেখিয়া)

অপরিচিত। এ কি? আমাদের অপ্রকাশ না?

অপ্র। (সবিস্ময়ে) আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি! আমার বিয়ের সময়ই বোধ হয়। দেবনাথ দাদা না?

দেবনাথ। (কাছে আসিয়া অপূর পিঠ ঠুকিয়া) এই ত চিনতেই ত পেরেছ! বাঃ, হঠাৎ তবু দেখাটা হয়ে গেল! তার পর সব খবর কি? ওখানে গেছলে, দাদামশাই মরছেন কবে? লক্ষণ কিছু প্রকাশ পায় নি এখনও? সুহাস? সে তোমাদের ওখানেই বোধ হয়? আছে ভাল?

অপ্র। (দুঃখিত স্বরে) নাঃ, তাকে ত পাঠান না, সেখানেই আছে। আনতে গেছলুম, ফিরিয়ে দিলেন।

দেব। কেন? কেন? বল্লেন কি? ও গেলে ওঁর চলবে না? কেন পয়সা আছে, দু'টো লোক রাখুন না, মেয়েটা কি চিরকাল বুড়ো আগলেই ব'সে থাকবে? তবে বিয়ে দেওয়া কেন?

অপূ। (সহানুভূতি পাইয়া গাঢ় স্বরে) আমিও সেটা ঠিক বুঝতে পারি নে, বাড়ী গেলেও যাও যাও ক'রে বিদায় করেন,

ওকেও পাঠাবেন না, তবে কেন বিয়ে দিলেন? বলেছেন, এখন তের মাস ত পাঠান হতেই পারে না। এ নাকি শাস্ত্রের নিষেধ।

দেব। ওঃ, শাস্ত্রের ত সবই খবর রাখছেন! ওঁর শাস্ত্র ত উনি নিজেই তৈরি করেন। ভাল কথা! তুমি এখন করছো কি? বিয়ের সময় বলেছিলে ডাক্তারী পড়বে, তাই পড়ছো বোধ হয়?

অপ্র। পড়তুম, ছেড়ে দিচ্ছি।

দেব। (সবিস্ময়ে) কেন?

অপ্র। (দুঃখগম্ভীর স্বরে) সুবিধে হলো না।

দেব। কিছু মনে করো না, অসুবিধেটা কিসের? আর্থিক না শারীরিক অথবা মানসিক?

অপ্র। (নতচক্ষে) শারীরিক নয়, শরীর আমার ভালই।

দেব। ওঃ, বুঝেছি! দাদামশাইকে গিয়ে ধরলে না কেন?

অপ্র। পায়ে ধরা ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখি নি।

দেব। তবু পেলে না? (সহাস্যে) তুমি একটি বোকারাম।

অপ্র। আপনি তা হ'লে ওঁকে ভাল ক'রে চেনেন না।

দেব। (হাসিয়া) বেশ, রাখো বাজি, আমি যদি তোমায় ডাক্তারী পড়বার সমস্ত খরচ মায় তাঁর নাতনী শুদ্ধ আদায় ক'রে দিতে পারি, আমার কি দেবে?

অপ্র। আমি ত নিঃস্ব!

দেব। আমার বোনের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে বল?

অপ্র। (হাসিয়া আত্মগত) সে ত অমনিতেই আছি! (প্রকাশ্যে) বোনের কেন, তা হ'লে ভাইএরও কেনা গোলাম হয়ে থাকতে রাজি আছি।

দেব। ইস্! তা' আর পারতে হয় না। আচ্ছা, দেখাই যাক, কত দূর কি করতে পারি। ঐ ট্রাম আসছে। চল চল।

নবম দৃশ্য

[তারিণী দত্তর অন্তঃপুর]

সুহাসিনী

সুহাসিনী। এমন কপাল করেও জন্মেছিলুম, মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই-বোন পর্য্যন্ত হয় নি, বুড়ো বাহাত্তুরে ঠাকুদ্দা নিয়েই জন্ম কাটালুম। যদিই ভগবানের দয়ায় এক জন ব্যথার ব্যথী সত্তিকারের ভালবাসবার লোক পেয়েছিলুম, বিধি বুঝি তা'তেও বাদী হলেন। দাদু যদি আমায় ওঁর রাঁধুনীগিরি করবার জন্যে না পাঠিয়ে রেখে দেয়, ওঁরা চিরকাল আমার পথ চেয়ে কি তাই সহ্য করবেন? পোড়া অদৃষ্টে এত সুখ আমার সইবে কেন? (চোখ মুছিল)

(তারিণী দত্ত ও পশ্চাতে দেবনাথের প্রবেশ)

দেব। এই যে সুহাস! বিয়ে হয়ে গেছে, তবু এখানে কেন? হ্যাঁ দাদামশাই! ওকে শ্বশুরঘর পাঠান না যে?

তারিণী। এটা যে ওর জোড়া বছর, সেই জন্যে পাঠাতে পারি নে।

দেব। ওঃ, তাই। তা না হ'লে ও এক একটি মেয়ে পোষা না এক একটা হাতী পোষা। আমি ত ওর মহা বিরুদ্ধ! খরচপত্তর ক'রে বিয়ে দেব, সব করবো, আবার বাড়ীতে বসিয়ে দু'বেলা কুঁড়ো পাথর গেলাবো, কোটাবো! রামো চন্দর! অতো আর পারা যায় না।

তারিণী। (মুগ্ধ হইলেন) তা—তা—বড় মিথ্যেও বলিস নি দেবু! কথাটা তোর ঠিক্ই, তবে, তবে কি জানিস—

দেবু। আজ্ঞে, তা' আর আপনাকে ব'লে দিতে হবে না, কিন্তু দেখুন, সে দিকেই বা কি এমন সুবিধে? সধবা মেয়ে, দু'টি বেলা মাছটি চাই, আজকালের দিনে চুলগুলোয় সিঙ্গেল বিঙ্গেল বব—যা হয় একটা কিছু করলেই হয়, তা নয়, রক্ষেকালীর মতন একটি গাদা চুল, নারকোল তেলটাও ত নেহাৎ কমটি লাগে না? আর বেটা ছেলের দু'খান গামছা হলেই দিন কেটে যায়, ওঁদের আবার দশহাতি সাড়ী সেমিজ এটি ত চাই-ই, আরও বেশী হলেই ভাল হয়।

তারিণী। (তদ্গতচিত্তে) ঠিক বলেছিস্ দেবা! ঠিক রে ঠিক! আহা, বেঁচে থেকো দাদা! মা বাপের নাম রেখো!

দেবু। তা দাদামশায়! আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকলেই হবে, ও ছাড়া আমাদের আর সম্বলই বা কি আছে? ওইটুকুনই ত যা কিছু ভরসা।

সুহাস। (আত্মগত) ও বাবা রে! এ যে দেখেছি, বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়! হে বাবা তারকনাথ! তোমার নন্দী মশাইকে নিয়েই অস্থির ছিলুম, আবার ভৃঙ্গী ঠাকুরটিকেও তাঁর দোসর ক'রে দিলে!

তারিণী। (সাগ্রহে) প্রাতবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি রে দেবু! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, বেঁচে থাকাই হচ্ছে আসল।

দেবনাথ। তা' হ্যাঁ, দাদামশাই! অপ্রকাশ আসে টাসে না?

তারিণী। (উৎসাহিত হইয়া) অপ্রকাশ আসে না? সে ত বলতে গেলে এইখানেই থাকে। এই ত এই সে দিন মাত্তর গেছে, সহজে কি যেতেই চায়, নেহাৎ তার মা ভাববেন ব'লে কত ক'রে ঠেলে-ঠুলে পাঠিয়েছি, আবার দেখ না কোন্ দিন গুপ ক'রে এসে পড়ে।

দেব। খুব বেহায়া জামাই জুটিয়েছেন ত! শ্বশুরবাড়ী এসে ফিরতে চায় না? আমরা কখনও শ্বশুরবাড়ী তেরাত্তির থাকি নে—ও থাকতেই নেই। শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

সুহাস। (মনে মনে অত্যন্ত রাগিয়া) এ কি আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়া জুটলো! কবে এ আপদ বিদেয় হবে? হে হরি! হরির লুঠ দেব। [প্রস্থান।

দেব। (সেই দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য) দেখুন আপনার অবস্থা দেখে আমার বড্ড মায়া লাগছে। দিনকতক না হয় থেকে একটু সুবিধে ক'রে দিয়ে যেতুম, একটা ইকমিকে রান্না ক'রে নিলে আর ও সব মেয়েমানুষের ঝক্কি-ঝপ্পাট পোয়াতে হয়না! চাকরটা ত খুব খাটতে পারে, তবে ওর ও দোষ নেই, তা নয়, একপো ক রে ডাল রোজ আনে কেন? বৈদ্যক শাস্ত্রের কোথাও ডালের সুখ্যাতি করেন নি, ডালের জুসেরই করেছে, আধ পো ডাল হলেই ত খাসা দু'বেলা ডালের জুস্ খাওয়া যায়, আর ভিটামিনও কিছু তাতে কম পড়ে না। তার পর রাঙ্গা চালে অবশ্য ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণেই পাচ্ছেন, কিন্তু তরকারিগুলো রান্না ক'রে যে ভিটামিন 'সির' দফা সারা হচ্ছে, তার কি? কুটনো কোটা জিনিষটা ভিটামিনের পক্ষে মহা আপদ! খোসা শুদ্ধ ভাতে দাও, কচি কচি কাঁচা খাও, শরীর থাকবে ইয়া তাজা! আমি ত ওই ক'রে ক'রে থাইসিস্ কাটিয়ে উঠলুম, এখন দেখছেন ত বুকের ছাতি? এই দেখুন স্যাণ্ডোর মত হাতের গুলোগুলো! কি দরকার আমাদের ওই শাকের ঘণ্ট, শুখতুনি, কুমড়ো চচ্চড়ি খাবার বলুন ত?

তারিণী। (চিন্তিতভাবে) ঠিক বলেছিস, দেবু! তুই দাদা, দিন কতক থেকে আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দে : আমারও খরচ কমে, ওরাও বত্তায়, তাই কর। তোর এখন ত ছুটী আছে ?

দেব। তা' আছে, আমাদের কলেজ ও বিষয়ে খুব দরাজ, টানা আড়াইটি মাস ছুটী। তা হ'লে তাই না হয় করি, আগে আমার ইকমিক কুকারটি আনি, তার পর ওকে এক বেলার জন্যে গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিয়েই আসবোখন। দেখুন, আর জামাই আনার ল্যাঠায় কায নেই, এলেই কতকগুলো মিথ্যে খরচ বৈ ত না। কি দরকার ?

তারিণী। কিন্তু যাবার ভাড়াটা ত তা হ'লে—

দেবু। রামোচন্দর! আমার যে রেলের পাস আছে, ভাড়া আবার কিসের জন্যে লাগবে ? তা লাগলে কি আর এ পরামর্শ দিই ? দেখুন, আমরা কথা বেচে খাই, আমাদের কাছে পয়সা বড় চিজ! ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, অর্থাৎ চলিত কথায় একটি পয়সা মা-বাপ !

তারিণী। (গদ্‌গদ স্বরে) তুই-ই আমায় যথার্থ চিন্‌লি রে, দেবু! এ পৃথিবীতে কেউই আমায় তোর মতন ক'রে চিন্‌লে না ! নাত্‌নী ত চটেই আছেন, নাতজামাই পড়বার খরচ চাইতে এসেছিলেন, দেওয়া হয় নি। হ্যাঁ রে দেব! তুই-ই বল ত ভাই, কোথা থেকে আমি দেব ? আমার কি একটাও রোজগেরে

ছেলে বেঁচে আছে ? তারা গেছে, তবু টাকা কটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে থাকি ; ধরো, তারাও থেকে যদি টাকাগুলোও যেতো, আমায় কি তোরা খেতে দিতিস ? জানিস্ দেবু ? জগতে কন্যেই বল, পুত্রই বল, আর যিনি যতই বল, এই টাকার বাড়া আর আপন কেউ নয় রে, দাদা !

দেবু। আজ্ঞে, তা' যা' বলেছেন ! টাকার চাইতে আপন, আমার নিজের আত্মাও নয়,—তা নাতনী আর নাতজামাই ! না, না, দেবেন না। টাকা কি না খোলামকুচি যে, অমনি আঁচলা ভ'রে ঢেলে দিলেই হলো ? আচ্ছা, সে চাইলেই বা কোন্ আক্কেলে ? আমরা হ'লে ত কখনো পারতুম না।

তারিণী। দেখ, দাদা ! তোরাই দেখ ! দশে ধর্ম্মে দেখে হক্ কথাটা বল !

দেবু। না না, ও কোন অন্যায় হয় নি, বেশ করেছেন দেন নি, কেনই বা দেবেন ? চলুন, চান-টান ক'রে নিয়ে আজকের মতন ওই চচ্চড়ি হড়হড়ি খেয়ে নিন, কালই আমি আমার ইকমিক কুকার নিয়ে আসছি।

তারিণী। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

সুহাস। (প্রবেশ করিয়া) হে মা কালী ! হে মা দুর্গা ! হে বাবা তারকনাথ ! ও যেন কাল কুকার আনতে গিয়ে আর না ফিরে আসে। আমি তোমাদের পূজো দেব। [প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

অপ্রকাশের বাটী

অপ্রকাশের মা ও সুহাসিনী

মা। মা আমার! লক্ষ্মী আমার! আমার আঁধার ঘর আলো হলো মা! এত দিনের সকল দুঃখ আজ আমার সার্থক হলো। বসো মা! এই ঘরে বই-টই নিয়ে পড়ো, আমি রান্নাটা সেরে নিই।

সুহাস। সে কি মা! আমি থাকতে আপনি রাঁধবেন? তবে আমি এলুম কি করতে? আমায় সব দেখিয়ে দিন, আমি কুটনোও কুটে নেব, রেঁধেও ফেলবো।

মা। (জিভ কাটিয়া) বলিস্ কি মা! আমার কত দুঃখের ধন অপূ, তার বউ তুই, তোকে দিয়ে আমি রাঁধিয়ে খাবো? তা কি হয় মা! তুমি বসো—আমার কতক্ষণই বা লাগবে।

(প্রস্থানোদ্যত।

সুহাস। (অগ্রসর হইয়া) সে হবে না, মা! আমি কখন মা পাই নি, আপনাকে আমি মা পেয়েছি, আমায় আশ মিটিয়ে সেবা করতে দিন।

মা। (মাথায় হাত দিয়া সাশ্রুনেত্রে) সাবিত্রী সমান হয়ো মা আমার! পাকা চুলে সিঁদুর প'রে চিরসুখী হয়ো, আমার

মাথার যত চুল, তোমাদের দুজনকার তত বছর ক'রে পেরমাই হোক। আচ্ছা, এখন একটু বসো, আমি চান ক'রে এসে ডেকে নিয়ে যাবো'খন। [প্রস্থান।

সুহাস। দেবু দাদাকে ঠিক যেন চিনতে পারলুম না! কি যেন একটা রহস্য আছে বোধ হচ্ছে! আমায় ত এক রকম দূর দূর করেই বিয়ের করলে, অবশ্য আমার তাতে শাপে বরই হলো, কিন্তু তার পর ট্রেণে উঠে দেখি, চার জোড়া নতুন ভালো ভালো সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউস, সেন্ট, সিঁদূর, তেল, আল্‌তা থেকে, হাঁড়িভরা মিষ্টি, শাশুড়ীর গরদ, এক প্রস্থ কাঁসা-পেতলের বাসন ইস্তক বিছানা বালিস—কিচ্ছুটিই বাদ পড়ে নি। আবার শাশুড়ীর কাছে একশো টাকা নগদ দিয়ে ব'লে গেল, দাদু দিয়েছেন, অথচ আমি জানি, দাদু সন্দেশের দুটি টাকা ছাড়া আর একটি পয়সাও দেয়নি, এ সব তা হ'লে এলো কোথেকে? জিগ্‌গেস করলুম, তা ইয়ারকি ক'রে উড়িয়ে দিলে। (ঘর গুছাইতে লাগিল)

(অপ্রকাশের প্রবেশ)

অপ্র। (সহাস্যে) এই যে! এসেই ঘরের লক্ষ্মী ঘর গুছোতে লেগে গেছেন! তার পর তোমার জন্যে একটি বক্স হার্মোনিয়ম কিনতে দিলুম যে, কিনে এলে আমায় কিন্তু রোজ দু' একটি ক'রে গান শোনাতে হবে, তা ব'লে রাখছি।

সুহাস। (প্রফুল্লমুখে) মা রয়েছেন যে? যদি কিছু মনে করেন?

অগ্র। আমার মা মনে করবার মা-ই নন, দু'দিন থাকলেই তা তুমি নিজেই জানতে পারবে। মাকে আমি বলেছিলুম, তিনিই ঐ একশো টাকা থেকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বাজনা কিনে আনাতে বল্লেন।

সুহাস। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এত দিন পরে আমি তোমায় পেয়ে মা পেলেম। ভাগ্যে সে দিন লুকিয়ে গান শুনেছিলে! নইলে এ মা ত আমি পেতুম না!

অগ্র। হুঁ! আর আমি বুঝি ভেসে গেলুম?

সুহাস। (হাত ধরিয়া) ওগো, না না, রাগ করো না, তুমি ত আমার সর্ব্বস্ব! কিন্তু আজ আমি মাতৃস্নেহ লাভ ক'রে যে আনন্দ পেয়েছি, তাতে যেন আমায় মাতাল ক'রে দিয়েছে। উঃ ভগবান্! কি জিনিষে আমায় তুমি চিরকাল ধ'রে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলে!

একাদশ দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

তারিণী দত্ত টাকা গুণিতেছিল

(দেবনাথের প্রবেশ)

দেবনাথ। দাদামশাই! বিদায় দিন, বাড়ী যাব ভাবছি। ঐ নেপা ব্যাটাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছি, ও চড়িয়ে দেবে, আপনি অনায়াসে ছু'টি ঘণ্টা বাদে নামিয়ে নিয়ে খেতে পারবেন। আর রাত্তিতে ত দুধটুকু আর ফল।

তারিণী। (দুঃখিত কণ্ঠে) সে কি রে দেবু! এরই মধ্যে চ'লে যাবি? তবে যে বলেছিলি, আড়াই মাস ছুটী, এখনও ত মাসও পোরে নি রে!

দেবু। তাই ত ভেবেছিলুম দাদামশাই! কিন্তু যে রকম কাণ্ডটি দেখছি, ভরসা হচ্ছে না। আর না গিয়েই বা কি করি, ক'টা দিনই বা আর আছি। যে ক'টা দিন আছি, একটু ধর্ম্মপুণ্যি ক'রে নিই গে। মনে করছি, বাড়ী হয়ে সব্বাইকে নিয়ে কাশীই যাব। যেতেই যখন হবে, স্বর্গে-ই যাতে যেতে পারি, তারও একটা পথ-টথ ত ক'রে রাখাই ভাল, নৈলে আবার মন্দারাম যমদূতগুলো হেঁইও হেঁইও করতে করতে কাঁটাবন দিয়ে হিঁচুড়তে হিঁচুড়তে নিয়ে যাবে।

তারিণী। হ্যাঁ রে দেবু! হঠাৎ তোর হলো কি? কি সব বলছিস?

দেবু। তা তোমায় বলতেই বা লজ্জা কি, কাউকে কিন্তু ব'লে ফেলো না। মিথ্যে মোকদ্দমা ক'রে এক জনের ক'বিঘে জমী কেড়ে নিয়েছিলুম, সেটা গিয়েই ফিরিয়ে দেব, আর পয়সা-কড়ি দুটো দশটা যাই আছে, দু'হাতে তুলে বিলিয়ে ছড়িয়ে এই বেলা পুণ্যি ক'রে নিই গে।

তারিণী। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ রে দেবা, তোর ত কোন দিন নেশা-ফেশা অভ্যেস ছিল না, এ কি বলছিস?

দেবু। (হাসিয়া) আজও নেই গো দাদামশাই! নেশার ধার ধারি নে। কেন, তুমি কি কিচ্ছুই শোন নি?

তারিণী। কিসের কি শুনবো রে?

দেবু। কেন—ঐ হেলির ধূমকেতু? তার চেহারা দেখেছ ত? ও কি করবে, তা বুঝি এখনও জানো না?

তারিণী। কি আবার করবে? ও রইলো আকাশে, আমরা রইলুম মাটীতে।

দেবা। ঐ ত মজা দাদামশাই! নৈলে,—

"সে থাকে নীলনভে, আমি নয়নজলসায়রে।—

আঠারই মে আমাদের পৃথিবীটা যে ঐ ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়ে যাবে, তা জানো না?

তারিণী। হা হা হা হা! ভায়া! ও সব কাগজওয়ালাদের কাগজ কাটাবার ফন্দি! অমন পুচ্ছ-মুচ্ছ হাজার হাজারবার পার হয়েছে। পৃথিবীটে কি বেলে মাটীর যে, আঙ্গুল ঠেকলেই টস্‌কে যাবে?

দেবা। (অসহায়ভাবে) হাসছেন কি দাদামশাই! যখন হবে তখন বলবেন হ্যাঁ। এই কুসংস্কারগুলো আমাদের পচা দেশেই নয়, পৃথিবীর সমুদয় ভাল ভাল সুসংস্কৃত দেশে শুদ্ধ এই নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। সব্বাই নিজের কায সাম্‌লাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক তার রিসার্চের ফল তাড়াতাড়ি রেকর্ড করছে, রাসায়নিক তার এক্সপেরিমেণ্ট অবজার্ভ করছে, পাপী পুণ্যিধর্ম্মে মন দিচ্ছে, পুণ্যাত্মা তার গ্রেড বাড়াবার বা ডবল প্রমোশনের বন্দোবস্তে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে। আমিই বা প'ড়ে থাকি কেন বলুন দেখি। যদি প'ট্‌ করে মরেই যাই। আর এ কেমন সুযোগ, তাই দেখুন না? ছেলে-পিলে ইস্তক ঘরের গিন্নী সব সপুরী একগাড়! কাঁদতে ক'কাতে নেই। পিছটান ছেড়ে দু'হাতে ছড়িয়ে দাও। পুণ্যিকে পুণ্যি!

(প্রথম প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে দেবনাথ! আঠারই মের কথা কিছু ভাবছো? আমি ত স্থির করেছি কাশী গিয়ে ও দিনটা উপোসী থেকে ভৈরবমন্ত্র জপ করবো, শিবলোকটাই আমার বেশী পছন্দ।

দেবনাথ। ঠিক বলেছেন দাদা! আহা, কৈলাস! কৈলাসের মত কি জায়গা আছে? ভাং খেয়ে ভোলানাথ যখন তানপুরায় সঙ্গত আরম্ভ করেন, বাগ্বাদিনীর বীণা ঝঙ্কার করে উঠে, মন্দাকিনীর কুলুকুলুধ্বনি কাণে যায়, আর নন্দী-ভৃঙ্গীরা গাল বাজিয়ে ব-ব বোম্ ব-ব বোম্ ব-ব তোলে, তখন সেই কোমলে-কঠিনে মিঠে কড়ায় কি অনির্ব্বচনীয় শব্দলহরীরই সৃষ্টি হয়!—আর মধ্যে মধ্যে সিংহ গর্জ্জনও শোনা যায়! আহা!

(গয়লানীর প্রবেশ)

গয়। দাদাঠাকুর! দুধের দামটা আমার চুকিয়ে দিও, বাবু! ধূমকেতুর ল্যাজ না কি পিরথিমেকে ঝেঁটিয়ে নেবে, তা বাবু, যদি মরেই যাই, আর জম্মে আবার আমার ট্যাকা আদায়ের জন্যে তখন ধেরো থেকে গাছ হবে, আমি পরগাছা হয়ে তোমার গায়ে জড়িয়ে থাকতে পারবো নি, বাবু! হুঁঃ,—একটা কথা কইতে পাব না; দুপুর রোদে তেষ্টায় টা-টা কর্‌লেও জল-রত্তি গড়িয়ে খাবো, তার যোটি নেই! হিসেব ক'রে রেখো, কাল এসে নে' যাব। [প্রস্থান।

(রাসু বাগের প্রবেশ)

রাসু। বাবাঠাকুর! আপনার টাকা ক'টা নিয়ে আমার খতখানা ফেরৎ দিন, আজকের পর্য্যন্ত সুদ চড়িয়ে বেবাক ক'রে এনেছি।

তারিণী। ভূতের মুখে রাম নাম! পায়ের দড়ি ছিঁড়ে তোর সুদ আদায় করতে পারি নে, হঠাৎ আজ এমন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে উঠলি যে বড়?

রাম্ব। আর বাবাঠাকুর! এমন সোণার পিরথিমিটেই যখন গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে, তখন আর এই ক'টা টাকা? সঙ্গে ত আর বেঁধে নে' যেতে পারা যাবে না, যেতে ওর অধর্ম্মটুকুনই সঙ্গে যাবে।

[টাকা দিয়া খত লইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

প্রতিবেশী। দেবু ভায়া! তা হ'লে এখন চল্লাম, কাশী যে যাব, তার বিলি-ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে ত হবে, সময়ও ত খুব সংক্ষেপ। আচ্ছা, যাবার আগে আবার দেখা হবে। আসি, দাদামশাই!

[নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।

তারিণী। (চিন্তিতভাবে) দেবা!

দেব। আজ্ঞে?

তারিণী। হাঁ রে, সত্যি তা হ'লে?

দেব। তাই ত সবাই বলছে, দাদামশাই! সত্যি-মিথ্যে কেমন ক'রে জানবো বলুন, যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে। বিলেতে আমেরিকায় সর্ব্বত্রই ত এই একই রব। পাদরীরা গির্জ্জেয়, আর মোল্লারা মসজিদে, আর আমাদের সন্ন্যাসীরা কোথায়

আছেন জানি নে, থাকেন হয় ত গুহা-গহ্বরে, মনে কিন্তু সবারই ঐ একই স্বর, "ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ!" তা' আমিও ভাবছি, কাশী যেয়ে সকালে উঠে দশাশ্বমেধে চান ক'রে একখানা গরদের ধুতি পরবো, দোবজা কাঁধে ফেলে কপালে চন্দনের ফোঁটা—কোশাকুশি নিলেও হয়, না নিলেও চলে, তা নেওয়াই ভাল।

তারিণী। (ব্যাকুলকণ্ঠে) হ্যাঁ রে, আমার যে লাখ টাকার ওপোর আছে, সে সব কি হবে?

দেব। তার জন্য অত ভাবছেন কেন? সবই যেমন আছে, ঐ সিন্দুকে বন্ধ থাকবে। চুরি করবার জন্যে একজনও ত আর বেঁচে থাকবে না যে, তার এত ভাবনা? তা ও সিন্দুক-ফিন্দুক সবই একাকার লণ্ডভণ্ড! পৃথিবীটা যদি টোক্কর খেয়ে উল্টে যায়, তা হ'লে মানুষগুলো উপরদিকে পা, নীচে দিকে মাথা ক'রে উল্টে পড়বে। যদি বাঁয়ে হেলে, তা হ'লে—

তারিণী। (কাঁদো-কাঁদো হইয়া) হ্যাঁ রে দেবু! সত্যি কি সব যাবে রে? আমার যে বড় কষ্টের টাকা!

দেব। টাকা যাবে কোথায়, দাদামশাই? যাই ত আমরা! ওঁরা ত মরেন না; ওঁরাই হচ্ছেন,—অমৃতস্য পুত্রাঃ। ভাল ক'রে তালাটা বন্ধ রাখবেন, বেরুতে পারবেন না, তবে যদি বাঁয়ে হেলে, আমরাও ঘর-বাড়ী, সিন্দুক-পেঁটরা নিয়ে বাঁ-কাতে গড়িয়ে পড়বো, মাথাগুলো হয় ত ঠোকাঠুকি হয়ে না হয় ত ঐ সিন্দুকেই ছেঁচে

যাবে। ভরা সিন্দুকটা ধাঁ ক'রে হয় ত পিঠের উপরেই চেপে পড়লো, ভেতর থেকে টাকাগুলো ঝম্ ঝম্ ঝম্! কিন্তু যাই বল, দাদামশাই! টাকার যেমন শব্দটি, অমনটি কিন্তু এস্রাজের তারেও বাজে না! আচ্ছা, টাকা বাজিয়ে ওস্তাদরা গান গায় না কেন?

তারিণী। দেবু! তা হ'লে না হয় একটা কায করবো? কিছু দান-টান না হয় করি?

দেব। আরে রাম! দান করলেই যে কমে যাবে, দাদামশাই! তা হ'লেই ত গেল।

তারিণী। কিন্তু যদিই পৃথিবী ধাক্কাই খায়?

দেবু। কিছু বিশেষ ক্ষতি তাতে নেই দাদামশাই! এ আমাদের টিকিওয়ালা পণ্ডিতরা ত বলে নি, ঐ হ্যাট-পরা পণ্ডিতদের বাণী যে,—ধরুন খাবে। আর পৃথিবী ধাক্কা যদি খায়, তা হ'লে নিজেকেই থোলামকুচির মতন কুচিয়ে গুঁড়িয়ে ছিনিমিনি খেয়ে ছড়িয়ে পড়তে, হবে,—তা অন্যে পরে কা কথা!

তারিণী। তা হ'লে আমাকেও তোর সঙ্গে কাশী নিয়ে চল, দেবু! আর এই টাকা, বন্ধকী খত, আর কোম্পানীর কাগজ এগুলো না হয় ওদের কাছেই পাঠিয়ে দিই। যদি যায়ই সব, তবু ওদের কাছ থেকেই যাক।

দেব। কিন্তু দেওয়াটা যেন কেমন একটু লাগে! আচ্ছা, না হয়, তা হ'লে একটা কায করুন,—একটা উইল লিখে সবশুদ্ধ,

এখন ব্যাঙ্কে জমা রাখুন একটা খসড়া করা যাক্, কি লিখবো, বলুন ত ?

(কাগজ-কলম লইল)

তারিণী। আমার একমাত্র পৌত্রী শ্রীমতী সুহাসিনীর এবং তাহার স্বামী শ্রীযুক্ত অপ্রকাশচন্দ্রকে আমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি এবং আমার ভাগিনেয়ীপুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দেবনাথকে—

দেব। (বাধা দিয়া) ও আবার কি দাদামশাই! আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট ! ও সবে আর জড়াবেন না, ক্ষমা করুন।

তারিণী। তুই লেখ ত, আমার টাকা, আমি যদি রাস্তায় ছড়িয়ে দিই, তুই কেন কথা কোস্ ? হ্যাঁ, দেবনাথকে দশ হাজার টাকা দিয়া বাকি ক্যাসে এবং বন্ধকী খত প্রভৃতিতে নগদ সাড়ে নিরানব্বুই হাজার টাকাব সমস্তই উক্ত সুহাসিনী এবং শ্রীযুক্ত অপ্রকাশচন্দ্রকে—

দেব। দাদামশাই! ওর থেকে আর বিশ হাজার টাকা আলাদা রেখে দিই, ওটা আপনার নামেই থাক, এর পর ওটা গরীব বিদ্যার্থীদের সাহায্যের জন্যে আপনার নামে একটা ফণ্ড ক'রে দেব। কি বলেন ?

তারিণী। (অর্থনাশভয়ে ভীত হইয়া নিতান্ত অবসাদগ্রস্তই আছেন) তুই যা ভাল মনে করিস দাদা, তাই কর ; আমার কিছুই আর ভাল লাগছে না। অ্যাঁ ! আস্ত পৃথিবীটা ভেঙ্গে টুক্‌রো

টুক্‌রো ক'রে দেবে ? অ্যাঁ ! এরা সব বলে কি ? ওরাই পাগল হলো, না আমাকেই পাগল করলে ? কিছু যেন বুঝতে পারছিনে, —অ্যাঁ ! অ্যাঁ !

দেব। (লেখা শেষ করিয়া) উকীল বাবুকে খবর পাঠাই। সময় সংক্ষেপ, সব তাড়াতাড়ি সারতে হবে ত ! কাশীতেও বাড়ীর খবর নিতে চিঠি দিই গে।

[প্রস্থান।

তারিণী। সব যাবে ? টাকা, নোট, কোম্পানীর কাগজ, বন্ধকী খত কিছুই থাকবে না ? হাঃত্তোর ধূমকেতুর নিকুচি করেছে ! এত যায়গা থাকতে পৃথিবীর ওপোরেই পড়তে এলি ? ঐ যে চাঁদটা, আজকাল সায়েবরা বলে, ওতে মানুষ নেই, জল নেই, ওইটেকেই না হয় গুঁড়িয়ে দিলেই হতো, না হয় পূর্ণিমা নাই হতো, অমাবস্তেই থাকতো বারো মাস। আক্কেল কি শুধু মানুষেরই গেছে, ও সব সমান। কালের ধর্ম্ম ! আত্মগর্ব্যের সব এখন একশেষ !—

[সরোষে প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

কাশী দশাশ্বমেধ ঘাট

[তারিণী দত্ত, দেবনাথ, সুহাসিনী, অপ্রকাশ]

তারিণী। তোরা তোদের ঘরে ফিরে যা' দিদি! আমি আর ফিরবো না। দেবার কল্যেণে আমি বাবা বিশ্বনাথকে পেয়েছি। বেশ আছি, শেষ দিন ক'টা এইখানেই কাটিয়ে যাব।

সুহাস। দাদু! আমি তা হ'লে আপনার কাছে এখন থাকি, উনি ফিরে যান, কলেজ খুলে গেছে। দাদারও ত ছুটী ফুরুলো, কলেজ শীঘ্রই খুলবে। আপনার যে কষ্ট হবে।

তারিণী। দেখ দিদি! এখানে এসে আমি যেন বদলে গেছি,—বাড়ীতে ব'সে থাকতে ত আর ভাল লাগে না, এই দশাশ্বমেধে আমি পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কই, কেত্তন শুনি, দেবদর্শন করি, ভাগবতপাঠ হয়, বেশ আছি, কেন মিথ্যে কষ্ট করবি, তুই ফিরে যা। বামুন মেয়ে বেশ যত্ন করে, আমার চ'লে যাবে। দেখ অপু! টাকা-কড়িগুলো যেন বরবাদে দিও না, খুব হাত টেনে টেনে খরচ করো, সিগরেট ফুঁকে, পাণ চিবিয়ে বাজে খরচে উড়িয়ে দিলে ও আর কতক্ষণ! আচ্ছা, সব এস গিয়ে, আমি কথা শুনতে যাই।

[প্রণাম গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদানন্তর প্রস্থান।

অপ্র। দেবনাথ দাদা! এ কি কাণ্ড! এ কি সত্যি না স্বপ্ন? আপনি কে? কোন দেবতা ছলনা করছেন না ত?

দেব। (সহাস্যে) ভাই! হেলির ধূমকেতু আর যার ভাগ্যে যা আসুক, তোমাদের বরাতে ও হয়ে এসেছিল মঙ্গল গ্রহ! আঠারই মে ত কেটে গেল, কিন্তু আমার দাদামশাইএর না মরেই পুনর্জন্ম হয়ে গেল।

যবনিকা পতন